সেনসেক্স : ৮০,৭৮৬.৫৪ (-৮৪৯.৩৭)
নিফটি : ২৪,৭১২.০৫ (-২৫৫.৭০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

কমিশনকে 'ললিপপ' তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, দয়া করে বিজেপির ললিপপ হবেন না। এদিন পূর্ব বর্ধমানে প্রশাসনিক সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। ৫

ভারতীয় পণ্যে ৫০% মার্কিন শুল্ক চালু আজ
রাত পোহাতেই ভারত থেকে আমদানি করা বেশিরভাগ পণ্য বেশি দামে কিনবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শহর	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৩°	২৫°
জলপাইগুড়ি	৩৪°	২৫°
কোচবিহার	৩৪°	২৬°
আলিপুরদুয়ার	৩৩°	২৫°

রাইট ভাইদের আগেই ভারতে বিমান ছিল ৭

১০ ভাদ্র ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 27 August 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 100

সিভিকের কাজে প্রশ্ন

উদ্ধার করা ফোন বিক্রির অভিযোগ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৬ অগাস্ট : পুলিশের উদ্ধার করা চোরাই মোবাইল অবৈধভাবে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে নাম জড়াল মালবাজার থানায় কর্মরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। বেআইনি এই কর্মকাণ্ডে পুলিশকর্তারা কোনও পদক্ষেপ না করায় পুলিশের একাংশও ক্ষুব্ধ। যদিও মালবাজার থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বলেন, 'এমন কোনও ঘটনা বা তথ্য আমার নজরে আসেনি।'

অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম ধীরাজ গোপ। মাল ব্লকে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তদিঘি কুমারপাড়া এলাকায় তাঁর বাড়ি। ধীরাজের উপর দায়িত্ব ছিল, মাল থানায় পাঠানো জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের সমস্ত ই-মেল যাচাই ও প্রিন্ট করে থানার জুনিয়ার সেরেস্তাদারের কাছে পাঠানো। তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল, হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া মোবাইলের বিবরণ মাল থানা থেকে জেলা পুলিশের ডিডিইউ বিভাগে পাঠানো হয়।

সেই বিবরণের সূত্র ধরে ট্র্যাক করা হয় হারানো মোবাইল। মোবাইলটি কেউ চালু করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্তা চলে যায় পুলিশের কাছে। তারপর সেই মোবাইলের লোকেশন এবং নতুন সিমের নম্বর পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট থানায়। পুরো তথ্য আদানপ্রদানের কাজ হয় সরকারি ই-মেলে। মাল থানায় সেই বিবরণ দেখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে মোবাইল উদ্ধার করার দায়িত্ব ধীরাজের। সেই কাজে শৈলেন রায় বলে অপর এক সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁকে সহযোগিতা করেন।

বিষয়টি প্রথমে মালবাজার থানার ক্রান্তি আউটপোস্টের এক আধিকারিকের নজরে আসে। একটি মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার সূত্র ধরে তিনি জলপাইগুড়ি জেলা মনিটরিং সেলে যোগাযোগ করেন। তখনই জানা যায়, ওই ব্যক্তির মোবাইলের বিবরণ অনেক আগেই মালবাজার থানায় পাঠানো হয়েছিল। ওই আধিকারিক সেটা উদ্ধার হয়েছে কি না, খোঁজ নিতে গেলে জানা যায়, মোবাইলটির লোকেশন লাটাগুড়ি। টাওয়ার লোকেশন দেখে একটি দোকান থেকে মোবাইলটি উদ্ধার হয়। সেই দোকান থেকেই ধীরাজের যোগসূত্র মেলে। ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন তোলেননি।

পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধীরাজ নিজের মোবাইলে থানার ই-মেলে খুলে রাখেন জরুরি ই-মেল দেখার জন্য। অভিযোগ, থানার ই-মেলে কোনও মোবাইলের উদ্ধার সংক্রান্ত তথ্য আসার পর তার স্ক্রিনশট নিয়ে থানার কম্পিউটার থেকে সেই ই-মেল মুছে ফেলেন তিনি। তারপর যে ব্যক্তির কাছে মোবাইলটি রয়েছে বলে বিবরণ দেওয়া থাকে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ফোনটি উদ্ধার করেন ধীরাজ।

তবে সেই মোবাইল আর থানায় জমা পড়ত না। অভিযোগ, সেই উদ্ধার করা মোবাইল বিক্রি করা হত লাটাগুড়ি বাজারের একটি মোবাইলের দোকানে।

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন **৩২** দিন পর

আজ গণেশ চতুর্থী। মঙ্গলবারই শিলিগুড়ির পুজো প্যান্ডেলে ভিড়। ছবি : সূত্রধর

জীবনের দুর্নীতির জাল উত্তরেও

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : নিয়োগ দুর্নীতির চক্রে নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। তাঁর সেই সাম্রাজ্যের জাল বিস্তৃত ছিল উত্তরবঙ্গেও। তাঁকে গ্রেপ্তার করার পর প্রাথমিকভাবে যা যা তথ্য ইডি জানতে পেরেছে, তাতে মোট ছয় জেলায় জীবনকৃষ্ণের দুর্নীতিচক্রের হদিস মিলেছে। ওই ছয় জেলার তিনটিই উত্তরবঙ্গের। জেলাগুলি হল মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর।

আদতে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বাসিন্দা এবং সেখানকার বিধায়ক হলেও জীবনের কাজকর্ম বিস্তৃত ছিল মুর্শিদাবাদ ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া ও বীরভূমে। বিধায়ক ও তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে যে সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা জমা পড়েছে, তা ওই ছয় জেলা থেকে এসেছে বলে ইডি জানতে পেরেছে। সেই ব্যাংকগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে লেনদেনের তথ্য জানতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা।

সোমবার গ্রেপ্তার করার পর তাঁর বিরুদ্ধে আরও একের পর এক অভিযোগ উঠে আসছে ইডি'র কাছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তাঁর চাকরি বিক্রির নেটওয়ার্কে সহযোগী আছেন ১০ থেকে ১২ জন। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা পেশায় স্কুল শিক্ষক বড়ঞার এই তৃণমূল বিধায়কের রাজনীতিতে পা দেওয়ার পর জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটে।

দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ও তাঁর পরিবারের অ্যাকাউন্টে লেনদেন নজরে ছিল ইডি'র। বিপুল পরিমাণ সেই টাকা নিয়োগ দুর্নীতির বলে ইডি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে। বিধায়কের বিপদ আরও বাড়ছে তাঁর বাবাও জীবনকৃষ্ণের বেআইনি সম্পত্তি নিয়ে অভিযোগ তোলায়।

এরপর দশের পাতায়

ব্লক স্তরে রদবদল তৃণমূলে

ভোটের আগে সাবধানি দল

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৬ অগাস্ট : কোথাও শুদ্ধিকরণ, কোথাও ভারসাম্যের অঙ্ক। তবে, সবমিলিয়ে জেলা সভানেত্রীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রেখেই জলপাইগুড়ি জেলায় দলীয় সংগঠনকে ঢেলে সাজাল তৃণমূল। ধূপগুড়ি টাউন ব্লকের জন্য নজিরবিহীনভাবে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠনের কথা আগেই ঘোষণা করেছিল দল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সীর সঙ্গে বৈঠকে সেই সিদ্ধান্তে এদিন সিলমোহর পড়ল। তবে, দলের বিভিন্ন ব্লক কমিটির রদবদলে একটা কথা পরিষ্কার, যেখানেই নেতাদের বিরুদ্ধে বড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেখানেই বদলের পথে হেঁটেছে দল। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, '২৬-এর নির্বাচনের আগে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব।

শুদ্ধিকরণের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে মালবাজার শহরে। মাল টাউন তৃণমূলের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুলিন গোলদার। প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান স্বপন সাহার ছায়াসঙ্গী অমিত দে-কে ছেঁটে ফেলেছে দল। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে পুনর্বহাল হয়েছেন কাউন্সিলার মণিকা সাহা। দায়িত্ব পেয়ে পুলিনের বক্তব্য, 'নতুন-পুরোনো সকলকে নিয়ে চলব। পরিস্থিতি দেখে কাজের বেশ কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন হতে পারে।'

মাল গ্রামীণ ব্লক সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন জিতনি মাহালি। তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০/১৪২ নম্বর পার্টের পঞ্চায়েত সদস্যা তিনি। মাল গ্রামীণ এলাকায় নদী থেকে বালি-পাথর পাচার ও ডাম্পারের ব্যবসায় একাধিক নেতার নাম জড়ানোয় অস্বস্তি বাড়ছিল তৃণমূলের। সুশীলকুমার প্রসাদকে সরিয়ে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের ঘনিষ্ঠ জিতনিকে আনা সেই শুদ্ধিকরণের চেষ্টা বলেই মনে করা হচ্ছে।

নতুন রাজনৈতিক সমীকরণে ময়নাগুড়ি টাউন ব্লকে গোবিন্দ পালকে সরিয়ে বিশ্বজিৎ সেনকে নতুন সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আইএনটিটিইউসির টাউন সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া দেওয়া হয়েছে কল্যাণ সাহাকে। ময়নাগুড়ি ১ নম্বর ব্লকে ১৪ বছর পর মনোজ রায়কে সরিয়ে নতুন সভাপতি করা হয়েছে খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু রায়কে। জল্পনা, ময়নাগুড়ি পুরসভায় রদবদল আসন্ন। সেখানে পুনর্বাসন হবে মনোজের। এদিন তিনি বলেন, 'দল যেটা ভালো বুঝেছে তা করেছে।' ময়নাগুড়ি ২ সাংগঠনিক ব্লকে অনেক বিতর্ক থাকলেও শিবশংকর দত্তকেই পুনরায় সভাপতির পদে বহাল রাখা হয়েছে।

নাগরাকাটায় অবশ্য তেমন কোনও বিতর্ক না থাকায় পুরোনোদের উপরই ভরসা রেখেছে দল। তবে ব্লকে তৃণমূল মহিলার দায়িত্বে নতুন মুখ এসেছেন রম্বি তিরকি। তিনি নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য।

তেমন কোনও অভিযোগ না থাকলেও সম্প্রতি জেলা তৃণমূল যুব সভাপতির পদ থেকে সরানো হয় চামুর্চির সন্দীপ ছেত্রীকে। বানারহাট ব্লক তৃণমূল সভাপতি হয়ে পুনর্বাসন পেলেন তিনি। সন্দীপের ব্লক সভাপতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই দলের কর্মীরা চামুর্চিতে র‍্যালি বের করেন। বর্তমান জেলা পরিষদের সদস্য ও প্রাক্তন যুব সভাপতি বিমল মাহালিকে ফের তৃণমূল যুব ব্লক সভাপতি পদে ফিরিয়ে আনা হয়। বানারহাট ব্লক আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি পদে দলের পুরোনো কর্মী বিধান সরকারকে আনা হয়েছে।

ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তৃতীয়বারের জন্য সভাপতির দায়িত্ব পেলেন মহাদেব রায়। তবে ব্লকে যুব ও তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসে নতুন মুখ আনা হয়েছে। মহাদেব বলেন, 'ক্রান্তি ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী।

এরপর দশের পাতায়

মাল পুরসভায় পুলিন গোলদারকে সংবর্ধনা। মঙ্গলবার।

যেখানে বদল

- মাল টাউন ব্লকে ছাঁটাই অমিত দে
- মাল গ্রামীণ ব্লকে বাদ পড়লেন সুশীলকুমার প্রসাদ
- ১৪ বছর পর ময়নাগুড়িতে ব্লক সভাপতির পদ থেকে সরলেন মনোজ রায়
- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির নতুন সভাপতি দিলীপ রায়

পুজোর আগে বকেয়া ডিএ অনিশ্চিতই

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) বকেয়ার কিছু অংশ মেটানোর দিন চলে গিয়েছে আগেই। এখন দুর্গাপুজোর আগে সরকারি কর্মচারীদের সেই বকেয়া পাওয়া অনিশ্চিতই। মঙ্গলবার মামলার তালিকার ৪ নম্বরে থাকলেও শেষপর্যন্ত শুনানিই হল না সুপ্রিম কোর্টে। সেপ্টেম্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে শুনানি হতে পারে বলে বিচারপতিরা ইঙ্গিত দিলেও রাজ্য সরকারের আইনজীবীর আপত্তিতে পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হল না মঙ্গলবার।

ফলে ডিএ মামলা কতদিনের জন্য পিছিয়ে গেল, তা নিয়ে সংশয় আছে। মামলাকারীদের আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'পরবর্তী শুনানির সম্ভাব্য তারিখ আমাদের জানানো হয়নি। নির্দিষ্ট বেঞ্চ না থাকায় আজ শুনানি হয়নি।' স্বাভাবিকভাবে হতাশ কর্মচারী মহল এবং ডিএ'র দাবিতে আন্দোলনকারীরা। কিন্তু মামলাটি বিচারাধীন বলে সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়েছে কর্মচারী সংগঠনগুলি। তবে মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, যত দ্রুত সম্ভব, শুনানি করুক শীর্ষ আদালত।

শুরু হয়েও স্থগিত শুনানি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী কনফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের আগে বলা হয়নি। আমাদের তো প্রতি শুনানিতে টাকা ঢালতে হচ্ছে। আমরা কষ্টভোগ করছি।' কর্মচারী পরিষদের দেবাশিস শীল বলেন, 'আমাদের তো দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে।' বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চে নিয়ম মেনে মঙ্গলবার শুনানি শুরু হলেও কিছুক্ষণ সওয়াল-জবাবের পর আটকে যায় রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবালের কথায়।

এরপর দশের পাতায়

কন্যা হওয়াই কাল হল

দেবীপক্ষের আগে বাবার হাতে 'খুন' একরত্তি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : বাকি মাত্র এক মাস। পিতৃপক্ষের অবসানের পর শুরু হবে মাতৃপক্ষ। দেবীদুর্গার আরাধনায় মাতবেন মর্ত্যবাসী। মহিষাসুরের তাণ্ডব থেকে রেহাই পেতে দেবকুল শরণাপন্ন হয়েছিলেন দেবীর। দশভুজার কাছে পরাস্ত হন অসুররাজ। নারীশক্তির অন্যতম বড় দৃষ্টান্ত মহিষাসুরমর্দিনীর কাহিনী। স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাহিত্য, শিল্প, প্রতিরক্ষা থেকে সংসার সামলানো- প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। 'অপারেশন সিঁদুর' সম্পর্কে দেশবাসীর সামনে নিয়মিত তথ্য তুলে ধরেছেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি, উইং কমান্ডার ভ্যোমিকা সিং। দেশের রাষ্ট্রপতি পদেও রয়েছেন এক মহিলা। সে দেশেরই শিলিগুড়িতে শুধু মায়ের মেয়ে হওয়ার অপরাধে প্রাণ দিতে হল একরত্তিকে। এই ঘটনা দেবী মায়ের আগমন ধ্বনিকে ম্লান করেছে নিঃসন্দেহে। রাতে দুধ খাইয়ে একরত্তিকে ঘুম পাড়িয়েছিলেন মা। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলেন তিনিও। কিন্তু সকালে মায়ের নজরে পড়ে শিশুটি কোনওভাবেই নড়াচড়া করছে না। তৎক্ষণাৎ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এমন ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে। কিন্তু শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রকাশনগরের ঘটনায় শিশুটিকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে। শিশুটির বাবার দিকে এমনই অভিযোগ তুলেছেন মৃত একরত্তির মা। কন্যাসন্তান হওয়ায় রাগে এমন কাণ্ড রাহুল মাহাতো করেছেন বলে রাহুলের স্ত্রী তথা ওই শিশুর মা প্রিয়াংকা কুমারীর অভিযোগ। ভক্তিনগর থানায় তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এমন ঘটনায় প্রথমে প্রকাশনগরে এবং পরবর্তীতে হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও কোথাও বড় ধরনের অশান্তি ঘটেনি। শিশুটির বাবা অভিযুক্ত রাহুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

শিলিগুড়ির চম্পাসারির বাসিন্দা প্রিয়াংকার সঙ্গে ২০২৩ সালে বিয়ে হয় প্রকাশনগরের রাহুলের। পারিবারিক সূত্রে খবর, প্রিয়াংকা একবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন। কিন্তু সঠিক চিকিৎসার অভাবে গর্ভেই সন্তানের মৃত্যু হয়। স্বামীর বিরুদ্ধে সন্তানকে খুন করার অভিযোগ যেমন করেছেন প্রিয়াংকা, তেমনই তিনি শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে পণের দাবিতে অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন মঙ্গলবার।

এরপর দশের পাতায়

তদন্তে পুলিশ

- কন্যাসন্তান মেনে নিতে না পেরে শ্বাসরোধ করে খুন, অভিযোগ প্রিয়াংকার
- এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে জেলা হাসপাতালে দুই পরিবারের বচসা
- অভিযোগের ভিত্তিতে শিশুটির বাবা রাহুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

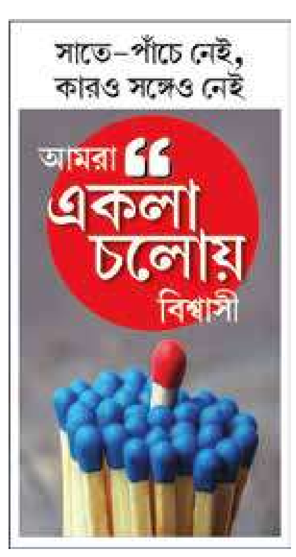

ধূপগুড়ি জয়ে ভরসা নতুন মুখে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : চলতি মাসের ৬ তারিখ কলকাতায় দলের সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য সভাপতির বেঁধে দেওয়া রোড ম্যাপ অনুযায়ী অবশেষে ধূপগুড়ি শহরে তৃণমূলের জেলা সভাপতির নেতৃত্বে বেছে নেওয়া হল পাঁচ সদস্যের টাউন ব্লক কোর কমিটি। পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হল প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিংকে।

ধূপগুড়ি শহরে দলীয় নেতৃত্বের ওপর দলের শীর্ষ নেতারা যে 'ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত' তা কলকাতায় দলীয় সভাতেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সুবাদেই চার পুর প্রশাসক, এমনকি দলের প্রাক্তন পুর প্রতিনিধিদেরও স্থান হয়নি পাঁচ সদস্যের নতুন কমিটিতে। তৃণমূল সূত্রে খবর, ভোটের ফলে শহরে লাগাতার পিছিয়ে থাকা, পরামর্শদাতা সংস্থার রিপোর্টে পুর পরিষেবা নিয়ে নাগরিকদের ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসা এবং সর্বোপরি আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে ধূপগুড়ি পুর এলাকায় সংগঠনের হাল ফেরাতেই মুখ বদলের পথে হাঁটল হাইকমান্ড।

নতুন পাঁচ সদস্যের মধ্যে সেই অর্থে একেবারে আনকোরা মুখ দুজন। সাম্প্রতিককালে দলীয় কর্মসূচিতে সক্রিয় শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনীতা রায় এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় স্কুল শিক্ষক সুমিতা দাস ব্লক রাজনীতিতে একেবারেই নতুন। বাকি তিনজনের মধ্যে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের অনিল চক্রবর্তী একসময় দলের পঞ্চায়েত সদস্য, উপপ্রধান থাকার পাশাপাশি টাউন ব্লক সভাপতির পদেও ছিলেন। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তারাশংকর চক্রবর্তী দলের পুরোনো কর্মী, বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে রয়েছেন। পাঁচ সদস্যের মধ্যে সবথেকে পোড়খাওয়া মুখ বলতে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা দলের মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের মহকুমা কমিটির সভাপতি ও বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক সুদীপ মল্লিক।

এদিন দলের তরফে তালিকা প্রকাশের পর সুদীপবাবু বলেন, পরিচিতদের ফোনে জেনেছি। এমন কোনও আভাস বা সম্ভাবনা আগে টের পাইনি। দল যে ভাবনা থেকে দায়িত্ব দিয়েছে তা সবার সঙ্গে মিলে যথাসম্ভব পালনের চেষ্টা করব।

এরপর দশের পাতায়

নতুন কমিটি ঘোষণার দিনে শুনসান টাউন ব্লক তৃণমূলের অফিস।

> চলমান সাংগঠনিক ভাবনার এটা একটা রূপ। এখানে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। সবাইকে নিয়ে বসে ধূপগুড়ি শহরে দলীয় কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য।
>
> **মহুয়া গোপ**
> *জেলা সভানেত্রী, তৃণমূল কংগ্রেস, জলপাইগুড়ি*

ভিনরাজ্যে ভয়, উত্তরের ঢাকে দুঃখের বোল

সারাবছর ঢাকিরা নিজেদের এলাকায় থাকলেও দুর্গাপুজোর সময় পাড়ি দেন দিল্লি, মুম্বই, হরিয়ানা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। কিন্তু এবার দিল্লি, মুম্বই থেকে ডাক এলেও হেনস্তার ভয়ে যেতে নারাজ অধিকাংশ ঢাকি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

কল্লোল মজুমদার ও সায়ন দে

মালদা ও আলিপুরদুয়ার, ২৬ অগাস্ট : মালদা থেকে কয়েক হাজার কিমি দূরে রয়েছে দিল্লি। মুম্বইও তাই। আবার আলিপুরদুয়ার থেকে অসমের দূরত্ব কয়েকশো কিলোমিটার। কিন্তু মালদা, আলিপুরদুয়ার, দিল্লি, মুম্বই হোক বা অসম- পুজোর আগে আগে উত্তরবঙ্গের ঢাকিদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে কোথাও যেন একসঙ্গে মিলে যাচ্ছে এই জায়গাগুলো। কেন?

মন্দিরের চাতালে উদাস মনে বসে ছিলেন সুধীর রবিদাস। পাশে রাখা ছিল ঢাকটা। 'কী গো এবার কোথায় যাচ্ছ? দিল্লি না মুম্বই?' প্রশ্ন শুনে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'দিল্লি থেকে ডাক এসেছিল। কিন্তু ভয়ে যেতে পারছি না। যদি বাংলা কথা শুনে বাংলাদেশি ভেবে নিয়ে হেনস্তা করে আমাকে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুধীর। তারপর বললেন, 'শুধু আমি নয়, এবার আর মালদা থেকে কেউই পুজোর ঢাক বাজাতে ভিনরাজ্যে যেতে চাইছেন না। উপার্জনের রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে গেল।'

মালদা জেলার ইংরেজবাজার, মানিকচক, পুরাতন মালদায় হাজারখানেক রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। তাঁদের পেশা পুজো-পার্বণে ঢাক বাজানো। সারা বছর সেই ঢাকিরা নিজেদের এলাকায় থাকলেও দুর্গাপুজোর সময় পাড়ি দেন দিল্লি, মুম্বই, হরিয়ানা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। ভিনরাজ্যে অন্য কাজে যেমন উপার্জন বেশি, তেমনি ঢাক বাজালেও টাকা মেলে বেশি। কিন্তু এবার দিল্লি, মুম্বই থেকে ডাক এলেও হেনস্তার ভয়ে যেতে নারাজ অধিকাংশ ঢাকি।

এই ছবিটা কিন্তু কেবল মালদার নয়। আলিপুরদুয়ার শহরের ঢাকিপাড়াতেও যেন হতাশার আবহসংগীত বাজছে। শহরের ক্লাবগুলি বায়না করলে যা টাকা দেয়, তার থেকে ঢের বেশি টাকা দেন অসমের দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তারা। তাই পুজোর কয়েকটা দিন শহর ছেড়ে অনেকেই পাড়ি দেন অসমে। এবছর সেই গুড়ে বালি পড়েছে। বাঙালি বিদ্বেষ নিয়ে যে চর্চা চলছে, সেই পরিস্থিতিতে অসম থেকে সেভাবে বায়নাই হয়নি আলিপুরদুয়ারের ঢাকিদের। অন্যবারের মতো বায়না আসেনি অরুণাচলপ্রদেশ বা দিল্লি থেকেও। এলাকার ঢাকি শ্যামল দাসের গলায় তাই ঝরে পড়ল হতাশা।

এরপর দশের পাতায়

আলিপুরদুয়ার শহরের ঢাকিপাড়ায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বিগ বসে জয়গাঁর নিলম

জয়গাঁ, ২৬ অগাস্ট : ছোট থেকেই নাচ, গান, অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল নিলমের। টিভিতে অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতের সিনেমা এলে টিভির সামনে থেকে তাকে সরানো যেত না। জয়গাঁর এই ছোট্ট নিলম গিরি এখন ভোজপুরি সিনেমার পরিচিত মুখ। তবে এবারে অন্য ভূমিকায় টিভির পর্দায় জয়গাঁর মেয়ে। সুপারস্টার সলমন খানের জনপ্রিয় শো বিগ বস ১৯-এ প্রতিযোগী হিসাবে দেখা যাবে তাঁকে।

নিলমের বাবা চন্দ্রশেখর গিরি জয়গাঁতে হার্ডওয়্যার-এর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। মা রাজকুমারী গিরি গৃহবধূ। নিলমদের বাড়ি জয়গাঁ শহরের সুভাষপল্লি এলাকায়। নিলমের জন্ম উত্তরপ্রদেশের বলিয়ায়। জয়গাঁতে কাজের সূত্রে তাঁদের পরিবার চলে এসেছিল। পাটনার একটি বেসরকারি কলেজে অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে পড়াশোনা করার সময়ে একটি সোশ্যাল সাইটে নিলম নাচ-গানের ভিডিও আপলোড করতেন। এরপর ভোজপুরি এক পরিচালকের নজরে আসেন তিনি। ২০২১ সালে প্রথম নায়িকার চরিত্রে ভোজপুরি সিনেমায় অভিনয় তাঁর।

গত রবিবার থেকে শুরু হয়েছে বিগ বস ১৯ শো-টি।

নিলমের দিদি অনিশা গিরি বলেন, 'বোন ছোট থেকেই নাচ, গান অভিনয়ের প্রতি আগ্রহী ছিল। আলাদা করে আমরা নাচ, গান শেখাতে পারিনি। সলমন খানের পাশে যখন ও দাঁড়িয়েছিল, সেই মুহূর্ত তো আমি ভুলতে পারব না।'

জাতীয় সড়কে পড়ে চিতাবাঘের দেহ

রাহুল মজুমদার

বাগডোগরা, ২৬ অগাস্ট : গাড়ির ধাক্কায় জাতীয় সড়কে প্রাণ গেল চিতাবাঘের। ঘটনাস্থল বাগডোগরা থানার হাঁসখোয়া চা বাগানের টুনা এলাকা। সোমবার রাতে ওই রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় পথচারীরা বিষয়টি দেখতে পান।

এর পরেই খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানায়। বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বন দপ্তরকে খবর দেয়। বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। চিতাবাঘের দেহটির পাশেই একটি বিড়ালের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বনকর্মীরা দুটি দেহই উদ্ধার করেছেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বিড়াল শিকার করতে যাওয়ার সময় চলন্ত গাড়ির ধাক্কায় চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়েছে। চিতাবাঘের মৃতদেহটি মঙ্গলবার বাগডোগরা রেঞ্জে ময়নাতদন্ত করার পর পাশের জঙ্গলে শেষকৃত্য করা হয়েছে। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডের বক্তব্য, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, গাড়ির

ধাক্কাতেই মৃত্যু হয়েছে লেপার্ডটির।'

এখনও পর্যন্ত গাড়ির ধাক্কায় কার্সিয়াং ডিভিশনে ১৪টি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছে। তাই চা বাগান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে স্পিডব্রেকার বসানোর দাবিতে সরব পশুপ্রেমী সংস্থা ঐরাবতের তরফে অভিযান সাহা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক./এইচডব্লুএইচ/২০২৫/পিটি.-III তারিখ : ২৫.০৮.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুটি পর্যায়ে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের থেকে যাত্রাকারী যাত্রীবাহী ১৯ টি ট্রেনের ২০টি এসএলআর কামরার লিজ প্রদানের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। www.ireps.gov.in -এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সহ অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে. এই ই-নিলামটির জন্য দরপ্রস্তাব www.ireps.gov.in -এর ই-অকশন মডিউল -এর মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ব্যবসায়ীদের ই-অকশন মডিউল মাধ্যমে একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস- III ডিজিটাল সিগনেচার থাকা আবশ্যিক। **বিশদ ক্যাটালগ :** (১) অকশন ক্যাটালগ নং. পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-৯এ; **কামরা :** ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৪টি এসএলআর কামরা। **নিলামের তারিখ ও সময় :** ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টায়। (২) অকশন ক্যাটালগ নং. পিসিএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-৯বি; **কামরা :** ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৬টি এসএলআর কামরা; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ০৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টায়।

(HWH-265/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন-চর্লপল্লী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন পুজো, দিপাবলী ও ছট-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪৩০/০৩৪২৯ মালদা টাউন-চর্লপল্লী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে :

মালদা টাউন-চর্লপল্লী স্পেশাল			(০৩৪৩০) (০৩৪২৯)	চর্লপল্লী-মালদা টাউন স্পেশাল		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
মঙ্গল	-	১৭.১৫	↓ মালদা টাউন	০৫.০০	-	শনি
	১৯.০৫	১৯.১০	রামপুরহাট	০০.৫৩	০০.৫৮	
	২১.২১	২১.২৩	বর্ধমান	২২.৪৩	২২.৪৮	শুক্র
বুধ	০১.১৫	০১.২৫	খড়্গপুর	১৮.৪৫	১৮.৫৫	
	০৬.২০	০৬.২৫	ভুবনেশ্বর	১২.২০	১২.২৫	
	১৩.৩০	১৩.৪০	বিজয়নগরম জংশন	০৬.৩০	০৬.৪০	
	২২.০০	২২.১০	বিজয়ওয়াড়া জংশন	২২.২৫	২২.৩৫	বৃহস্পতি
বৃহস্পতি	০৪.০০	-	চর্লপল্লী ↑	-	১৬.৫০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বোলপুর শান্তিনিকেতন, আন্দুল, বালেশ্বর, ভদ্রক, জাজপুর কেওনঝড় রোড, কটক, খুরদা রোড, ব্রহ্মপুর, পলাসা, শ্রীকাকুলম রোড, চিপুরুপল্লি, কোত্তভলসা, দুভভাডা, সামালকোট, রাজমন্ত্রী, গুন্টুর, সত্তেনপল্লী, পিদুগুরাল্লা, নডিকুডী, মিরিয়ালগুড়া ও নলগোন্ডা স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ** মালদা টাউন থেকে ০৩৪৩০— ৩০/০৯, ০৭/১০, ১৪/১০, ২১/১০, ২৮/১০, ০৪/১১ ও ১১/১১/২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০৭ ট্রিপ এবং **চর্লপল্লী থেকে** ০৩৪২৯— ০২/১০, ০৯/১০, ১৬/১০, ২৩/১০, ৩০/১০, ০৬/১১ ও ১৩/১১/২০২৫ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ০৭ ট্রিপ। **গঠন :** স্লিপার শ্রেণি—১০, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)—১০ এবং এসএলআরডি—২ = ২২ কোচ। **শ্রেণীঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সুপারস্পেশালিটি চালু আর কবে...

পড়ে নষ্ট হচ্ছে চিকিৎসার যন্ত্রাদি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গের মানুষকে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তৈরি হয়েছে সুপারস্পেশালিটি ব্লক। কথা ছিল সেখানে পেডিয়াট্রিক সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি এবং কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি সহ সমস্ত আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। অথচ সুপারস্পেশালিটি বিভাগ চালুর বদলে নয়া ভবনে মেডিকেলের পুরোনো ভবনে থাকা আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি, ইইজি, সিসিইউয়ের মতো বিভাগগুলোকে সরিয়ে আনা হচ্ছে।

সুপারস্পেশালিটি বিভাগের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আনা হয় পাঁচ বছর আগে। পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হচ্ছে সেসব। উঠছে আরও গুরুতর অভিযোগ। বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের একাংশের চাপেই নাকি সুপারস্পেশালিটি ব্লক পুরোপুরি চালু করা হচ্ছে না। কারণ, মেডিকেলে বিনামূল্যে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা মিলতে শুরু করলে শিলিগুড়ির অলিগলিতে গড়ে ওঠা বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমের অধিকাংশের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের অবশ্য দাবি, 'বেশিরভাগ ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার হচ্ছে। তবে, চিকিৎসক সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবের কারণে সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলো চালু করা যাচ্ছে না।'

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণ শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে। তিন বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার সময়সীমা ধার্য হয়। সেইমতো ২০১৯ সালের প্রথমদিক থেকে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠাতে শুরু করে। কিন্তু নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ায় সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট মেডিকেলের স্টোরে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। ধাপে ধাপে প্রচুর ভেন্টিলেটার, মনিটর, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি এবং

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তৈরি হয়েছে সুপারস্পেশালিটি ব্লক।

প্লাস্টিক সার্জারির সরঞ্জাম এসেছে। এর মধ্যে কয়েকটি ভেন্টিলেটার আর মনিটর কোভিডকালে স্টোর থেকে বের করে জলপাইগুড়ি সহ অন্য জেলায় পাঠানো হয়। বাকি বহুমূল্যের ইনস্ট্রুমেন্ট এখনও পড়ে সেই ঘরে। যে ভেন্টিলেটার ও মনিটরগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অন্যত্র, সেগুলো আদৌ ফেরত এসেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। কর্তৃপক্ষের কেউ এব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি নন।

মেডিকেলের চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য যে সরঞ্জাম ও অপারেশন থিয়েটারের যন্ত্রপাতি এসেছে, সেগুলো যে কোনও বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামোকে টেক্কা দিতে পারে। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেগুলোর ঠাঁই হয়েছে স্টোররুমে। ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলছেন, 'প্রত্যেকটি ইনস্ট্রুমেন্টের ওয়ারান্টির মেয়াদ থাকে। সেসময়ের মধ্যে কোনও সমস্যা হলে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা মেরামত করে দেয়, কিছু ক্ষেত্রে বদলে দেওয়া হয়। কিন্তু ওয়ারান্টির মেয়াদ পার হলে কিছু করার থাকে না। সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য আসা প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্ট এখনও ইনস্টল করা হয়নি। সেগুলোর হয়তো ওয়ারান্টি পিরিয়ড পেরিয়ে গিয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব মেশিনপত্র বসিয়ে সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলো চালু করা যায়, ততই ভালো।'

সুপারস্পেশালিটি ব্লকে বর্তমানে কয়েকটি বহির্বিভাগ ও ২০ শয্যার কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট, ইউরোলজির অন্তর্বিভাগ চালু হয়েছে। পাশাপাশি আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি, ইইজি'র মতো বিভাগ পুরোনো ভবন থেকে আনা হয়েছে। ইউরোলজির অন্তর্বিভাগ চালু হলেও অপারেশন থিয়েটার (ওটি) চালু হয়নি। অপারেশনের জন্য রোগীকে পুরোনো ওটিতেই নিয়ে যেতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্ত বললেন, 'অন্তর্বিভাগ চালুর সময় এখানে ওটি চালুর দাবি করেছিলাম। কর্তৃপক্ষ হচ্ছে, হবে বলছে। কিন্তু এখনও হল না।'

অ্যালেনের মেধা অন্বেষণ কর্মসূচি

নিউজ ব্যুরো

২৬ অগাস্ট : অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট, দেশের বৃহত্তম ট্যালেন্ট প্রোমোশন পরীক্ষা, 'অ্যালেন ট্যালেনটেক্স'-এর আয়োজন করতে চলেছে। এই মর্মে, গোটা দেশের পড়ুয়াদের এই পরীক্ষায় বসার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই পরীক্ষায় সফলদের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্কলারশিপ দেওয়া হবে। অ্যালেনের নিকটবর্তী সেন্টারে যোগাযোগ করার পাশাপাশি পড়ুয়ারা www.tallentex.com ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারে।

অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্যালেনটেক্স-এর ন্যাশনাল হেড পঙ্কজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১৮.২৫ লাখ পড়ুয়া এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। আগামী ৫ ও ১২ অক্টোবর পরীক্ষাটি অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্যে আয়োজিত হবে। ট্যালেনটেক্স-এর ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের পর পড়ুয়াদের অনুশীলনের জন্যে স্যাম্পেল প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে। প্রশ্ন হবে এনসিইআরটি স্তরের। আবেদন করার শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে রয়েছে।

পঙ্কজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের জাতীয় ও রাজ্য স্তরের র‍্যাংক দেওয়ার পাশাপাশি, ২.৫০ কোটির ক্যাশ প্রাইজ ও ২৫০ কোটির স্কলারশিপ দেওয়া হবে। সঙ্গে, অ্যালেনের যাবতীয় ক্লাসরুম প্রোগ্রাম ও ডিজিটাল কোর্সে ভর্তির ওপর ৯০ শতাংশ স্কলারশিপ দেওয়া হবে।

হাসপাতালে মক ড্রিল

সামসী, ২৬ অগাস্ট : হাসপাতালে আগুন লাগলে কিংবা অন্য কোনও দুর্যোগ হলে দ্রুত কীভাবে মানুষকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনা যায় সে বিষয়ে চাঁচল দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দুপুরে নিরাপত্তা বিষয়ক এক মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে দমকলকর্মীদের পাশাপাশি হাসপাতালের কর্মী, চিকিৎসক, নার্সরা শামিল হন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

DDP/N-36/2025-26

e-Tenders for 2(Two) nos of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-36/2025-26 is 09.09.2025 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

অ্যাফিডেভিট

On 22/08/2025 before J.M 2nd Class Court, Jalpaiguri by affidavit I declared that Binod Kumar Sanghai and Binoda Kumar Agaraoyala is same and one indentical person. (C/117455)

●

On 26.08.2025 before E.M Court, Jalpaiguri by affidavit I declared that Gayatri Ray and Gayatri Ray (Dey) is same and one indentical person. (C/117456)

●

আমি Chanda Dutta, স্বামী Amrita Dutta, ঠিকানা-গ্রাম পূর্ব কাঁঠালবাড়ি, পোস্ট-শিলবাড়িহাট, থানা+জেলা-আলিপুরদুয়ার, পিন-736204. নোটারি পাবলিক, Alipurduar জেলা কোর্ট, West Bengal-এর Affidavit দ্বারা Chhanda Dutta-নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No-62 Dated-25-08-2025. Chanda Dutta ও Chhanda Dutta একই ব্যক্তি। (C/118014)

Siliguri Mahakuma Parishad
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001

NIeQ No.- 17-DE/SMP/2025-26 2nd Call)
&
EOI No.- 20-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-Quotation is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different items supply works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid- 26.08.2025 (As per Server Clock)
Last date of submission of bid- 02.09.2025 (As per Server Clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending Quotationers may visit the website, namely- **http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/- DE, SMP

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Darjeeling
District Planning Section
NIeT No 01/DMS/2025-26 Dt : 25.08.2025

For the above mentioned NIeT, the last date for submission of bid is 10.09.2025 upto 18:00 Hrs. respectively. For detials log in at **www.darjeeling.gov.in**

Sd/-
District Magistrate,
Darjeeling

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পে অ্যান্ড ইউজ/এমএলডিটি/সিপিআরও/২০২৫ তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের কহলগাঁও (সিএলজি), মুঙ্গের (এমজিআর), সাহিবগঞ্জ (এসবিজি) স্টেশনের পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট (সুলভ শৌচালয়) লট পরিচালনার জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. : পে-ইউজ-২৫-০৯; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে; **ক্রম নং.; লট নং. এবং স্টেশন** যথাক্রমেঃ (১); পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি-টিওআই-৩৬-২৫-১; কহলগাঁও। (২); পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৫-১; মুঙ্গের। (৩); পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিজি-টিওআই-৬-২৫-১; সাহিবগঞ্জ। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে বলা হচ্ছে।

(MLD-154/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পে অ্যান্ড ইউজ/এমএলডিটি/সিপিআরও/২০২৫ তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের রাজমহল (আরজেএল) এবং সুলতানগঞ্জ (এসজিজি) স্টেশনের সুলভ শৌচালয় (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট) লট পরিচালনার জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. : পে-ইউজ-০৯-২৫; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ১০.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে; **ক্রম নং.; লট নং. এবং স্টেশন** যথাক্রমেঃ (১); পিএনইউ-এমএলডিটি-আরজেএল-টিওআই-৩৯-২৫-২; রাজমহল। (২); পিএনইউ-এমএলডিটিসি-এসজিজি-টিওআই-২৮-২৩-১; সুলতানগঞ্জ। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে বলা হচ্ছে।

(MLD-155/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ইনস্পেক্টর জেনারেলের কার্যালয়, বিএসএফ
উত্তরবঙ্গ সীমান্ত
কদমতলা, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০১১

সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীতে ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ
জেনারেল ডিউটি মেডিকেল আধিকারিকের জন্য
০১.০৯.২০২৫ থেকে ০৩.০৯.২০২৫ পর্যন্ত

যোগ্য এবং ইচ্ছুক পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থীরা বিএসএফ কম্পোজিট হসপিটালগুলি/বিএসএফ হাসপাতালগুলিতে চুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিতে একজন জিডিএমও হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য ওয়াক-ইন ইন্টারভিউতে যোগদান করুন।

ক্রমিক নং	পদ	শূন্যপদ	পারিশ্রমিক প্রতি মাসে	বয়স	যোগ্যতা
১	জেনারেল ডিউটি মেডিকেল আধিকারিক (জিডিএমও)	০২	টাঃ ৭৫,০০০/-	ওয়াক-ইন ইন্টারভিউয়ের তারিখের হিসেবে, বয়স ৬৭ বছরের উপরে হতে পারবে না।	☞ এমবিবিএস ☞ বাধ্যতামূলক আবর্তিত ইন্টার্নশিপ পূর্ণ করতে হবে।

২. ইচ্ছুক প্রার্থীদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট http://rectt.bsf.gov.in অথবা www.bsf.gov.in-এ পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কমান্ডান্ট (ইএসটিটি)
সীমান্ত মুখ্য কার্যালয়
সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী, উত্তরবঙ্গ

CBC 19110/11/0062/2526

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য পুরুষ ও মহিলা চাই। বেতন : 10000-16000 টাকা। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। (M) 8116589466. (C/117929)

●

Teachers required: Balason Western English School, Matigara, Siliguri. Email: school.bwes@gmail.com (C/118009)

●

অফিস ও মলের জন্য স্মার্ট মেয়ে ও গার্ডের জন্য ছেলে চাই। বেতন 14,500/-, PF+ESI মাসে ছুটি। M : 8653609553, 8509827671. (C/117930)

●

আসামের নর্থ লক্ষিমপুর-এ রাঁধুনির প্রয়োজন। তন্দুরি ও বিরিয়ানি রান্নার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বেতন- ২২,০০০/-, থাকা ও খাওয়া ফ্রি। M : 8638846223.

Required Driver

Required Driver for a manufacturing company, contact mobile No. 9593739822,9641732263, email Id-guptajifoodpark@gmail.com (C/117929)

শিক্ষক/শিক্ষিকা চাই

1. Math, Phy, Bot./Zoo, Stat. M.Sc. B.Ed, EPF সহ 19000/- 2. Beng, Eng, Geo, Phil, Hist. M.A. B.Ed, EPF সহ 17700/-. 3. TGT(Beng, Eng, Sci.) EPF সহ 15000/- Last Date : 25.09.2025. M. 9593463699. Website : SVMNXB.COM (C/113008)

অ্যাফিডেভিট

আমি Gazala Perween, D/o Late Md Mustafa Kamal। গ্রাম+পোঃ তালগ্রামহাট, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর জেলা মালদা। আমার বাবার মৃত্যু সংশাপত্র ও আধার কার্ডে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 20/08/25 তারিখে মালদা LD E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট (যার নং 9137, রেজি 53) বলে বাবার নাম Dr. Md. Mustafa Kamal থেকে Md. Mustafa Kamal করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118011)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/180510 আমার নাম ভুল থাকায় গত 22/8/25 J.M 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rejjak Miya এবং Ajjad Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কামিনীরঘাট, টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117168)

●

আমি Sahabub Alam আমার জমির দলিলে ভুলবশত Md. Mahabub Alam থাকায় গত ইং 20/8/25 জলপাইগুড়ি EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sahabub Alam ও Md. Mahabub Alam উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। ময়নাতলি, পশ্চিম মল্লিকপাড়া। (A/B)

●

I, Ruma Das, S/o Mithu Das on 22/07/2025 by affidavit at Alipurduar E.M court, it is declared that my father Mithu Das and Mitu Das is same & one identical perosn. (C/118010)

●

আমার পুত্র Md. Firajul Ali-র জন্ম শংসাপত্রের রেজিস্ট্রেশন নং 34/2008, তাং 29.2.2008 স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 11/10/2023, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার স্বামী Hasen Ali এবং Hosen Ali Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। -Fatema Bibi, ধাইয়ের হাট, মোয়ামারী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117172)

●

আমি Zahangir Alam, S/o Late Md Mustafa Kamal, গ্রাম - তালগ্রামহাট, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন- 732125। আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট, সার্টিফিকেট ও পাশপোর্টে যার No- J7584314, আমার বাবার নাম ভুল করে Md Mastofa থাকায়, আবার বাবার আধার কার্ডে ও মৃত্যু প্রমাণপত্রে ভুলবশত Dr Md Mustafa Kamal থাকায় গত 20/08/25-এ E.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে সংশোধন করে Md Mastofa/Dr Md Mustafa Kamal থেকে Md Mustafa Kamal করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118012)

●

Majeda Khatun, W/o- Rejaul Rahaman, Vill- Mobarakpur, P.O- Debiganj, P.S- Chanchal, Dist- Malda. Vide an affidavit made dated 19/08/2025 before the Executive Magistrate at Chanchal that Majeda Khatun & Majeda is the same & one identical women. (C/118013)

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.৩০ আপন পর, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.০০ সুদ আসল

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.৪৫ মাই ফ্রেন্ড গণেশা (বাংলা ভার্সন), বিকেল ৪.১৫ সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.৩০ জামাই ৪২০, রাত ১০.১৫ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ পবিত্র পাপী, বেলা ১১.৩০ মাটির মানুষ, বিকেল ৪.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১১.০০ দেব আই লভ ইউ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রণমি তোমায়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ জিদ্দি, বিকেল ৩.০০ ছোটে সরকার, সন্ধে ৭.০০ ইশক, রাত ১০.০০ অস্ত্র

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.০০ রাইড অন, বিকেল ৩.১৫ বেবিজ ডে আউট, সন্ধে ৬.৪৫ পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ানস : দ্য কার্স অফ দ্য ব্ল্যাক পার্ল, রাত ৯.০০ ইনক্রেডিবলস-টু, ১০.৪৫ ক্যাচ দ্য ড্রাগন

মুভিজ নাউ : দুপুর ২.২০ রাশ আওয়ার, বিকেল ৩.৫৫ ম্যাড ম্যাক্স : ফিউরি রোড, ৫.৫০ জনি ইংলিশ, সন্ধে ৭.২০ দ্য ডার্কেস্ট আওয়ার, রাত ১০.২০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্মিথ

গণেশ পুজোয় **পান মোদক** এবং **মোতিচুর লাড্ডু** তৈরি শেখাবেন কবিতা সামন্ত। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

ইনক্রেডিবলস-টু
রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ**

লে হালুয়া লে বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৫ ভাদ্র, ২৭ অগাস্ট ২০২৫, ১০ ভাদ, সংবৎ ৪ ভাদ্রপদ সুদি, ৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২০, অঃ ৫।৫৯। বুধবার, চতুর্থী দিবা ২।২০। হস্তানক্ষত্র দিবা ৬।৭। শুভযোগ দিবা ১।৪১। বিষ্টিকরণ দিবা ২।২০ গতে ববকরণ রাত্রি ৩।১৩ গতে বালবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৬।৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৭।১৬ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈরৃঋতে, দিবা ২।২০ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১০।৪ মধ্যে ও ১১।৩৯ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।৩০ গতে ৩।৫৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।২০ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ২।২০ গতে (অতিরিক্ত অব্যূঢ়ান্ন) নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও পঞ্চমীর সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী গণেশ পুজো। গণেশচতুর্থী। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৩৯ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামাজিক কাজে নিজেকে শামিল করতে পেরে আনন্দ লাভ। বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে ভাবনা দূর হবে। বৃষ : মধুর কথাবার্তার জন্য সমাজে সুনাম মিলবে। বহুদিন ধরে চলা আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। মিথুন : কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। অর্থাগম মোটামুটি। সন্তানের পড়াশোনার চিন্তা কাটবে। কর্কট : বাড়ি, গাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। ফাটকা কারবারীদের ভালো সময়। কর্মসূত্রে বিদেশ ভ্রমণ। সিংহ : আলটপকা মন্তব্য করে সংসারে হেয় হতে পারেন। বহুদিনের কোনও সমস্যা মিটতে পারে। কন্যা : পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হতে পারেন। স্ত্রীর কারণে মায়ের সঙ্গে মান অভিমান হতে পারে। তুলা : লটারি থেকে প্রাপ্তির আশা। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। স্নায়ুরোগে ভোগান্তি বাড়বে। বৃশ্চিক : দুপুরের পর কোনও ভালো খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। ধনু : নিজের ভুলে হওয়া কাজ ভন্ডুল হওয়ার সম্ভাবনা। অপরিচিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মকর : ব্যবসায় কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। কুম্ভ : পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে ভাগাভাগির সম্ভাবনা। কোনও কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা। মীন : পুরোনো অশান্তি মিটে যাবে। বাড়িতে অতিথি সমাগমের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়বে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

'রুগ্ন' চা বাগান নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা

মালিকদের বোনাস বৈঠক কাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৬ অগাস্ট : অ্যান্ড্রিউ ইউলের চার বাগান ইতিমধ্যে কিস্তিতে বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে। ডুয়ার্সের আরও কয়েকটি রুগ্ন চা বাগান এখনও লিখিত কোনও প্রস্তাব না দিলেও নিজেরা ঘরোয়াভাবে আলোচনা শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সব বাগানের জন্য ঢালাও ২০ শতাংশ হারের বোনাসের সরকারি অ্যাডভাইজারি জারি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চা মালিকদের শীর্ষ সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ) তাদের সদস্য চা বণিকসভাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৮ অগাস্ট কলকাতায় অভ্যন্তরীণ একটি বৈঠক ডেকেছে বলে সূত্রের খবর। সিসিপিএ'র উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'বোনাস নিয়ে এখনই বলার মতো কিছু নেই। কে কীভাবে বোনাস দেবে, সেটা একান্তভাবেই তাদের বিষয়। আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে বিশদে কেউ কোনও আলোচনা এখনও পর্যন্ত করেনি।'

চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস নিষ্পত্তি এখনও ঝুলে।

শ্রম দপ্তরের অ্যাডভাইজারিতে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস দিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। চা মহলের অনুমান, ২৮ তারিখের বৈঠকের পর বোনাস ইস্যুতে মালিকদের অবস্থান স্পষ্ট হবে। গত বছর বোনাসের হার ছিল ১৬ শতাংশ। তার মধ্যে ৫২টি বাগানকে রুগ্নতার কারণে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। সর্বনিম্ন ৯ শতাংশ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১৫.৫ শতাংশ হারে বোনাস নির্ধারিত হয়েছিল ওই বাগানগুলির জন্য। সাধারণত প্রতি বছরই শ্রমিক-মালিক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে যে হারে বোনাস ফয়সালা হয়, তা থেকে কয়েকটি বাগানকে ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। এবারও তাই আলোচনায় উঠে আসছে রুগ্ন বাগান হিসেবে পরিচিত বাগানগুলির কথা। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'আমাদের দাবি ২০ শতাংশ হারে বোনাস। শুনেছি, সিসিপিএ নিজেদের মধ্যে একটি বৈঠক করবে। সেটা একান্তভাবেই তাদের বিষয়।' অন্যদিকে, ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গাও অনেকটা একই কথা বললেন। তাঁর কথায়, '২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবি থেকে সরে আসার প্রশ্নই নেই।' চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা জিয়াউল আলম জানালেন, ২০ শতাংশ হারে তা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বোনাস পাওয়াটা শ্রমিকদের অধিকার।

২০২৩ সালে বোনাসের হার ছিল ১৯ শতাংশ। তার আগের তিন বছর ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছিল। রুগ্নতার নিরিখে সেই চারটে বছর অবশ্য ৩৫-৪০টি বাগানকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ২০১৯ সালে ১৮.৫০ শতাংশ হারে বোনাস রফা হয়। সেইবার ছাড়প্রাপ্ত বাগানের সংখ্যা ছিল ২৯টি। ২০১৮ এবং ২০১৭ সালে বোনাস রফা হয়েছিল যথাক্রমে ১৯.৫০ এবং ১৯.৭৫ শতাংশ হারে। তার আগে অবশ্য টানা কয়েকবছর ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছিল।

পুরোনো কথা

২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বোনাসের ক্ষেত্রে ৩৫-৪০টি বাগানকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল

গত বছর বোনাসের হার ছিল ১৬ শতাংশ

৫২টি বাগানকে রুগ্নতার কারণে ছাড় দেওয়া হয়েছিল

সর্বনিম্ন ৯ শতাংশ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১৫.৫ শতাংশ হারের বোনাস নির্ধারিত হয়েছিল বাগানগুলির জন্য

মারধর, টাকা ছিনিয়ে চম্পট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : অন্ধকার গলিতে টোটো ঢুকিয়ে যাত্রীকে মারধর করে সর্বস্ব ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল দিনকয়েক আগে। প্রশ্ন উঠেছিল শহরের নিরাপত্তা নিয়ে। সেই ঘটনার রেশ না কাটতেই ফের আক্রান্ত এক অটোযাত্রী।

অভিযোগ, অটোতে একমাত্র যাত্রী ছিলেন দোরজে তামাং। সোমবার দুপুরের ঘটনা। মারধরের পর টাকা ছিনিয়ে প্রকাশনগরে প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়। অটোচালকের এক শাগরেদও ছিলেন সঙ্গে। আক্রান্ত প্রবীণ বাঁচার চেষ্টায় চিৎকার শুরু করেন। সেই শুনে এক টোটোচালক দাঁড়িয়ে থাকা অটোর দিকে এগিয়ে যান। তাঁকে আসতে দেখে প্রবীণকে রাস্তায় ফেলে অটো নিয়ে চম্পট দেন দুই অভিযুক্ত।

ওই টোটোচালকের কথায়, 'রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছিলেন মানুষটা। তাঁকে তুলে টোটোয় ওঠানোর সময় দুজন বাইকচালক এসে দাঁড়ান। পুরো ঘটনা বলার পর তাঁরা অটোর খোঁজে বেরিয়ে যান। যদিও তখন আর অভিযুক্তদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর আমি ওই প্রবীণকে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে আসি।' দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সোমবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম পিন্টু রায় ও বিশ্বজিৎ দাস। পিন্টু কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির বাসিন্দা। বিশ্বজিতের বাড়ি মাথাভাঙ্গায়।

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধৃতকে। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

দোরজের থেকে ৬,২০০ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গ্রেপ্তারির পর অভিযুক্তদের কাছ থেকে ৫,৩৪০ টাকা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রবীণের কথাবার্তায় অভিযুক্তরা বুঝতে পারেন, তাঁর পকেটে টাকাপয়সা রয়েছে। তারপরই একে অপরকে ইশারা এবং মারধর করে ছিনতাই।

মঙ্গলবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'অভিযুক্তরা পরিবার নিয়ে বাঘা যতীন কলোনিতে ভাড়া থাকেন। যদিও বাড়ি মালিকরা কখনোই তাদের সম্পর্কে তথ্য আমাদের দেননি। কেন দেননি, তা জানতে আমরা আরও জিজ্ঞাসাবাদ করব। এধরনের ঘটনায় দ্রুত চিহ্নিতকরণ করতে টোটো ও অটোচালকদের আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া যায় কি না, সেটা আমরা দেখছি।'

আক্রান্ত প্রবীণ কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। বর্তমানে পাথরঘাটায় থাকেন। সোমবার তিনি দার্জিলিং মোড় থেকে পিন্টুর অটোয় ওঠেন। পিন্টুর সঙ্গে ছিলেন বিশ্বজিৎ। অটোয় ওঠার পর প্রথমে দোরজে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসে যান। সেখানে এক পরিচিতির সঙ্গে দেখা করেন। আধ ঘণ্টা পর টার্মিনাস থেকে ফেরার জন্য ওই অটোতে ওঠেন।

অটোটি চেকপোস্ট ছাড়তেই বিশ্বজিৎ মারধর শুরু করেন। প্রকাশনগরের কাছে অটো একপাশে দাঁড় করিয়ে পিন্টু চড়াও হন দোরজের ওপর। দুপুরের দিকে সেই রাস্তা ফাঁকা থাকার সুযোগে চলে মারধর। অবশেষে টোটোচালক এগিয়ে এলে প্রবীণের পকেটে থাকা টাকা নিয়ে অটো থেকে রাস্তায় ফেলে দেন অভিযুক্তরা। এরপর জোর গতিতে অটো চালিয়ে পালিয়ে যান।

দিল্লি পাবলিক স্কুলের 'টেক ফেস্ট'

ফুলবাড়ি, ২৬ অগাস্ট : ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে শনি ও রবিবার, দু'দিন ধরে আয়োজিত হয় 'অ্যারাক্সিস ২.০ : আ কসমিক কনফ্লুয়েন্স' নামে একটি টেক ফেস্ট। তবে স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যেই অনুষ্ঠানটিকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। উত্তরবঙ্গের ১৫টি নামজাদা স্কুলের প্রতিভাবান পড়ুয়ারাও অংশ নেয় টেক ফেস্টটিতে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করতে কোডিং, রোবোটিক্স, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, গেমিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর বিষয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের সভাপতি কমলেশ আগরওয়াল, ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের সহ উপাচার্য শরদ আগরওয়াল এবং স্কুলের ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অনুষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র বিজ্ঞান প্রদর্শনী নয়। এর পাশাপাশি কর্মশালার আয়োজন করে পড়ুয়াদের মনে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারার প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলা। ফেস্টের মূল আকর্ষণ ছিল, সাইবার ক্ল্যাশ নামে গেমিং প্রতিযোগিতা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ডিপিএস শিলিগুড়ির অধ্যক্ষ অনিশা শর্মা।

সুরে-ছন্দে কবিতার সংগতে ব্যান্ড

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ২৬ অগাস্ট : গুটিকয়েক সংস্কৃতিপ্রেমী আবেগপ্রবণ মানুষের হাত ধরে অসম-বাংলা সীমানার প্রত্যন্ত বারবিশায় বাংলা কবিতার ব্যান্ড ক্যানেস্তারার পথ চলা শুরু হল। কবিতার এই ব্যান্ড গড়ে তোলার পেছনে রয়েছেন একজন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার শুভাশিস ঘোষ। তাঁর মাথায় প্রথম এই বাংলা কবিতার ব্যান্ড গড়ে তোলার ভাবনা আসে। আলোচনা করতেই বিষয়টি বেশ ভালো লেগে যায় বাকিদের। ভাবনাকে বাস্তবরূপ দিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বারবিশা হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা পিয়ালি সরকার, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তথা কবি শীলা সরকার, যন্ত্র ও কণ্ঠশিল্পী নন্দলাল বিশ্বাস, যন্ত্রশিল্পী স্বরূপ দেবনাথ,

কণ্ঠশিল্পী বর্ণালি দাসরা। বাংলা সংস্কৃতিচর্চাকে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরার কাজ করবে বাংলা কবিতার এই ব্যান্ড।

তবলচি, বাচিকশিল্পী, ঘোষক, কবিতাশিল্পী সহ এলাকার সাংস্কৃতিক মহলে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হিসেবে পরিচিত শুভাশিস ঘোষ। বললেন, 'যাঁদের নিয়ে এই বাংলা কবিতার ব্যান্ড গড়েছি তাঁরা প্রত্যেকেই শিশুশিক্ষার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত।'

অনেকেই এমন অনুষ্ঠানে দীর্ঘক্ষণ বসে বসে বিরক্ত হন। সেটা অনুভব করেছেন শুভাশিস। পিপিপি মডেলের একটি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি ছড়া ও কবিতা ভালোবাসেন। এই পথ চলায় শুভাশিস একা নন। 'স্কুলের ব্যস্ততা, পরিবার জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের পর শুধু কবিতাকে ভালোবেসে এই বাংলা কবিতার ব্যান্ডে যোগ দিয়েছি,' বললেন বারবিশা হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা পিয়ালি সরকার। নেশায় তিনি বাচিকশিল্পীও বটে। আমরা সাধারণত গান বা যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে নাচ দেখতে অভ্যস্ত। কবিতার সঙ্গেও কি সেভাবেই জুটি বাঁধা যায়? পিয়ালির জবাব, 'নাচ আর গানের সম্পর্ক হৃৎপিণ্ড আর রক্তের মতো। একে অপরকে ছাড়া অচল। তেমনই কবিতা ও নৃত্যের সংগতও সর্বজনগ্রাহ্য। কবিতা ও গানের সমন্বয়ে ঠিক একইভাবে অবিস্মরণীয় মুহূর্ত তৈরির তাগিদেই জন্ম আমাদের ব্যান্ড ক্যানেস্তারার।'

শিবির

নাগরাকাটা, ২৬ অগাস্ট : মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাত রোধে বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ ও বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জ ডায়না চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে শিবির করল। মঙ্গলবার বিকেলে শ্রমিকদের কাজের শেষে ফ্যাক্টরির সামনে ওই শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডায়না চা বাগানটি বন্যপ্রাণী উপদ্রুত। আর পাঁচটা বাগানের মতো চিতাবাঘের স্বাভাবিক বাসস্থানের পাশাপাশি এটি হাতিদের যাতায়াতের করিডর হিসেবেও চিহ্নিত। ফলে এখানে নানা ঘটনা লেগেই থাকে। কখনও মানুষ আক্রান্ত হয় আবার কখনও প্রাণীরা বিপদে পড়ে। দুই পক্ষের সংঘাত রোধে কী করণীয় তা ডায়না ও বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল ও হিমাদ্রি দেবনাথ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

১ সেপ্টেম্বর থেকে পোর্টালে পুজোর অনুমতি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : দুর্গাপুজোর আর বেশিদিন বাকি নেই। পুজোয় যাতে খারাপ রাস্তার জন্য দর্শনার্থীদের কোনও ভোগান্তি না পোহাতে হয়, সেজন্য সচেষ্ট জেলা প্রশাসন। মহালয়ার আগে জেলার রাস্তা সংস্কারের নির্দেশ দিলেন জেলা শাসক শামা পারভিন। জেলা শাসক বললেন, 'দ্রুত রাস্তাগুলি মেরামতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্তত গর্তগুলিকে মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করে তুলতে বলা হয়েছে।'

মহালয়ার আগে রাস্তা সংস্কারের ভাবনা জেলা প্রশাসনের।

মঙ্গলবার জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে জেলার দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি নিয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের বৈঠক হয়। সেখানে ঠিক হয়েছে, এবার প্রশাসনের ওয়ান উইন্ডো পোর্টাল 'আসান' থেকে পুজোর অনুমতি পাবে কমিটিগুলো। ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন করা যাবে পোর্টালে। আবেদনের পর বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের যৌথ পরিদর্শনের পরে পুজোর অনুমতি মিলবে অনলাইনে। সমস্ত পুজোমণ্ডপেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো বাধ্যতামূলক। ২ এবং ৩ অক্টোবর প্রতিমা বিসর্জনের দিন ঠিক করা হয়েছে। জেলা কার্নিভাল হবে ৪ তারিখে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি, মাল, ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যান। বুধবার থেকে মহকুমা এবং ব্লক স্তরে পুলিশ ও প্রশাসন বৈঠক করবে। তারপর পুজো উদ্যোক্তাদের বৈঠকে ডেকে নিয়মবিধি জানিয়ে দেওয়া হবে। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বললেন, '২ এবং ৩ অক্টোবর প্রতিমা বিসর্জনের জন্য দিন ঠিক করা হয়েছে। বিসর্জন ঘাটগুলি ঠিক করা হবে।'

এবার পুজো কমিটিগুলির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারে ৮৫ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করেছে। তারপরেও বিদ্যুৎ হুকিং করে চুরি করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। তবে জলপাইগুড়ি, মাল, ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ি পুরসভার জন্য আলাদা আলাদা করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা থাকছে।

পুজোর প্রস্তুতি

- প্রশাসনের পোর্টাল 'আসান' থেকে মিলবে পুজোর অনুমতি
- বিভিন্ন দপ্তরের পরিদর্শনের পর অনলাইনে পুজোর অনুমতি মিলবে
- ২ ও ৩ অক্টোবর বিসর্জন হবে, সেইমতো ঘাট প্রস্তুত করার নির্দেশ

সোমবারের দুর্ঘটনার পরও হুঁশ ফেরেনি চা শ্রমিকদের। মঙ্গলবার গাড়িতে ঠাসাঠাসি করে একাংশ গেলেন কর্মস্থলে। এদিন পুলিশের তরফে কয়েক জায়গায় গাড়ি আটকালেও নিজেরা সচেতন না হলে এরকম ঘটনা আরও ঘটবে।

মৃতদের বাড়িতে ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়।

চোখের জলে বিদায় খেরকাটার তিনজনকে

নাগরাকাটা, ২৬ অগাস্ট : চোখের জলে মঙ্গলবার মৃত তিন শ্রমিককে চিরবিদায় জানালেন খেরকাটা গ্রামের বাসিন্দারা। পঞ্চায়েত-প্রশাসনের কর্তারা থেকে জনপ্রতিনিধিরা এদিন মৃত এবং আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার বলেন, 'মৃত এবং আহতদের পরিবারগুলির পাশে প্রশাসন রয়েছে।' নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সঞ্জয় কুজুরও একই আশ্বাস দিলেন। তাঁর কথায়, 'মৃতদের পরিবার যাতে ক্ষতিপূরণ পায়, সেজন্য গাঠিয়া চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করছি, দ্রুত সেটা হয়ে যাবে।'

এদিন খেরকাটায় গিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকও। দুপুরে যান আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা এবং নাগরাকাটার বিজেপি বিধায়ক পুনা ভেংরা।

সোমবার সকালে গাঠিয়া চা বাগানে বিঘাশ্রমিকের কাজ করতে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারায় পিকআপ ভ্যানটি। খাদে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল মনীষা নাগাশিয়া, সুন্দর মাঝি এবং মনীষা খালকোর। মনীষা নাগাশিয়ার স্বামী অমর মাঝিও তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। বরাতজোরে দুর্ঘটনাটি ঘটার আগে তিনি গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলেন। মৃত সুন্দরের স্ত্রী মুংলি সাঁওতালও সেদিন ওই গাড়িতে ছিলেন। তিনিও জখম হয়েছেন। স্বামীর শেষযাত্রায় থাকার জন্য মালবাজার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। পরে সন্ধ্যায় ফের তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিন সকালে মনীষা নাগাশিয়া ও সুন্দর মাঝির দেহ প্রথমে সমাধিস্থ করা হয়। রাতে সমাধিস্থ করা হয় মনীষা খালকোকে। তাঁর স্বামী আশিস মিঞ্জ পরিযায়ী শ্রমিক। ভিনরাজ্য থেকে এদিনই তিনি বাড়িতে ফিরেছেন। মনীষার বছর পাঁচেকের এক ছেলে রয়েছে। দিনভর সে শুধু কফিনবন্দি মায়ের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

মঙ্গলবার রাতে প্রশাসনের তরফে মৃতদের বাড়িতে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। শেষকৃত্যের জন্য কিছু আর্থিক সহযোগিতাও করা হয় পরিবারগুলিকে। এদিকে, গাঠিয়ায় দুর্ঘটনায় জখম ১৩ জনের এখনও মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তাঁদের মধ্যে মা-মেয়ে সুশীলা ওরাওঁ এবং মঞ্জু ওরাওঁকে এখনও ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল।

এদিনের ঘটনা

- মঙ্গলবার রাতে মৃতদের বাড়িতে পৌঁছায় ত্রাণসামগ্রী
- দুর্ঘটনায় জখম ১৩ জনের চিকিৎসা চলছে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে
- তাঁদের মধ্যে দুজনকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে

শ্রমিকদের বিপদ ঠেকাতে বৈঠক

নাগরাকাটা, ২৬ অগাস্ট : গাঠিয়া চা বাগানের মর্মান্তিক ঘটনার পর বিঘাশ্রমিকদের নিয়ে যাতায়াতকারী এজেন্ট, গাড়ির মালিক ও চালক সহ সমস্ত চা বাগানের পরিচালকদের নিয়ে বৈঠক ডাকল নাগরাকাটা ব্লক প্রশাসন। বুধবার দুপুরে ওই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে পুলিশ আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন। অনুমান করা হচ্ছে, ওই বৈঠকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু সুস্পষ্ট গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়া হবে। এদিকে, সোমবারের ঘটনার পরও একশ্রেণির এজেন্টদের এখনও হুঁশ ফেরেনি। মঙ্গলবারও সকালেও ঠাসাঠাসি করে পিকআপ ভ্যানে বোঝাই করে শ্রমিকদের বিভিন্ন বাগানে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। দৃশ্য দেখে পথচলতি অনেকেই আঁতকে উঠেছেন। এনিয়ে বিডিও পঙ্কজ কোনার বলেন, 'বুধবারের বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হবে। এজন্য সব পক্ষকে ডাকা হয়েছে।'

নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার নিজে শ্রমিকবোঝাই পিকআপ ভ্যানগুলিকে একাধিকবার আটকে দিয়েছিলেন। বহুবার তাঁকে রাস্তায় নেমে নজরদারিও করতে দেখা গিয়েছে। গাড়িচালকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকও হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের। তারপর দু'-একদিন ঠাসাঠাসি করে নিয়ে যাওয়া বন্ধ হলেও পরিস্থিতি ফের আগের জায়গায় ফিরে আসতে খুব বেশি সময় লাগেনি। এক্ষেত্রে এজেন্টরা নেপথ্যে থেকে শ্রমিকদের রুটিরুজির আবেগকে কাজে লাগিয়ে পথ অবরোধে তাঁদের শামিল করিয়েছে এমন দৃশ্যেরও সাক্ষী থেকেছে নাগরাকাটা। যে কারণে গাঠিয়ায় পিকআপ ভ্যান খাদে পড়ে তিন বিঘাশ্রমিকের অকাল মৃত্যুর পর শ্রমিকদের ঠাসাঠাসি করে নিয়ে যাওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকেই।

নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'বুধবারের বৈঠকে সমস্ত কিছু বিশদে আলোচনা হবে। একদিকে শ্রমিকদের রুটিরুজিও যাতে মার না খায়, অন্যদিকে জীবনের নিরাপত্তাও যাতে বজায় থাকে এমন কোনও উপায় বের করাই আমাদের সবার উদ্দেশ্য।' বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেলও এদিন জানান, গাড়িতে শ্রমিকদের বিপজ্জনক যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। নয়তো ফের এমন বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

তেলের উৎসের খোঁজ

ওদলাবাড়ি, ২৬ অগাস্ট : বিধানপল্লির একাধিক বাড়ির কুয়োয় অপরিশোধিত তেল মিশে যাওয়ার ঘটনায় ভূগর্ভস্থ তেলের উৎস খোঁজার কাজ শুরু করল অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড। সোমবার মাল মহকুমা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কর্তারা ভূগর্ভস্থ তেলের উৎস সন্ধান করা হবে বলে জানিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক মঙ্গলবার সকাল থেকে সংস্থার ওদলাবাড়ি রিপিটার স্টেশনের ভেতরে তেল কোম্পানির নিজস্ব সীমানায় মেশিনের সাহায্যে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করা হয়। যদিও এই বিষয়ে এদিন কোনও মন্তব্য করেননি তেল কোম্পানির কর্তারা। অন্যদিকে, তেল কোম্পানির অপর একটি দল পাম্প মেশিন ও বালতির সাহায্যে রিপিটার স্টেশন সংলগ্ন কয়েকটি বাড়ির কুয়োতে জমে থাকা তেল সংগ্রহ করেন। গত কয়েকবছর ধরে এই সমস্যায় ভুগতে থাকা পরিবারগুলির তরফে ভুক্তভোগী শুভজিৎ ঘোষ বলেন, 'আশা করি এবার সমস্যার সমাধান হবে।'

আহত তিন

বানারহাট, ২৬ অগাস্ট : মঙ্গলবার বিকেলে বানারহাট কার্তিক ওরাওঁ সরকারি হিন্দি কলেজের সামনে বাইকের ধাক্কায় আহত কলেজ ছাত্রী। বাইকচালক সহ জখম আরও দুই। আহত ছাত্রীর নাম বেরেনাডেথ ভেংরা। বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার তাসাটি চা বাগানে। প্রথমবর্ষে ভর্তির পর এদিন কলেজে আসেন তিনি। বাড়ি ফেরার পথে কলেজ গেটের সামনে রাস্তায় উঠলে গয়েরকাটা রাজ্য সড়কে বানারহাটের দিক থেকে আসা বাইকটি তাঁকে ধাক্কা মারে। ওই ছাত্রী গুরুতর আহত হন। বাইকে থাকা দুজন রাস্তায় পড়ে আহত হন। এরপর কলেজ পড়ুয়ারা বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশের সহায়তায় বানারহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে একজন বাইকচালক সহ কলেজ ছাত্রীকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি ভবেশ সুব্বা জানান, তদন্তের স্বার্থে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজ্য সড়কটি নতুন তৈরির পর এখান দিয়ে গাড়িগুলি দ্রুতগতিতে চলাচল করে। আর এতেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ এসএম রাকিবুজ জামান বলেন, 'যেভাবে বাইক, গাড়ি চলাচল করে তাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। এদিন বাইকটি দ্রুতগতিতে থাকার কারণেই এই অঘটন।'

কাশ জানান দিচ্ছে মায়ের আগমনের। মঙ্গলবার ময়নাগুড়িতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

মৃতদেহ উদ্ধার

ওদলাবাড়ি, ২৬ অগাস্ট : চারদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর মঙ্গলবার সকালে এক তরুণের মৃতদেহ গরুবাথান থানার চেল নদীর ধার থেকে উদ্ধার করা হয়। গরুবাথান থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, আপার ফাগু মুন্সি লাইনের হিমাল রাই গত ২২ অগাস্ট রাত ১০টার পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যান।

দু'মাসে টাকা দ্বিগুণের টোপ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৬ অগাস্ট : আবার সেই চিটফান্ডের ধাঁচে প্রতারণার ছক ডুয়ার্সজুড়ে। মাত্র দু'মাসে টাকা দ্বিগুণ করার টোপ দিয়ে সহজ সরল মানুষকে বোকা বানিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শামুকতলা থানার পুলিশ এমন অভিযোগ পেয়ে ওই চক্রের এক পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে মঙ্গলবার। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের বাসিন্দা বাদল রায়কে ধূপগুড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাদল একা নন, তাঁর সঙ্গে একটি চক্র রয়েছে। আর গত দু'মাসে শুধু বাদলের অ্যাকাউন্টেই ৭৬ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে। এভাবে আরও বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে কোটি টাকারও বেশি তোলা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আর এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াকে।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'এই প্রতারণাচক্রে আরও বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলে খবর রয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' ধৃত বাদলকে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হয়। তাঁকে ৮ দিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে শামুকতলা থানার পুলিশ।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'এই প্রতারণাচক্রে আরও বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলে খবর রয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' এই চক্রের বাকি পান্ডাদের খোঁজ পেতে তদন্ত শুরু করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, বাদল লোকজনকে বলতেন, তাঁর জলের ব্যবসা রয়েছে। 'বিটুবি অ্যাকোয়া' নামে একটি কোম্পানির কথা বলতেন তিনি। সেই ব্যবসায় লগ্নির টোপই দিতেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরতেন তাঁর 'ব্যবসায়িক সাফল্যের' কথা। সেইসঙ্গে দেওয়া থাকত তাঁর ফোন নম্বর। তাতে যোগাযোগ করতে বলা হত।

প্রতারিত অনেকের মধ্যে একটি নাম দক্ষিণ শিবকাটা গ্রামের বাসিন্দা জুস হাজারির। তিনি বলেন, 'ফেসবুকে একটা কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। দুই মাসে টাকা দ্বিগুণ করার কথা বলা হয়েছিল। তা দেখে ৩০ হাজার টাকা জমা করেছিলাম। তারপর ৪ মাস পেরিয়ে যায়। দ্বিগুণ তো দূরের কথা, আমার লগ্নিটাই ফেরত পাইনি।'

শেষ হয়নি মেডিকেলের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ

ভবন হস্তান্তর নিয়ে ধোঁয়াশা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : পুজোর আগে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ শেষ হচ্ছে না। এখনও স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ অনেকটা বাকি রয়েছে। ফলে কলেজের স্থায়ী বিল্ডিং কবে হস্তান্তর হবে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ কার্যত ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। এদিকে মেডিকেল কলেজে চতুর্থ ব্যাচের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। পুজোর ছুটির পর প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের ক্লাস শুরু হবে। সেক্ষেত্রে প্রায় ৪০০ জন ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা কোথায় ও কীভাবে হবে তা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীরকুমার দেব বলেন, 'স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ কবে শেষ হবে, সেই বিল্ডিং কবে আমাদের দেওয়া হবে সেই সম্পর্কে সঠিক কোনও তথ্য আমার জানা নেই। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন পরিকাঠামোয় চারটি বর্ষের ছাত্রদের ক্লাস শুরু করা যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু কাজ যেহেতু এখনও সম্পন্ন হয়নি সেক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা তো হবে। তবে চেষ্টা করছি স্থায়ী পরিকাঠামোর নতুন বিল্ডিংয়ে কয়েকটি ক্লাসরুম ব্যবহার করতে। সমস্যার বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনকে জানিয়েছি।'

নবনির্মিত মেডিকেল কলেজ। জলপাইগুড়িতে।

২০২১ সালে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের পথ চলা শুরু হয়। সেই সময় পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের পুরোনো ভবনের পরিকাঠামো তৈরি হয়। ল্যাব, ক্লাসরুম থেকে শুরু করে লাইব্রেরি সবকিছু জেলা হাসপাতালের পুরোনো ভবনে নির্মিত হয়। দুটি বর্ষ পর্যন্ত ছাত্ররা যাতে পড়াশোনা করতে পারে সেইমতো অস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি হয়। এদিকে অস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের উলটো দিকে স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ শুরু হয়। ২০২৪ সালের মধ্যে স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি হয়ে যাবে জানানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও তা শেষ হয়নি। পড়ুয়াদের হস্টেলের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু পড়াশোনার জন্য জেলা হাসপাতালের অস্থায়ী পরিকাঠামো ও স্থায়ী পরিকাঠামোতে হাতেগোনা কয়েকটি ক্লাসরুম আপাতত তৈরি হয়েছে। সেখানে ভাগাভাগি করে এই চারটি বর্ষের ক্লাস হবে। দুই জায়গায় ক্লাস হলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের যাতায়াতের সমস্যা হবে। কারণ স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিকাঠামোর মধ্যে দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার।

গত কয়েক বছর ধরে স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণকাজ জোরকদমে চলছিল। এর ফলে নতুন শিক্ষাবর্ষে চারটি বর্ষের ক্লাস একই ছাদের তলায় আনা সম্ভব হবে বলে আশা ছিল। কিন্তু কয়েক মাস ধরে নির্মাণকাজের গতি হারিয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরি তৈরির কাজ এখনও বাকি। একইভাবে মেডিকেল কলেজে প্রশাসনিক দপ্তরের নির্মাণকাজ কিছুটা বাকি রয়েছে। এছাড়া নতুন ভবনের ভেতরে যাতায়াতের রাস্তা, জলনিকাশির কাজ সম্পন্ন হয়নি। মেডিকেল কলেজে স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হস্তান্তর এখন তাই অনিশ্চয়তার মধ্যে।

চিন্তায় কর্তৃপক্ষ

- পুজোর আগে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ শেষ হচ্ছে না
- মেডিকেল কলেজে চতুর্থ ব্যাচের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে
- পুজোর ছুটির পর প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ক্লাস শুরু হবে
- প্রায় ৪০০ জন ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা কোথায় ও কীভাবে হবে তা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন

তিজ উৎসবে ছুটি দাবি

নাগরাকাটা, ২৬ অগাস্ট : তিজ উৎসবে চা বাগান সহ সরকারি অফিস-কাছারিতে ছুটির দাবি উঠে এল ডুয়ার্সের মহিলাদের পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার বানারহাট লাগোয়া ডায়না নদীর ঘাট, লুকসানের নির্মীয়মাণ পশুপতিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ, চামুর্চি সহ আরও বেশকিছু জায়গায় উৎসবটি পালিত হয়। নানা জায়গা থেকে অগণিত মহিলা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। স্বামীর মঙ্গলকামনায় মহিলারা নিজের হাতে তৈরি শিবলিঙ্গের আরাধনায় মেতে ওঠেন। এটাই তিজ বা হরিতালিকা তিজ নামে পরিচিত। মূলত বাড়ি বাড়ি উৎসব পালনের রেওয়াজ থাকলেও গত কয়েক বছর ধরে ডুয়ার্সে সর্বজনীনভাবে লোকাচারটি পালিত হচ্ছে। এবারও অন্যথা হয়নি।

রক্তদান শিবির

চালসা, ২৬ অগাস্ট : মাটিয়ালি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার চালসার যুব আবাসে একটি রক্তদান শিবির হয়। মালবাজার ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় এই শিবিরে মাটিয়ালি ব্লক প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী সহ পুলিশ প্রশাসনের কর্মীরাও রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ সমীর আহমেদ, মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ, মাটিয়ালির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ সহ অন্যরা। এদিন রক্তদাতাদের গাছের চারা, স্মারক, ছাতা সহ শংসাপত্র দেওয়া হয়। মাটিয়ালি ব্লক যুবকল্যাণ আধিকারিক অর্ণব ভট্টাচার্য বলেন, 'শিবিরে ১৫১ জন রক্ত দান করেন।'

মঙ্গলকামনা।। লুকসানের তিজ উৎসবে শামিল মহিলারা। মঙ্গলবার দুপুরে। ছবি : শুভজিৎ দত্ত

আবেদনের চেয়ে ভর্তি কম কলেজে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৬ অগাস্ট : কলেজে প্রথম পর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। মেধাতালিকা বেরিয়েছে। চলছে ফিজিকাল ভেরিফিকেশনও। কিন্তু জলপাইগুড়ির বিভিন্ন কলেজ থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে উঠে আসছে, যতজন পড়ুয়া ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল, সেই তুলনায় ফিজিকাল ভেরিফিকেশনে আসার প্রবণতা অনেকটাই কম।

প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ভেরিফিকেশনের লাইন। মঙ্গলবার।

জলপাইগুড়ি শহরের প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের তরফে জানা গিয়েছে, প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য প্রায় ৪৫০০ জন আবেদন করেছিল। যার মধ্যে প্রথম দিন বিকেল পর্যন্ত ভেরিফিকেশন করেছে প্রায় ৮০০ জন। অন্যদিকে, আনন্দ চন্দ্র কলেজ অফ কমার্স-এ মোট সিট সংখ্যা ৮৭৮। আবেদনকারীর সংখ্যা ১২০১। যার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে সুযোগ পেয়েছে ৩৭৪ জন। এখনও পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে ১৮৬ জন। এছাড়াও বিকেল পর্যন্ত ভেরিফিকেশন করেছে ১২৭ জন। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ কল্যাণ দাস বলেন, 'আশা করছি প্রথম লিস্টে ভর্তির সংখ্যা আরও কিছু বাড়বে। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী, ছাত্র সংখ্যা কিছুটা কমেছে।' তাঁর মতে, অনেকেই প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি হচ্ছেন। অর্থনৈতিকভাবে সংসারের পাশে দাঁড়াতে অনেকে কাজ করছেন। পাশাপাশি অনলাইনে বিভিন্ন কোর্স কিংবা ওপেন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার প্রবণতাও বাড়ছে।

জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজে সিট বরাদ্দ রয়েছে ২৫৯৬ জনের। ভর্তি হয়েছে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৪০০ জন। দুপুর পর্যন্ত ফিজিকাল ভেরিফিকেশন করেছে প্রায় ৬০০ জন। এই প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দাস বলেন, 'প্রথম পর্যায়ে ভর্তি কিছুটা বাড়বে বলে আশা রাখছি। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বলা যাবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমেছে কি না। তবে, প্রাথমিক হিসেবে কিছুটা কম মনে হচ্ছে।'

অন্যদিকে ময়নাগুড়ি কলেজে ভর্তির জন্য মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ৫ হাজার ২৮৮। এখনও পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে মোট ১ হাজার ৬৬৭ জন। এদিন ফিজিকাল ভেরিফিকেশন করেছে ৪০০ জন। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ মধুসূদন কর্মকার এদিন বলেন, 'বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার ফলে খুব বেশি সংখ্যক পড়ুয়া ভর্তি হতে আসবেন না। অনুমান করছি ১ হাজার ৮০০ জন থেকে খুব বেশি হলে ২ হাজার পড়ুয়া হয়তো বা ভর্তি হতে পারেন।'

বানারহাট কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি সরকারি কলেজে মোট আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় ১৫০০। এর মধ্যে ভর্তি হয়েছে এখনও পর্যন্ত ১০৩ জন।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এসএম রাকিবুজ জামান বলেন, 'করোনার পর থেকে এই প্রবণতা বেড়েছে। তবে এই বছর এটি প্রকট রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।'

বন্ধ বাগানে সাংসদ

বানারহাট, ২৬ অগাস্ট : প্রায় দু'মাস ধরে বন্ধ থাকা বানারহাটের আমবাড়ি চা বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। মঙ্গলবার দুপুরে এসে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে বন্ধ থাকা বাগানের পড়ুয়াদের জন্য সাংসদ তহবিল থেকে স্কুলবাস চালুর দায়িত্ব নিলেন। পাশাপাশি বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের ত্রাণ ও বস্ত্র তুলে দেন। আগামী দশ তারিখের মিটিংয়ের পরেও চা বাগান না খুললে আন্দোলনে নামার কথা জানান প্রকাশ।

এদিন সাংসদের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা, বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুমন্তি মুন্ডা, চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন বানারহাট ব্লক সভাপতি বিধান সরকার সহ অন্যরা। যদিও শ্রমিকদের দাবি, ত্রাণ নয়। পুজোর আগে চা বাগান খুলুক। এই নিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান তাঁরা। এদিন সাংসদের বন্ধ বাগান পরিদর্শন নিয়ে বিজেপি সমর্থিত বিটিডব্লিউইউ ব্লক সভাপতি জয়রাজ বিশ্বকর্মা বলেন, 'আগামী মিটিংয়ে বাগান খোলার আশায় আছি। শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে আরও আগে বাগানে আসতে পারতেন সাংসদ।'

স্কুলে হাতির তাণ্ডব

নাগরাকাটা, ২৬ অগাস্ট : সোমবার রাতে লালঝামেলাবস্তি প্রাথমিক স্কুলে ঢুকে তাণ্ডব চালাল হাতির দল। প্রধান শিক্ষক রমেশচন্দ্র দাস বলেন, 'এতদিন গ্রামে হাতির আনাগোনা ছিল। এবার হাতিদের নজর পড়েছে স্কুলের ওপর। আতঙ্কে রয়েছি।' স্কুলে তাণ্ডব চালানোর পর সতর্ক বন দপ্তরের কর্মীরা। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'হাতির গতিবিধির ওপর বনকর্মীরা সতর্ক নজর রেখে চলেছেন।'

জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে অন্তত ২৫টি হাতির একটি পাল লালঝামেলাবস্তিতে ঢোকে। গ্রামের একমাত্র সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ঢুকে অফিস ঘরের বারান্দার গ্রিল ভেঙে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেওয়ালের একাংশও। পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের খাবার ঘরে গিয়েও হামলা চালায়। তছনছ করে স্কুলের সবজি বাগান। স্কুলে মোট ১৬৭ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। ফের হাতি স্কুলে হামলা চালাতে পারে বলে উদ্বেগে রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

মদ সহ ধৃত ২ ব্যাংকান্দিতে

ময়নাগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : পুলিশ ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া ব্যাংকান্দির বাসিন্দা সুপেন রায়ের মুদিখানার দোকানে হানা দিয়ে বেআইনি দেশি ও বিদেশি মদ, বিয়ারের ২৬টি বোতল উদ্ধার করেছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ ওই এলাকারই বাসিন্দা নীতীশ রায়ের বাড়িতে হানা দিয়ে ১৭টি দেশি মদের বোতল উদ্ধার করে। ওই ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিদের দোকান ও বাড়ি থেকে এই বেআইনি মদ বিক্রি করা হচ্ছিল বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

বেহাল রাস্তা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ২৬ অগাস্ট : দোলনা ব্রিজ থেকে জঙ্গল পথে মোগলকাটা পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি মিললেও এই রাস্তার সংস্কারে প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। গা ছমছমে এই রাস্তায় বুনোর ভয়। তার ওপর রাস্তার বেহাল দশায় বনবস্তিবাসীরা সমস্যায় পড়েছেন। শুখা মরশুমে কোনও ক্রমে চলাচল করা গেলেও বর্ষা এলে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে। ভোটের আগে পাকা রাস্তা নির্মাণ না হলে এলাকাবাসী ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অরবিন্দ রায় সরকার বলেন, 'ইতিমধ্যেই ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্টের অর্থ সাহায্যে দোলনা ব্রিজ থেকে শিবা রাভার বাড়ি পর্যন্ত প্রায় দেড় কিমি রাস্তা নির্মাণে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। পুজোর আগে পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হবে।'

মোরাঘাট বন বিভাগের মোগলকাটা বনবস্তির বাসিন্দারা এই পথ ধরে যাতায়াত করেন। এই পথে বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অসুবিধায় পড়তে হয়। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে চায় না। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জগন্নাথ রাভার কথায়, গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার সংস্কার করা জরুরি। রাস্তাঘাট ঠিক থাকলে এলাকার উন্নয়ন ঘটবে। বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পঞ্চায়েত সমিতিকে জানানো হয়েছে।'

ভোট আসে ভোট যায়। কিন্তু মোগলকাটা বনবস্তি এলাকার এই রাস্তার সমস্যা মেটে না। বাম আমল থেকে এই এলাকার বাসিন্দারা পাকা রাস্তার দাবি জানালেও অজানা কারণে এখনও পর্যন্ত এই রাস্তার সংস্কার হয়নি। এভাবে বিপদকে সঙ্গী করে বনবস্তিবাসীকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সন্ধে নামলে বুনোদের ভয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসেন। এরপর খুব প্রয়োজন না হলে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন না। মাঝেমধ্যে রাস্তায় হাতির পাল দাঁড়িয়ে থাকে। এর আগে এই সড়কে চলতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সব জেনেও নির্বিকার প্রশাসন। শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সন্টু রাভার বক্তব্য, 'অনেকবার স্কিম ধরা হলেও কাজের কাজ হয়নি। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে পাকা রাস্তা নির্মিত না হলে আমরা ভোট বয়কটের ডাক দেব। আমরা যেমন সরকারের পক্ষে আছি, তেমনি সরকারকেও আমাদের জন্য ভাবা উচিত। বিপদসংকুল রাস্তার জন্য আমাদের উত্তরসূরিরা পিছিয়ে পড়ছে।'

জল-কাদায় ভরা এই ছয় কিমি রাস্তাকে ঘিরেই যত বিতর্ক। -সংবাদচিত্র

বক্সিপাড়ায় বিপজ্জনক রাস্তা এবং ক্যানালের সরু ব্রিজে দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত বক্সিপাড়ায়

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২৬ অগাস্ট : ভোট আসে, ভোট যায় কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্সিপাড়ায় ক্যানালের ওপর অবস্থিত সরু ব্রিজটি একদিকে যেমন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে তেমনি ব্রিজ লাগোয়া রাস্তাটির বেহাল দশা। এই ব্রিজ ও রাস্তা দিয়ে বক্সিপাড়া, বানিয়াপাড়া, কায়েতপাড়া, শুকুরপাড়া, চুরুইমারি ও চেওড়াপাড়া সহ একাধিক এলাকার মানুষ যাতায়াত করেন। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষ মনে একপ্রকার আতঙ্ক নিয়ে ওই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি বাইক ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য বাইটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ওই খাড়া রাস্তা দিয়ে যাত্রীবোঝাই টোটো ব্রিজে উঠতে পারে না। ঠেলে তুলতে হয়। অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকলের গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে যেতে পারে না। গ্রামে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে ভগবান একমাত্র ভরসা বলে অভিযোগ জানান স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় সরকার।

বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূর্ণিমা রায় বলেন, 'রাস্তা ও ব্রিজ সংস্কারের বিষয়ে এলাকাবাসী আমাকে একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন। রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে অনুমোদন পেয়েছি। এরপর টেন্ডার হবে। ক্যানালের ওপর থাকা ব্রিজটি সংস্কারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছিলাম।' পুনরায় লিখিতভাবে আবেদন করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হরিদাস রায় একপ্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ভোটের সময় সব নেতারা দ্রুত রাস্তা ও ব্রিজ সংস্কারের আশ্বাস দিয়ে যান। কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলে কারও দেখা পাওয়া যায় না। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'

স্থানীয় বাসিন্দা কার্তিক রায় জানান, ক্যানালের ওপরের ওই ব্রিজটি প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোনো। নেতারা বিভিন্ন সময় এলাকায় এলেও এই সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। এলাকাবাসী টুটুল সরকার জানান, দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে সাধারণ এই রাস্তা ও ব্রিজ ব্যবহার করছেন। যে কোনও সময় ব্রিজটি ভেঙে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি বলেন, 'দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হব।'

আরেক বাসিন্দা বিউটি রায় বলেন, 'বাচ্চাদের নিয়ে স্কুল থেকে ফেরার পথে ওই খাড়া রাস্তায় অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। সব সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় থাকি।' ব্রিজের থেকেও রাস্তাটি সংস্কার করা বেশি প্রয়োজন বলে জানান তিনি।

আজও অমলিন।। ময়নাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সৌমিক চক্রবর্তী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলল বিশেষজ্ঞ দল

রাজগঞ্জ, ২৬ আগস্ট : মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশমতো লেপ্টোস্পাইরোসিস রোগে সব থেকে বেশি আক্রান্ত গ্রাম চেকরমারিতে রোগীদের সঙ্গে কথা বলতে যান জীবাণুরোগ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ দুই ডাক্তার অমিত অধিকারী এবং শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য। তাঁরা প্রথমে এই গ্রামের স্বাস্থ্য শিবিরে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। চেকরমারি গ্রামে অনেক পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে লেপ্টোস্পাইরোসিস, হেপাটাইটিস-এ ও স্ক্রাব টাইফাস, এই তিনটি রোগে আক্রান্ত রয়েছেন। সীমা পান্ডে দাস প্রতিনিধিদলকে বলেন, 'আমার শাশুড়িরও জ্বর, দু'দিন হলেও তাঁর রক্তের নমুনার রিপোর্ট পাইনি।' গ্রামের অনেকে জানিয়েছেন, রক্ত পরীক্ষার জন্য নমুনা দেওয়া হলেও তাঁরা রিপোর্ট পাচ্ছেন না তিনদিন ধরে।

বেশিরভাগ বাড়িতে বিশেষজ্ঞ দুই ডাক্তার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাঠানো জল খেতে বলেন। সেইসঙ্গে জ্বর এবং শরীর খারাপ হলে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। মঙ্গলবার গ্রামের ৬ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। শিবিরে ৩৫ জন চিকিৎসা করাতে আসেন।

রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে এখনও প্রায় ২০ জন লেপ্টোস্পাইরোসিস ও হেপাটাইটিস-এ আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও ভর্তি রয়েছেন প্রায় ১২ জন। এদিন ২০০ জনের জ্বরের স্ক্রিনিং করানো হয়। মঙ্গলবারও সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ২০ জনের রক্তের নমুনা পাঠানো হয়েছে।

বন নিয়ে সচেতনতা

চালসা, ২৬ অগাস্ট : মানুষ যাতে বন্যপ্রাণীদের নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে পড়ে, সেজন্য মঙ্গলবার বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ববাড়ির খুনিয়া স্কোয়াডের তরফে শিবির করা হয়। বন্যপ্রাণী দেখতে পেলে মানুষজন যাতে বন দপ্তরকে খবর দেয়, সেকথাই শিবিরে জানানো হয়েছে। ছিলেন খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে সহ অন্যরা।

বসুনিয়াবাড়িতে রাজবংশী বধূর রূপে দেবী দুর্গা

এল এল পুজো এল

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : ডুয়ার্সের সবথেকে প্রাচীন দুর্গাপুজো বসুনিয়াবাড়ির পুজো। এখানে দেবী রাজবংশী বধূর সাজে আসেন। মুখের আদলে মঙ্গোলীয় জনজাতির ছোঁয়া থাকে। সাজসজ্জার পাশাপাশি দেবীর অলংকারও বাহুল্যবর্জিত। কারণ এখানে তিনি কৃষক পরিবারের মেয়ে। দেবীর পরনে থাকে আটপৌরে সাধারণ শাড়ি। সেটা গোড়ালির উপর পর্যন্ত। ঠিক যেমনটা দেখা যায় তিস্তাপাড়ের গাঁয়ের বধূকে। দেবীর বর্ণ রক্তিম। এখানে দুর্গা পরিচিত 'দেবী ঠাকুরানি' নামে।

বসুনিয়াবাড়ির প্রাচীন দুর্গাপুজো। -ফাইল চিত্র

ঐতিহ্য বজায় রেখে এবছর ময়নাগুড়ির আমগুড়ির বসুনিয়াবাড়ির পুজো ২১৫তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। বসুনিয়া পরিবারের প্রবীণ সদস্য সুনীল বসুনিয়া বলেন, 'আমরা সবসময় এই পুজোর ঐতিহ্যকে অটুট রেখে পুজোর আয়োজনের চেষ্টা চালিয়ে যাই। ঘরের মেয়ের মতো এখানে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়।'

১৮১০ সালে ধনবর বসুনিয়া এই পুজোর সূচনা করেন। কোচবিহারে থাকাকালীন ধনবর একবার কোচবিহার রাজবাড়ির পুজো লুকিয়ে দেখে ফেলেছিলেন। সেই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কোচবিহার রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ধনবর তৎকালীন চাপগড় পরগনায় বসবাস শুরু করেন। ধীরে ধীরে বিত্তবান হয়ে ওঠা ধনবর পরে আমগুড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। ধনবর জানতেন কোচবিহার রাজপরিবারের পুজো কেমন হয়। সেকারণে বসুনিয়াবাড়ির প্রতিমায় কোচবিহার রাজবাড়ির দেবী প্রতিমার আদল লক্ষণীয়।

তবে পুজো আয়োজনে শুরুটা খুব সহজ ছিল না। ওই সময় চাপগড় অথবা আমগুড়ি এলাকায় মৃৎশিল্পী, পুরোহিত ও ঢাকি ছিলেন না। সেই সময় এলাকাটি ঝোঁপ জঙ্গলে ভরা ছিল। তখন বাংলাদেশের রংপুর থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে প্রতিমা নিয়ে আসা হত। পরে ধনবরের ছেলে এক মৃৎশিল্পীর পরিবারকে রংপুর থেকে আমগুড়িতে এনে নিজের জমিতে বসবাসের সুযোগ করে দেন। একইভাবে অসম থেকে পুরোহিত ও ঢাকি এনে বসবাসের জায়গা দেওয়া হয়।

জন্মাষ্টমীর পরের দিন কাদোখেলার মাধ্যমে বসুনিয়াবাড়ির দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। দুই শতকের বেশি সময় ধরে এই রীতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। মৃৎশিল্পী শ্রীমন্ত রায় এখনও প্রতিমা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীমন্তের কথায়, 'আগে আমার বাবা এই প্রতিমা তৈরি করতেন। বিগত ২৫ বছর ধরে এখানকার প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে রয়েছি আমি। অন্য প্রতিমার থেকে এই প্রতিমা একেবারে আলাদা। সেজন্য এই প্রতিমা তৈরির সময় অনেক বেশি সাবধান থাকতে হয়। কারণ এই প্রতিমার সঙ্গে অনেক ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে।'

জাঁকজমকহীন এই পুজোকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রাম প্রতি বছর মেতে ওঠে। আমগুড়ির কাছে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের একাংশ রামশাইতে রয়েছে। পুজোর সময় প্রচুর পর্যটক রামশাইতে আসেন। তাঁরাও এই পুজোয় শামিল হন।

পিছোল শুনানি

হাইকোর্টে পিছোল ওবিসি মামলার শুনানি। সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি সেপ্টেম্বরে। নভেম্বর পর্যন্ত মামলা পিছিয়ে দিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

মিছিলে বাধা

ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় মিড-ডে মিল কর্মীরা। ধর্মতলায় পুলিশ আটকে দেয় মিছিল। আন্দোলনকারীদের দাবি, উৎসবকালীন ভাতা চালু করতে হবে।

স্বপ্নভঙ্গ

কেরিয়ার নিয়ে বাবা-মার সঙ্গে মতের অমিল। তাই আত্মঘাতী হলেন নন্দীগ্রামের খোদামবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দীপশিখা মাইতির। তিনি চেয়েছিলেন গবেষক হতে। বাবা-মা চাইতেন মেয়ে চিকিৎসক হোক।

ডাক্তারকে তলব

গত বছর অনুমতি ছাড়াই মিছিল করার অভিযোগে দুই চিকিৎসককে তলব করল পুলিশ। ৩ সেপ্টেম্বর বউবাজার থানায় চিকিৎসক মানস গুমটা ও সুবর্ণ গোস্বামীকে ডাকা হয়েছে।

কলেজের দায় : রাজ্য

ছাত্র সংসদের ভোট মামলার শুনানি হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দায়িত্ব কার, তা নিয়ে স্পষ্ট হতে চাইছে কলকাতা হাইকোর্ট। ছাত্র সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য দাবি করেছে, তারা নির্বাচনে বাধা দেয়নি। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনাগ্রহের কারণেই নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না। ২০১৩ সালে রাজ্য সার্কুলার জারি করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্বাচন করানোর নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু তারা আগ্রহ দেখায়নি। বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এক্ষেত্রে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মামলায় সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজন থাকলে তাদের যুক্ত হতে সময়ও দেওয়া হবে।

এদিন রাজ্য দাবি করেছে, ছাত্রভোট করাতে উদ্যোগী তারা। কিন্তু আগ্রহ দেখায়নি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচনের জন্য তাদের জানিয়েছিল রাজ্য। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে একাধিক জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ার কারণে স্টুডেন্টস ইউনিয়ন রুমে অবৈধ কার্যকলাপ, র‍্যাগিংয়ের মতো ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করা হয়।

একটি মামলায় আবেদনকারীদের আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হলফনামায় অ্যান্টির‍্যাগিং কমিটি গঠনের কথা বলা হয়নি। রাজ্য তার ক্ষমতা অনুযায়ী সার্কুলার জারি করে ভোট করাতেই পারে।' রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, কমিটি গঠনের জন্যও দায়বদ্ধ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এক্ষেত্রে রাজ্যের কিছু করার নেই। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'নির্বাচন ও র‍্যাগিং নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট সার্কুলার রয়েছে। কিন্তু রাজ্য তা কার্যকর না করে সার্কুলার জারি করে নির্বাচন বন্ধ রেখেছে। আমরা তা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। নির্বাচন করানোর দায়িত্ব বর্তায় রাজ্যের ওপর। এক্ষেত্রে তাদেরকেই সেই দায় নিতে হবে। তাদের যদি দায় না থাকে'। আদালতের যুক্তি, ২০২৩ সালের মার্চ মাসের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্বাচন ও অ্যান্টির‍্যাগিং কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কী পদক্ষেপ করা হয়েছে?

তবে রাজ্য উত্তর দেয়, তারা এই বিষয়ে পদক্ষেপ করেছিল। এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মামলায় যুক্ত করা হবে কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচনের দায় কার সেটা সম্পর্কে স্পষ্ট হতে চাইছে আদালত। সুপ্রিম কোর্ট গঠিত লিংডো কমিটির বিধি অগ্রাহ্য করে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি তৈরি করেছিল রাজ্য। এই নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। এই বিষয়টির আগে নিষ্পত্তি হওয়া জরুরি বলে মনে করছে আদালত।

> নির্বাচন ও র‍্যাগিং নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট সার্কুলার রয়েছে। কিন্তু রাজ্য তা কার্যকর না করে সার্কুলার জারি করে নির্বাচন বন্ধ রেখেছে। আমরা তা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। নির্বাচন করানোর দায়িত্ব বর্তায় রাজ্যের ওপর। এক্ষেত্রে তাদেরকেই সেই দায় নিতে হবে। তাদের যদি দায় না থাকে।
>
> **বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য**

উত্তর কলকাতার পদ্ম কমিটিতে অবাঙালিদের প্রাধান্য বেশি

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : বাংলা বাঙালি বিতর্কের মধ্যে বিজেপিতে অবাঙালির সংখ্যা বাড়ছে। অন্তত উত্তর কলকাতা বিজেপি জেলা কমিটি তার প্রমাণ। মঙ্গলবার উত্তর কলকাতার বিজেপি জেলা কমিটি ঘোষণা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ৯১ সদস্যের কার্যকরী সমিতির মধ্যে ৬৮ জনই হচ্ছেন অবাঙালি। পদাধিকারী ২৬ জনের মধ্যে ১৬ জন অবাঙালি। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় উত্তর কলকাতার মতো বনেদি বাঙালি এলাকায় বিজেপির জেলা কমিটিতে অবাঙালি সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে পদ্ম শিবিরে।

সোমবার কলকাতা দক্ষিণের জেলা কমিটি ঘোষণা করেছিল বিজেপি। এদিন উত্তর কলকাতার জেলা কমিটিও ঘোষণা হয়েছে। সেই ঘোষণা পরে বিজেপির বিরুদ্ধে 'বিজেপি অবাঙালিদের পার্টি' এই প্রচার আবার জোরদার হচ্ছে। ইতিমধ্যেই উত্তর কলকাতার বিজেপি ঘোষিত কমিটিতে অবাঙালি সদস্যদের চিহ্নিত করে উত্তর কলকাতা তৃণমূল বিষয়টিকে প্রচারে এনেছে। বিজেপিকে বরাবরই বাংলা ও বাঙালি বলে সমালোচনা শুনতে হয়। সাম্প্রতিক বাংলা বাঙালি কাণ্ডের জেরে বিজেপির বিরুদ্ধে সেই আক্রমণকে আরও ধারালো করেছে তৃণমূল। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার উত্তর কলকাতা বিজেপির জেলা কমিটি ঘোষণা হয়। উত্তর কলকাতায় বিজেপির সাংগঠনিক জেলা জনবিন্যাস অনুযায়ী ৬০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৮টি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা বলে চিহ্নিত। অথচ এদিন কমিটি ঘোষণার পরে সেখানে অবাঙালিদেরই জয়জয়কার। এই ঘটনায় দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে, এর ফলে উত্তর কলকাতা বিজেপিকে অবাঙালিদের পার্টি, বড়বাজারের পার্টি বলে করা দাবিকেই কি মান্যতা দেওয়া হল না। যদিও রাজ্য বিজেপির তরফে এই অভিযোগ খারিজ করে বলা হয়েছে বাঙালি-অবাঙালি এই বিভাজন বিজেপি করে না। এটা তৃণমূলের চক্রান্ত।

পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার। ছবি-পিটিআই।

কমিশনকে 'ললিপপ' তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

'দু-কান কাটা' বলে কটাক্ষ মোদিকে

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : 'দয়া করে বিজেপির ললিপপ হবেন না', জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিকরণে কারচুপির অভিযোগ ওঠায় ৪ জন রাজ্য সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়েছিল রাজ্যের। সেই আবহে এই প্রথম মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে পাশে নিয়ে মঙ্গলবার বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ খুললেন মমতা। পন্থের দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর প্রশাসনিকস্তরে কমিশনের নির্দেশকে মান্যতা দিলেও রাজনৈতিকস্তরে আক্রমণ জারি রাখতে ভুললেন না তৃণমূল সুপ্রিমো। বললেন, 'দেশের মানুষ আপনাকে ক্ষমা করবে না।'

বাংলার মানুষকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গ তুলে ভারতবর্ষকে ভাগ করার পিছনে বিজেপিকেই পালটা দায়ী করে এদিন কিছুটা পালের হাওয়া ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন তিনি। বললেন, 'বাংলাদেশের অস্তিত্ব আমরা তৈরি করিনি। সেটা আপনার পূর্বপুরুষরাই তৈরি করেছেন। ভাষা যদি একই হয় আমরা কী করতে পারি? আপনারা জানতেন, বাংলাকে দমন করা যাবে না। তাই বাংলা আর পঞ্জাবকে ভাগ করে দিয়েছিলেন।' এনআরসি ইস্যু নিয়ে বিজেপিকে ফের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পাশাপাশি এদিন প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এল 'চোর বিতর্ক'।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বঙ্গ সফরে এসে যে চুরির দায় চাপিয়েছিলেন সবুজ শিবিরের ওপর, তার উত্তরে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে এদিন 'চোর' বলে আক্রমণ করলেন মমতা। মোদিকে 'দু-কান কাটা' আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রশ্ন, 'আমি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে এটা প্রত্যাশা করিনি। তাঁর চেয়ারকে আমি সম্মান করি। তাঁরও উচিত আমাদের চেয়ারগুলিকে সম্মান করা।' মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও বিহার সবচেয়ে বড় চোর। আগে তাদের দিকে নজর দেওয়া হোক।

তাঁর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে পালটা সরব হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যদি বাঙালিকে অপমান করে থাকেন, বাঙালিই তাঁকে জবাব দেবেন। কিন্তু বাঙালিরাই তো প্রশ্ন তুলছেন, তৃণমূল সরকার কেন আছে?'

এদিন প্রধানমন্ত্রীকে ফের ভোটপাখি বলে দাগিয়ে দিয়ে মমতা মনে করিয়ে দিলেন, দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যে তদন্তে এসেছিল কেন্দ্রের ১৮৬টি দল। সেখানে সব প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্যকে কীভাবে 'শূন্য' দেয় কেন্দ্র, সেই প্রশ্নও মঞ্চ থেকে তুললেন মমতা। বাংলা ও বাঙালি অস্মিতা রক্ষায় ফের পরিযায়ী হেনস্তা ইস্যুতে কেন্দ্রকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট বলেন, 'বাংলার ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কারও দয়ায় বাইরে কাজ করেন না। নিজেদের দক্ষতার জোরে কাজ পেয়েছেন।'

পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডলের মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে তিনি মনে করালেন, বাংলাতেও ভিনরাজ্যের প্রায় দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের বাস। তাঁদের নির্যাতন করে না রাজ্য। ভারতীয়দের আমেরিকা থেকে দেশে ফেরানো প্রসঙ্গকেও এদিন হাতিয়ার করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বলেন, 'গুজরাটের লোকেদের কোমরে শিকল বেঁধে তাড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প সরকার। কিন্তু বাংলার মেধাকে তাড়াতে পারেননি। বাঙালি ছাড়া হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড কিছু চলে না।'

কল্পতরু বেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এদিন ফের প্রতিটি প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন মমতা। বলতে ছাড়েননি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার তালিকাও। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মের সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে উঠে এসেছে, দেশের সবথেকে দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সুর ধরেই এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনি স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিলেন, রাজ্যের তহবিল থেকে তিনি এক নয়া পয়সাও নেন না। নিজের বই ও গান লেখা থেকে করা আয়ই তাঁর সম্বল। এরপরই কেন্দ্রকে মমতার হুঁশিয়ারি, 'আমার টাকা চাই না। আমার প্রতিভা আর আত্মসম্মান চাই। বাংলাকে অসম্মান করলে আমি কষ্ট পাই। আমায় ভয় দেখাতে পারবেন না।'

একশো দিনের কাজের টাকা থেকে শুরু করে গ্রামীণ সড়ক যোজনা, জল স্বপ্ন প্রকল্প, আবাস যোজনা সহ একাধিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ফিরিস্তি তুলে ধরে এদিন ডিভিসিকেও এক হাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা শাসকদের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির তালিকা তৈরি করে মুখ্যসচিবের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন তিনি। মঞ্চ থেকেই দিলেন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পৃথক কর্মসূচির আশ্বাস। শস্য উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে বর্ধমানকে মমতা মনে করিয়ে দিলেন, দেশের মধ্যে ধান উৎপাদনে সর্বসেরা পশ্চিমবঙ্গ।

বাঙালি রক্ষার দাবি তুলে এদিন কেন্দ্রকে স্পষ্ট করে মমতা বুঝিয়ে দিলেন, বাংলায় কথা বলাটা কোনও অপরাধ নয়। একইসঙ্গে বিজেপির নতুন হাতিয়ার 'জয় মা দুর্গা' স্লোগানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, 'নিজেরা মনগড়া হিন্দু ধর্ম তৈরি করে তা মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। আপনাদের মাথা কি পুরোপুরি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে?'

টেট-প্রতিবাদ

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের মাঝপথে আচমকা প্ল্যাকার্ড হাতে তুলে প্রতিবাদ শুরু করেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'দিদি, প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয়ে কিছু বলুন!' সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ বিক্ষোভের সামনে ভিড় জমালে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই শাসন করলেন। বললেন, 'মিটিংটা করতে দেবেন তো প্লিজ! ছবি তো পরেও তুলতে পারবেন।' অবশ্য আলাদা করে চাকরিপ্রার্থীদের উদ্দেশে প্রতিক্রিয়া মেলেনি মমতার তরফে। আন্দোলনকারীদের দাবি, বারবার অনুরোধের পরও মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ না করায় এই কৌশল অবলম্বন করতে হল। এদিন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সামনে একইভাবে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ২০১৪ ও ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরা।

'আর্ট অফ লিভিং'য়ে আশ্রয় দিলীপের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : বঙ্গ বিজেপিতে দীর্ঘদিন ব্রাত্য দলের প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষ। দলে তাঁর উপযুক্ত পুনর্বাসন হবে এমন আশাতেই এতদিন ছিলেন তিনি। কিন্তু সম্প্রতি দমদমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভায় ডাক না পাওয়ায় তাঁর হতাশা বেড়েছে। তাই মনের শান্তির খোঁজে রবিশংকরের 'আর্ট অফ লিভিং'-এর মধ্যেই রয়েছেন বঙ্গ-বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। গত শুক্রবার দমদমে প্রধানমন্ত্রীর সভার দিনই কলকাতা ছেড়ে বেঙ্গালুরুতে চলে যান শ্রীশ্রী রবিশংকরের আর্ট অফ লিভিং সেন্টারে। সেখানে রবিশংকরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়ে তাঁর সেন্টারটি ঘুরেফিরে দেখেন। পরের দিনই ফিরে আসেন কলকাতায়।

রবিশংকর তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন, 'আপনি আপনার মতো করে যেমন কাজ করে যাচ্ছেন তেমনই চালিয়ে যান।' সেভাবে পথ চলাই মনস্থ করেছেন দিলীপ। মঙ্গলবার সেকথাই জানিয়েছেন তিনি। দলের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরের দিনই বর্ধমান যান দিলীপ। সেখান থেকে মেদিনীপুর যাবেন। বুধবার সেখানে গণেশ চতুর্থীর পুজো উদ্বোধন করার কথা তাঁর। তারপরই ফিরবেন কলকাতায়।

দিলীপ জানালেন, তাঁর ধারণা পুজোর আগে কিছু হবে না। পুজোর পর হয়তো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি নিয়ে বঙ্গ বিজেপি ভোটের লড়াইয়ে নামবে। তাহলে কী করবেন? এই প্রশ্নে দিলীপের উত্তর, 'আমি শুধু দেখছি। এই দেখে যাওয়াটাই আমার অপেক্ষা বলতে পারেন। তবে শ্রীশ্রী রবিশংকরের পরামর্শ মতো আমি কাজ করে যাচ্ছি আমার মতো করে। রাজ্যে দলের কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে না। আমিও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করি না। নিজের মতো করে কাজ করছি। স্থানীয়ভাবে জেলা থেকে দলের নেতা-কর্মীদের ডাক পেলে দলীয় অনুষ্ঠানে যাচ্ছি।'

দিলীপ বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে উৎসাহী রবিশংকরজি। এরাজ্যে খোঁজখবর নিয়েছেন আমার কাছ থেকে।'

ভালো রেখো... মাদার টেরেজার ১১৫তম জন্মদিনে কলকাতার মিশনারিজ অফ চ্যারিটিতে। ছবি-পিটিআই।

'বিজেপিকে জেতান, এজেন্সি লাগবে না'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : রাজ্যে দুর্নীতিমুক্ত সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণে রাজ্যের বিজেপি নেতাদের বিশ্বাস করার দরকার নেই। আস্থা রাখুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপরেই। শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে ইডির হাতে গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুর্নীতিবাজদের পাকড়াও করে জেলে ভরতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকেও দরকার নেই বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু।

২০১৪ থেকে রাজ্যের সারদা, নারদ থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, র‍্যাশন দুর্নীতিতে শাসকদলকে নিশানা করেছে বিজেপি। কি লোকসভা কি বিধানসভা, ভোটের ডঙ্কা বাজলেই রাজ্যে সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সক্রিয়তা বেড়েছে। কিন্তু দু-চারজন নেতাকে গ্রেপ্তারি ছাড়া কাজের কাজ কিছু হয়নি। গোটা বিষয়টিকে মোদি-দিদি সেটিং বলেও কটাক্ষ করেছে বাম, কংগ্রেস। অস্বস্তি এড়াতে প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিজেপিও। শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার ইডি গ্রেপ্তারি নিয়ে তাই শুভেন্দুর মন্তব্য, কান টানলে মাথা আসবে। আমরা সেই মাথা চাই।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'কোনও সেন্ট্রাল এজেন্সির দরকার নেই বিজেপিকে আনুন। এই পুলিশের মধ্যেই অনেক দক্ষ, সৎ অফিসার

শুভেন্দুর বার্তা

আছেন। তাঁদের দিয়েই ওদের বরবাদ করে দেব।' সম্প্রতি দমদমের সভায় সংবিধান সংশোধনী বিলে তৃণমূলের বিরোধিতার সমালোচনা করে রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডকে ফের সামনে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। তারপরেই তৃণমূলের সরকারি পেজে এদিন লেখা হয়েছে, '২৬-এর ভোটে নারদ কাণ্ডে অভিযুক্ত শুভেন্দু অধিকারীকেই '২৬-এর ভোটে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারে প্রধান মুখ করেছেন মোদি। এই আবহে এদিন রাজ্যের বেকার কর্মপ্রার্থীদের আহ্বান জানিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, রাজ্যে বিজেপির সরকার হলে, শুধু নিয়মমাফিক নিয়োগ হবে তাই নয়, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের বেআইনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করে তা ক্ষতিগ্রস্তদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই বিষয়ে বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুভেন্দু মনে করিয়ে দিয়েছেন, দেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেখানে যেই মুখ্যমন্ত্রী থাকুন না কেন, সব সরকারই পরিচালিত হয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। তাই বঙ্গে বিজেপির সরকার হলে সেই সরকার যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করবে সেজন্য বিজেপির রাজ্য নেতাদের ওপর নির্ভর করার দরকার নেই। শুভেন্দুর কথায়, 'আমাদের কাউকে বিশ্বাস করার দরকার নেই নরেন্দ্র মোদিকে বিশ্বাস করুন। তিনি সরকারকে দিয়ে করিয়ে নেবেন।'

বিজেপিতে যোগ দেওয়া মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারীদের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি নিয়ে দলে ও জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই কারণেই কি প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশ্বাসে মোদির শরণ নিচ্ছে বিজেপি?

অসমে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : অসমে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের শ্রমিক সোমনাথ জানা অসমে কর্মসূত্রে ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না পরিবার। অসমের অফিসে ফোন করে তাঁরা জানতে পেরেছেন, বাস দুর্ঘটনায় ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তবে, দুর্ঘটনায় মৃত্যুর বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না পরিবার। এই পরিস্থিতিতে পদক্ষেপ করেছে রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ।

কাকদ্বীপ থানার বামানগরের পার্বতীপুর এলাকার বাসিন্দা সোমনাথ। অসমের একটি বেসরকারি কোম্পানিতে সোলার প্যানেলের কাজ করতেন। ১৬ অগাস্ট বাড়িতে এসেছিলেন। এরপর গত মঙ্গলবার কাজেও ফিরে যান তিনি। বৃহস্পতিবার থেকে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কাজে ফেরার পর তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যায়নি। তারই মধ্যে দুর্ঘটনার খবর পেয়েছেন তাঁরা। তাঁরা রাজ্য সরকারের সহায়তার আর্জি জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা সামিরুল ইসলাম জানান, এই বিষয়ে তাঁরা বিস্তারিত খোঁজ নিচ্ছেন। ঘটনার প্রকৃত কারণ তাঁরা জানবেন। ওই পরিবারকে তদন্ত সহ সমস্তরকম প্রয়োজনীয় সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছে পর্ষদ।

নবম শ্রেণির জন্য সাইকেল

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : নবান্নের তৎপরতা শুরুর পরই সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেল বিলির কাজ শুরুর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের সভা থেকে এই কথা জানানোর পাশাপাশি সমাজমাধ্যমেও পোস্ট করলেন তিনি।

তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমাদের এই যুগান্তকারী প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে পরিবেশবান্ধব। সবুজসাথী আমাদের বিশ্বজয়ী প্রকল্প। এর আওতায় বিনামূল্যে সাইকেল পেয়ে আমার ছাত্রছাত্রীদের খুব উপকার হয়েছে। স্কুলে যাওয়ার পথে গাড়িঘোড়ার বাধা তাদের আর ভোগ করতে হয় না। আমাদের সরকারের সময়কালে শিক্ষার সর্বস্তরে যে ড্রপআউট উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, তার পিছনে এই প্রকল্পের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এই পর্যায়ে চলতি বছরে সরকারি স্কুলে নবম শ্রেণিতে পাঠরত ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হবে।

জিএসটি বাড়লে ধাক্কা খেতে পারে বিড়িশিল্প

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : রাস্তাঘাটে, সিনেমার শুরুতে এমনকি প্যাকেটের মধ্যেও যতই লেখা থাকুক 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর', তারপরেও বিড়ির নেশায় মজে থাকা মানুষের সংখ্যা কম নয়। একটি বড়সড়ো ইন্ডাস্ট্রি, কয়েক লক্ষ মানুষের রুটিরুজি নির্ভর করে এই বিড়ির ওপর। অথচ সেই বিড়ির ওপর একধাক্কায় ১২ শতাংশ জিএসটি বাড়তে চলেছে। এতদিন বিড়ির ওপর ২৮ শতাংশ হারে জিএসটি নেওয়া হত। নতুন হারে জিএসটি বাড়লে বিড়ির ওপর জিএসটির পরিমাণ দাঁড়াবে ৪০ শতাংশ। ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক হতে চলেছে। বিড়ি কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের ধারণা, ওই বৈঠকে জিএসটি বাড়ানোর প্রস্তাব চূড়ান্ত হবে।

বিড়ি ব্যবসায়ীদের ধারণা, এর ফলে উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর ও মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ সহ কয়েকটি জেলার ২০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক তীব্র দুর্দশার মধ্যে পড়বেন। ইতিমধ্যেই বিড়ি শিল্পের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই সম্পর্কে দরবার করা হয়েছে। রাজ্যের তরফে সাধারণত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকেন। বিড়ি ব্যবসায়ী সমিতির তরফে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে জিএসটি কাউন্সিলে প্রতিবাদ জানানোর অনুরোধ করা হবে বলে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে জানানো হয়েছে।

এরাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদা ও দুই দিনাজপুরের ১৮ লক্ষ মানুষ বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমাতেই বিড়ি শিল্পের বেশি রমরমা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতেও ছোটখাটো বিড়ি শিল্প ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে সব মিলিয়ে আরও ২ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক কাজ করেন। সাধারণত এই শিল্পে বিড়ি বাঁধার কাজে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাই ৮০ শতাংশ।

সংসারের কাজ সামলানোর পাশাপাশি বাড়ির মহিলারা বিড়ি বেঁধে সংসারের আর্থিক হাল সামাল দেন। প্রস্তাবিত হারে জিএসটি বাড়লে এই শিল্প অনেকটাই ধাক্কা খাবে বলে মনে করছেন বিড়ি শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা। চড়া দামে বিড়ি না কিনে অনেকেই সেক্ষেত্রে সিগারেটের দিকে ঝুঁকতে পারেন বলে তাঁদের আশঙ্কা। সেক্ষেত্রে বাংলার এই কুটিরশিল্প একেবারেই ধ্বংসের মুখে চলে যাবে বলে তাঁদের আশঙ্কা।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার জৈন বলেন, 'মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমা বিশেষ করে ওরাঙ্গাবাদ পুরোপুরি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিড়ি শিল্পের ওপর। এছাড়া গোটা জঙ্গিপুর মহকুমায় জীবিকা নির্বাহ করার মতো আর কোনও শিল্প নেই। তাই আমরা বুধবারই ওরাঙ্গাবাদে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠক ডেকেছি। সেখানে জিএসটি বৃদ্ধির ফলে বিড়ি শিল্পে কী ভয়ংকর সংকট আসতে পারে সে সম্পর্কে বিশদে তুলে ধরব। রাজ্যের অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গেও আমরা দেখা করার চেষ্টা করছি। তাঁকে অনুরোধ করব, জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে যেন তিনি বিড়ি শিল্পে চড়া হাতে জিএসটি বাড়ানোর প্রতিবাদ করেন।'

সংকটে ২০ লক্ষ শ্রমিক

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০০ সংখ্যা, বুধবার, ১০ ভাদ্র ১৪৩২

কেন্দ্রের অস্বস্তি স্পষ্ট

উপড়ে গেলেও ধনকর কাঁটা বড্ড খচখচ করছে। উপড়ে গিয়েছে না উপড়ে ফেলা হয়েছে- তা নিয়ে অবশ্য ধন্দ রয়েই গিয়েছে। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে জগদীপ ধনকরের নীরবতাও বিড়ম্বনার কারণ। নচেৎ কি আর খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও কিছু জোর করে লম্বা না করার পরামর্শ দেন! পরামর্শটি তিনি দিয়েছেন একটি সংবাদ সংস্থাকে। সংস্থাটির দোষ, পদত্যাগী উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে বড় বেশি প্রশ্ন করে ফেলেছিল।

পদত্যাগের পর থেকে কার্যত বেহদিস জগদীপ ধনকর। যিনি সংবাদ শিরোনামে থাকতে ভালোবাসেন, তাঁর হঠাৎ কোনও খোঁজ নেই। আচমকা মৌনীবাবা হয়ে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল থাকাকালীন প্রায় রোজ বিবৃতি বা সাংবাদিক বৈঠক করতে অভ্যস্ত ধনকর। শুধু এই হিরণ্ময় নীরবতা নয়, উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করা ইস্তক তিনি কোথায় আছেন, তা সংবাদমাধ্যম অন্তত জানে না। কানাঘুষোয় নানা খবর ভাসলেও তথ্যগত সত্যতা কিছু নেই।

গুঞ্জন ছড়িয়েছে, তিনি গৃহবন্দি হয়ে আছেন। জল্পনাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবদিহি করার দায় আছে বৈকি! কেননা, প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতির মর্যাদার কেউ গৃহবন্দি থাকলে, তা সরকারের নির্দেশ ছাড়া সম্ভব নয়। রটনাটি মিথ্যা হলে সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি বলে দেওয়া উচিত, তিনি নির্বিবাদে অমুক জায়গায় আছেন। কার্যকালের মেয়াদ ফুরোলেও রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতিদের দেখভালের দায়িত্ব তো রাষ্ট্রেরই।

কিন্তু সরাসরি ধনকরের সুলুকসন্ধান দেওয়ার পথে হাঁটছে না কেন্দ্রীয় সরকার। উলটে এ নিয়ে গবেষণা বন্ধ করার জন্য সেই সংবাদ সংস্থাকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র পরামর্শ ধন্দ বাড়িয়ে দিচ্ছে। একজন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি কেমন আছেন, কীভাবে আছেন- তা জানার অধিকার দেশবাসীর আছে বৈকি। তা জানানোর বদলে বিষয়টি টানাটানিটা বড্ড বাড়াবাড়ি বলে শা'র মন্তব্য ধনকরের অবস্থান সম্পর্কে কৌতূহল বাড়িয়ে দিচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি জনসাধারণেরও।

সেই কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা না করে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যে রহস্য বাড়ছে। গৃহবন্দিত্বের জল্পনায় সরাসরি জল ঢালার বদলে বিষয়টিকে সংবাদমাধ্যমের ব্যাখ্যা ও বিরোধীদের মিথ্যা প্রচার বলে যুক্তি আসলে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা বলেই আপাতভাবে মনে হচ্ছে। ধনকরের পদত্যাগপত্রে স্বাস্থ্যের কারণ উল্লেখটাকেই সরকারের সাফাই হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বরং ওই ইস্তফাপত্রে প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রের অন্য মন্ত্রীদের উদ্দেশে ধনকরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে ঢাল করে তিনি বোঝাতে মরিয়া যে, সবকিছু ঠিক আছে।

কেন্দ্র যে ধনকরকে নিয়ে চর্চাকে ধামাচাপা দিতে কতটা ব্যস্ত, তা গোপন থাকছে না অমিত শা'র কথায়। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে আলোচনার বদলে তিনি সংবাদ সংস্থাকে পরামর্শ দিচ্ছেন ইতিবাচক খবরে নজর দিতে। একথাও জানাতে ভুলছেন না যে, দেশে ইতিবাচক খবরের কমতি নেই। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে খবরকে তিনি কার্যত অপ্রয়োজনীয় বলতে চাইছেন। অর্থাৎ ধনকরের খোঁজ জানতে চাওয়াকে তিনি নেতিবাচক খবর বলে মনে করছেন।

ঝুলি থেকে কালো বিড়ালটা এভাবেই বেরিয়ে পড়ছে। ধনকর কেমন আছেন, কোথায় আছেন- এটুকু মাত্র জানানোর বদলে সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বারবার উষ্মা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় সন্দেহ বাড়ছে। এটা ধরে নেওয়া আর অমূলক হচ্ছে না যে, পদত্যাগপত্রের উল্লিখিত তথ্যের বাইরে ইস্তফা নিয়ে ধনকরের আর কোনও বক্তব্য সরকারের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

রাজ্যসভায় ধনকরের কার্যকালের শেষ দিনের ঘটনাবলিতে সেই অস্বস্তির কারণ লুকিয়ে বলে সেদিন থেকে সংসদের অলিন্দে কম আলোচনা হয়নি। কিন্তু সরকারের রহস্যজনক নীরবতা বা ভাসাভাসা মন্তব্যে যত দিন যাচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে, অস্বস্তির যথেষ্ট কারণ আছে বলেই বিষয়টি নিয়ে আর কোনওরকম আলোচনা কেন্দ্রের নাপসন্দ। শুধু প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বলে নয়, দেশের একজন নাগরিক হিসাবে ধনকরের অবস্থান জানানোর দায়িত্বও কেন্দ্র অস্বীকার করছে।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও, হেয়কে পুজো কর, তোমার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই থাকিবে না। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

আলোচিত

এক জ্যোতির্ময় বাঙালি চৈতন্যদেব। তিনি গোটা ভারতবর্ষকে দেখিয়েছেন জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে কীভাবে গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। শ্রীচৈতন্যের উত্তরাধিকার এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। চৈতন্যের উত্তরাধিকারী বাঙালির উত্তরাধিকারীও বটে।

- ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

বুধবার গণেশ চতুর্থী। তার ঠিক আগে গণেশমূর্তির কোলে একটি বিড়ালের ঘুমোনোর ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলল। বিড়াল আর ইঁদুরে বন্ধুত্ব নেই। সেই ইঁদুরের প্রভু গণেশের কোলে শুয়ে বিড়ালের ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াতেই ভাইরাল।

আজ

১৯০৮

কিংবদন্তি ক্রিকেটার ডন ব্র্যাডম্যানের জন্ম আজকের দিনে।

২০১৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা নিমু ভৌমিক।

সোজা-সাপটা

কী ব্যাপার? আপনি মরলেনই বা কেন? বাঁচলেনই বা কীভাবে? ফকির বললেন, 'আমি তো মরিনি। কুড়ি মিনিটের জন্য আমি নিজেকে এই জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। তোমরা আমার দেহটাকে নিয়ে কী করলে তাতে আমার বয়েই গেল।'

জাদুকর হ্যারি হুডিনি ও এক ভারতীয় যোগীর কীর্তি

পি সি সরকার

এত জিনিস থাকতে বাক্সবন্দি হয়ে সাগরে ঝাঁপ দেওয়ার ব্যাপারটা মাথায় এল কেন, তা বলা দরকার। প্রথম কথা, একটা এমন কিছু করার কথা ভাবছিলাম যা আমার বাবা তো বটেই ভূভারতে কেউ কখনোই করতে পারেননি। বা করলেও তার চেয়ে আমায় ভালোভাবে করতে হবে। বিখ্যাত আমেরিকান জাদুকর হ্যারি হুডিনি এটা নাকি একবার করেছিলেন। এবং এই জাতীয় খেলার জন্যই তিনি জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু হুডিনিকে হুডিনি করেছিল বাক্সবন্দি হয়ে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া। সেটা ১৯১৪ সালের কথা। জাদুকর হুডিনির চরিত্র সবসময়েই আমার গোলমেলে বলে ঠেকে। তিনি বহু জায়গায় মুখ ফসকে বলেছেন যে, অনেক খেলা তিনি ভারতীয় ফকিরদের কাছ থেকে শিখেছেন— কিন্তু তার পরের নিঃশ্বাসেই ভারতীয় ফকিরদের নিন্দে করে বলতেন— ওরা মোটেই আমায় শেখায়নি। ওরা সবাই এলেবেলে। শুধু ভারতীয় জাদুকর নন, তার সতীর্থ সবাইকেই তিনি নিন্দে করতেন। তবে হ্যাঁ, ওই নিন্দেগুলো সত্যি সত্যিই তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়েছিল কি না, নাকি পরবর্তীকালে তাঁর জীবনীকাররা কায়দা করে তার মুখে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ হুডিনি জীবদ্দশায় ভালো প্রচার নাকি পাননি। সবচেয়ে ভালোবাসতেন তিনি আত্মপ্রচার। সেজন্য, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী একজন প্রচার বিশারদকে নিযুক্ত করেন— হুডিনির নামে গল্প বানিয়ে প্রচার করতে। তাতে নাকি তাঁর স্বামীর আত্মা শান্তি পাবে। সেই প্রচার বিশারদ সত্যি-মিথ্যের ফুলঝুরি বানিয়ে ঠেসে প্রচার শুরু করেন। সুতরাং কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।

যাই হোক, এখন অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে স্বাদ বুঝতে হবে। হুডিনি আত্মজীবনী লেখেননি, অন্যেরা পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করেছেন। তার থেকেই দেখা যায়, তারপর বিভিন্ন সময়ে ভদ্রলোক ভারতীয় জাদুকরদের সম্পর্কে নানারকম কটূক্তি করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, ওঁরা কোনও জাদুকরই নয়। এমনকি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য এক ফকিরকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন। ফকিরকে বলা হয়েছিল জলের মধ্যে পাঁচ মিনিট ডুবে থাকতে। উনি বলেছিলেন, পাঁচ মিনিট কেন আমি কুড়ি মিনিট ডুবে থাকতে পারব। ওঁরা ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারেননি। যাইহোক, নির্দিষ্ট দিনে ফকির তো জলের মধ্যে ডুব দিলেন। মিনিট চারেক হওয়ার পর থেকে ওঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'তোল, ওকে তোল, এবার তো মরে যাবে।' পাঁচ মিনিটের মাথায় যখন তোলা হল, তখন দেখা গেল সত্যিই মারা গেছে ফকির। লোকজন, ছুটোছুটি, ডাক্তার-বদ্যির তৎপরতা, এরকম করতে করতে যখন কুড়ি মিনিট অতিক্রান্ত তখন দেখা গেল ফকির আবার বেঁচে উঠলেন। কী ব্যাপার? আপনি মরলেনই বা কেন? বাঁচলেনই বা কীভাবে? ফকির বলেন, 'আমি তো মরিনি। কুড়ি মিনিটের জন্য আমি নিজেকে এই জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। তোমরা আমার দেহটাকে নিয়ে কী করলে তাতে আমার বয়েই গেল।'

ভারতীয় যোগ এবং প্রাণায়ামের বিরুদ্ধচারী এবং তার অনুগামীরা তখন চুপ। যোগাভ্যাসের এই হঠযোগীকে হ্যাটা দিতে হুডিনি দাবি করেন, তিনিও জলের তলায় বাক্সের ভেতর কুড়ি মিনিট কেন, তার চেয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন। শুধু তাই নয়, ওই ভারতীয় যোগীর মতো আধমরা শক্ত নয়, তরতাজা হয়ে থাকবেন এবং প্রয়োজনে টেলিফোনে কথাও বলবেন।

ঘোষণামতো একদিন করে দেখালেন। ভেঙে দিলেন ভারতী যোগীর রেকর্ড। রেকর্ড ভাঙার সমান্তরালভাবে একজন রিপোর্টার নাকি টেলিফোনের তার, সঙ্গে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের পাইপও আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ হুডিনির এই রেকর্ড ভাঙায় কোনও কৃতিত্ব নেই। কিন্তু সেই সাংবাদিকের প্রতিবেদন আর বড় আকারে প্রকাশ হতে পারেনি। ভারতীয় যোগীর হয়ে কথা বলার লোকও কেউ ছিলেন না। ফলে পুরো ঘটনাটা মানুষকে অন্যমনস্ক করিয়ে দেওয়ার ধুলো দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের ওরা খুব ওস্তাদ। হুডিনি যত বড়ই কল্পলোকের নায়ক হোন না কেন, মানুষ হিসাবে তিনি বরাবরই একটু কেমন যেন প্রকৃতির। ওঁর সবকিছুই গণ্ডগোলে ভরা, ওঁর নামও অন্য লোকের অনুকরণে নেওয়া। হুডিনির আসল নাম এরিক ওয়েস। আসল জন্মতারিখ নিয়েও বিতর্ক আছে। একদলের মতে, ওঁর জন্ম হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ১৮৭৪ সালের ২৪ মার্চ। আরেক দলের মতে, ওই বছরেরই ৬ এপ্রিল উইসকনসিনের অ্যাপলটন শহরে। ডক্টর মেয়ারা স্যামুয়েল ওয়েস নামক জনৈক ইহুদি ধর্মযাজক হুডিনির বিধবা মাকে বিয়ে করেন। সেই সুবাদেই এরিকের পদবি হয়ে দাঁড়ায় ওয়েস। এরিকের বাবা কিন্তু ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ছোটবেলা বেশ দারিদ্র্যের মধ্যেই কাটে এরিকের। একটা তালা কোম্পানিতে কাজ করেন তিনি বেশ কিছুকাল। এবং তালা-চাবি খোলা ও লাগানোর কৌশলটা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেন। তখন মার্কিন মুলুকে চাবি ছাড়াই তালা খোলবার বিশেষজ্ঞ বেশ কিছু লোক ওই তালা খোলার খেলা দেখিয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এরিক ঠিক করে ওসব কৌশল শিখে উপার্জন করবে। আইডিয়াটা আসে এই তালার কারখানায় কাজ করতে করতেই। ইতিমধ্যে ডঃ ওয়েস নিউ ইয়র্কে চলে যান। এবং সেখানেই বসবাস করা শুরু করেন। এরিক ততদিনে একটা সার্কাস কোম্পানিতে কাজ পেয়েছে। সেখানেও মন টেকে না তার। এরিকের ছোটভাই কোথা থেকে দু'-একটা ম্যাজিকের কৌশল শিখেছে। এরিক তা দেখে মজা পায়। দুই ভাই মিলে ম্যাজিকের রেওয়াজ শুরু করে। একটু রপ্ত হতেই তালা খোলার চমক আর হাতসাফাইয়ের জাদু মিশিয়ে 'হুডিনি ব্রাদার্স' নামে একটা ম্যাজিক কোম্পানি খুলে ফেললেন।

হঠাৎ এরিক থেকে হুডিনি কেন? যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময় পৃথিবীর সেরা জাদুকরের অন্যতম ছিলেন ফ্রান্সের রবেয়াঁ উদ্দ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন সবে বিদ্যুৎ জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তখনই বিদ্যুতের সাহায্যে তিনি নানারকম ম্যাজিক দেখিয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন। একটি ঘটনার কথা তো এখনও লোকের মুখে মুখে ফেলে। ফ্রান্সের অধীনে এক পরাধীন দেশ, সেখানকার এক নেতা জনগণকে এককাট্টা করেছিলেন দেশকে স্বাধীন করতে। সেই নেতার নাকি ঐশ্বরিক শক্তি আছে এবং লোকেরা তাঁর কথা শুনে ফরাসি গভর্নমেন্টকে বেশ বিব্রত করে তুলছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে ফরাসি সরকার রবেয়াঁ উদ্দ্যর শরণাপন্ন হন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, ওঁর সঙ্গে একটা লড়াই লড়া যাক। নির্দিষ্ট দিনে লোকে লোকারণ্য। নেতার প্রতিনিধিকে বলা হল, একটা বাক্স তুলতে। সে বলল, এটা এমন আর কী কাজ! তুলে দেখিয়ে দিল। হইহই করে উঠল তার সমর্থকরা। উদ্দ্য এবার বললেন, 'দেখুন ওঁর ক্ষমতাবলে উনি বাক্সটা অনায়াসে তুলে ফেললেন। এবার আমি আমার ঈশ্বরকে বলছি, ওর সব ক্ষমতা কেড়ে নাও যাতে ও আর বাক্সটা তুলতে না পারে।' পালোয়ান হেসে বাক্স তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। এবার আর পারল না অনেক চেষ্টা করেও না। তার সমর্থকরা হতবাক কিন্তু মজার আরও বাকি। এবার উদ্দ্য বললেন, দেখুন বাক্সটা ও তুলতে গেলে চিৎকার করে পালাবে। এতে অহংবোধে আঘাত লাগল সেই প্রতিনিধির। যেই না হাত দেওয়া, বাবা গো মা গো বলে ছিটকে পালিয়ে গেল। না, এর পিছনে কোনও অলৌকিক ব্যাপার ছিল না। এটা ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট অর্থাৎ চুম্বকের কাজ। বাক্সটা ছিল লোহার, দ্বিতীয়বার যখন পালোয়ান প্রতিনির্ধি বাক্স তুলতে গেল, তখন স্টেজের তলায় রাখা বিদ্যুৎ চুম্বক কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। আর তৃতীয়বার বৈদ্যুতিক সুইচ অন করে দেওয়ায় 'শক' খেয়েছে। এই ঘটনাটা উদ্দ্যকে বিখ্যাত করে তোলে। দেশের সাম্রাজ্য-সীমানা রক্ষা করে আন্দোলন দমন করেছেন বলে কথা! ১৮৭১-এর ১৩ জুন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মারা যান উদ্দ্য। এদিকে, ওয়েস যখন পাকাপাকিভাবে জাদুকর হলেন তখন তিনি ছদ্মনাম নিলেন হুডিনি। ফরাসি উদ্দ্যর ইংরেজি বানান Houdin-এর সঙ্গে একটা 'আই' যোগ করে নিলেন ওয়েস। ফরাসিতে কোনও নামের পিছনে যোগ করার মানে দাঁড়ায়, 'ওর মতো'। এক্ষেত্রে হল উদ্দ্যর মতো। উচ্চারণটা তাতে হল হুডিনি। 'হুডিনি ব্রাদার্স'-এ এরিকের সঙ্গে তাঁর ভাই থিও থাকলেও বিয়াট্রিসকে বিয়ে করার পর এরিক তাঁর দলের নাম পালটে দেন। দলের নাম হয় 'হ্যারি অ্যান্ড বেসি হুডিনি।' এই হ্যারি নামটাও নেওয়া আরেক বিখ্যাত জাদুকর হ্যারি কেলারের কাছ থেকে। কেলারের হ্যারি আর উদ্দ্যর হুডিন থেকে জন্ম নিলেন হ্যারি হুডিনি।

কিন্তু পরবর্তীকালে হুডিনি অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত নজির রাখেন। যে উদ্দ্যর নাম ভাঙিয়ে তিনি বিখ্যাত, সেই উদ্দ্যর সম্পর্কে একখানা কুৎসা লিখে বই বের করেন। নাম দেন, 'আনমাস্কিং অফ রবার্ট হুডিন'।

এই হচ্ছে হুডিনি। ১৯২৬ সালের ৩১ অক্টোবর তিনি হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যু নিয়েও দু'রকম তত্ত্ব পাওয়া যায়। সবমিলিয়ে, মানুষটি ধোঁয়াশায় মোড়া।

জনমন
জনমত

প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি নয়, প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন উঠুক

দেশের এত সমস্যা ছেড়ে, প্রধানমন্ত্রীর স্নাতক ডিগ্রির কাগজ নিয়ে টানাটানির কোনও মানে হয় না। কোর্ট তো বলেনি যে, প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রির কাগজ নেই। কোর্ট বলেছে, দিল্লি ইউনিভার্সিটি ১৯৭৮ সালের

স্নাতক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করতে বাধ্য নয়। ওই বছরের লিস্টে সফল প্রার্থীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নাম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কী হবে, সে ব্যাপারে সংবিধানে কি কিছু বলা আছে? যদি কিছু বলা না থাকে, তাহলে দেশের মানুষ ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন, সবাই মেনে নিতে বাধ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে মিম বানিয়ে, ঠাট্টা/ইয়ার্কি করে আর যাইহোক বিজেপির ভোট কমবে না।

বরং প্রশ্ন উঠুক, প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিয়ে, বিদেশি ব্যাংক থেকে কালো টাকা উদ্ধারে তাঁর ভূমিকা, ঋণখেলাপি শিল্পপতিদের দেশে ফিরিয়ে আনা নিয়ে, বেকার সমস্যা, কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে, অনুপ্রবেশ নিয়ে, বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিদের ওপরে অত্যাচার নিয়ে, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে, দলিত ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে এবং অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে।

আশিস রায়চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সার্টিফিকেট নিয়ে বিড়ম্বনা

বরেন্দ্রভূমির ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার একমাত্র ভরসা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (যদিও সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে)। কিন্তু ২০১৭ থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর বা স্নাতক হওয়া ছাত্রছাত্রীরা এখনও তাঁদের সার্টিফিকেট পাননি। ছাত্রছাত্রীরা যখনই সার্টিফিকেট নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হচ্ছেন, ঠিক তখনই কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হচ্ছে, তাঁদের সার্টিফিকেট এখনও তৈরি হয়নি। এরপর কিছু টাকার বিনিময়ে তাঁদের দেওয়া হয় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভ্যালিডিটি সম্পন্ন প্রভিশনাল সার্টিফিকেট, যার ফলস্বরূপ ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তির শেষ নেই।

এবার কথাটা হচ্ছে, দীর্ঘ ন'বছর হয়ে গেলেও ছাত্রছাত্রীদের হকের জিনিস কেন এভাবে আটকে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়? যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বুলি আওড়াতে শোনা যায়, 'সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি'। এর জন্য কারা দায়ী? কেন এই অচলাবস্থার শিকার হবেন সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা, তাঁদের অপরাধটা কী?

একই চিত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত অটোনমি প্রাপ্ত মহাবিদ্যালয়ের। ২০১৯ সালে বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার পর সার্টিফিকেট এখনও পাননি ছাত্রছাত্রীরা। শুধু তাই নয়, এখানে ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনে প্রভিশনাল সার্টিফিকেটও পান না, পান অধ্যক্ষ প্রদত্ত একখানা হলফনামা। মহাবিদ্যালয়ে যোগাযোগ করলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখিয়ে দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করলে তারা বলে মহাবিদ্যালয় থেকে তাদের কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। এই চাপানউতোরে পড়ে নাজেহাল অবস্থা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। এই কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ হোক, ছাত্রছাত্রীরা যেন তাঁদের হকের জিনিস খুব শীঘ্রই পান, সেবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শেখর দেবনাথ, কুমারগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর।

অস্তাচলে চেতেশ্বর পূজারা

একে একে ভারতীয় সিনিয়ার ক্রিকেট টিমের নামকরা রথী-মহারথীরা অবসর নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেটকে চিরবিদায় জানিয়ে দিয়েছেন রোহিত গুরুনাথ শর্মা (হিটম্যান), বিরাট কোহলি (চিকু)। এবার ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের অপূর্ণ সাধ বুকে নিয়েই সব ধরনের ক্রিকেটকে গুডবাই জানিয়ে দিলেন সাড়ে ৩৭ বছরের চেতেশ্বর অরবিন্দ পূজারা (চিন্টু)। তবুও ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীরা ডান হাতি ধৈর্যশীল ব্যাটার পূজারাকে মনে রাখবেন, কারণ যে ১৪ জন ভারতীয় ক্রিকেটার এখনও পর্যন্ত শতাধিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন পূজারাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

আশার কথা হল, ইদানীং বেশ কিছু তরুণ, উঠতি ক্রিকেটার ভারতীয় সিনিয়ার ক্রিকেট দলে সুযোগ পেয়েছেন। এইসব তরুণ ও সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার যদি আগামীদিনে ভারতকে সোনালি সাফল্যের পথে মসৃণভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলেই তো হিটম্যান, চিকু, চিন্টু প্রমুখের অভাবটা পূরণ হবে। অদূরভবিষ্যতে, আমাদের গর্বের ভারতীয় ক্রিকেটে আরও বেশি বেশি করে আন্তর্জাতিক সাফল্যের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

লেখা ভালো লেগেছে

২৩ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদের 'সাদা চোখে সাদা কথায়' কলামে গৌতম সরকারের 'কার্ড অনেক, নেই শুধু নাগরিকের রক্ষাকবচ' শীর্ষক লেখাটি পড়ে খুব ভালো লাগল। লেখাটিতে তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের বর্তমান সমস্যার কথা।

তিনি উদাহরণ টেনে বলেছেন, তাঁর কাছেও জন্ম শংসাপত্র নেই। সত্যিই তো আমাদের বাংলাতে এইরকম বহু মানুষ আছেন যাঁদের জন্ম শংসাপত্র নেই অথবা স্কুলের অ্যাডমিট কার্ডও নেই। তাঁদের কাছে ভোটার কার্ড আছে, র‍্যাশন কার্ড আছে, প্যান কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে- যেগুলোর কোনওটাকেই সরকার নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে মান্যতা দিচ্ছে না। তাহলে সেইসব মানুষ যাবেন কোথায়? বিষয়টা খুবই চিন্তার। গৌতমবাবু উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন, তার জন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদকে সত্যিই ধন্যবাদ দিতে হয়।

সঞ্জিত দত্ত
ধূপগুড়ি, রবীন্দ্রনগর।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৮

পাশাপাশি : ২। হঠাৎ ভয় পেয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়া ৫। পরিশ্রম করে পাওয়া অর্থ ৬। অখিল নিয়োগীর ছদ্মনাম ৮। গাছের সবুজ পাতা ৯। বিক্রয়ের জন্য সামগ্রী বা পসরা ১১। মনোজগতের ছবি বা ধারণা ১৩। মুসলিম কায়দায় অভিবাদন ১৪। মাথায় ঝুঁটিওয়ালা তোতাপাখি।

উপর-নীচ : ১। বেশি খেয়ে রুদ্ধশ্বাস অবস্থা ২। সোনা মাপার পুরানো একক ৩। মনসা যে মুনির মানসী কন্যা ৪। বড় আকারের সবজি ৬। অলংকারের জন্য মূল্যবান ধাতু ৭। তুচ্ছ, সামান্য বা গুরুত্বহীন ৮। এই ফলের আর এক নাম কণ্টকফল ৯। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ১০। দেশের সামরিক শক্তি ১১। ছুতোর মিস্ত্রির যন্ত্র ১২। শক্তপোক্ত নয় দুর্বল ১৩। রোগীর সেবায় নিযুক্ত মহিলা।

সমাধান ■ ৪২২৭

পাশাপাশি : ১। আধুনিক ৩। ময়লা ৫। ইকড়ি মিকড়ি ৬। ননদ ৭। বরজ ৯। দিকচক্রবাল ১২। সামন্ত ১৩। নকিঞ্চন।

উপর-নীচ : ১। আচকান ২। কনক ৩। মরমি ৪। লাকড়ি ৫। ইদ ৭। বল ৮। জনহীন ৯। দিৎসা ১০। চক্রান্ত ১১। বামুন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গান্ধি পরিবারকে ঈশ্বর মানলেন শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ২৬ অগাস্ট : কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের নিজেকে জন্মগত কংগ্রেসি বলে দাবি করে জানালেন তিনি কংগ্রেসি হিসেবে মারাও যাবেন। মঙ্গলবার শিবকুমার বলেছেন, 'গান্ধি পরিবার আমার ঈশ্বর। আমি এই পরিবারের ভক্ত। আমার কথায় কেউ দুঃখ পেলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

সম্প্রতি বিধানসভায় আইপিএল ইস্যুতে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের পদপিষ্টের ঘটনা নিয়ে আলোচনার সময় শিবকুমার নিজের অতীত তুলে ধরলে তাঁকে আরএসএসের প্রাক্তনি বলে উল্লেখ করেন কর্ণাটকের বিরোধী নেতা আর অশোক। তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে শিবকুমার সংঘের স্তোত্র আবৃত্তি করেন। তাতে অনেকেই ভুলভাবে বিষয়টি তুলে ধরেন। তাদের ভুল ভাঙাতে দক্ষিণী নেতা গান্ধি পরিবার ও কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্যের কথা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'সংঘের প্রশংসার জন্য নয়, কর্ণাটকের বিরোধী নেতাকে কড়া জবাব দিতেই সংঘের স্তোত্র বলেছেন।' রাজনৈতিক লাভ পেতে বিষয়টিকে 'অপব্যবহার' করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করে ডিকে জানান, বিধায়ক হওয়ার আগে কংগ্রেস ও গান্ধি পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে আরএসএস, বিজেপি, জনতা দল (সেকুলার), কমিউনিস্ট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ইতিহাস পড়েছেন তিনি।

আপ নেতার বাড়িতে ইডি

নয়াদিল্লি, ২৬ অগাস্ট : হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পে প্রায় ৫,৫৯০ কোটি টাকার অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের বাড়ি সহ অন্তত ১২টি জায়গায় মঙ্গলবার হানা দিল ইডি।

ইডির দাবি, ২০১৮-'১৯ সালে ২৪টি হাসপাতাল প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হলেও বেশিরভাগই অসম্পূর্ণ। খরচ বেড়েছে অযৌক্তিকভাবে, অথচ কাজ এগোয়নি। বলা হয়েছে, ১,১২৫ কোটি টাকার আইসিইউ হাসপাতাল প্রকল্পে তিন বছরেও কাজ শেষ হয়নি। বরং ৮০০ কোটি টাকা খরচ হওয়ার পরও মাত্র অর্ধেক কাজ এগিয়েছে।

আপ নেতা মণীশ সিসোদিয়ার অভিযোগ, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডিগ্রি বিতর্ক থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই এই অভিযান।'

ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ হস্টেলে

গুরুগ্রাম, ২৬ অগাস্ট : বি.টেক-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ ছাত্রীনিবাস থেকে উদ্ধার হল। ভূমিকা গুপ্তা নামে বছর ২৩-এর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী গুরুগ্রামের সিধরাওয়ালির এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলেন। তাঁর বাড়ি রাজস্থানের আলওয়ারে। পুলিশ জানিয়েছে, সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। কোনও চিরকুট মেলেনি। তদন্ত শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ভূমিকা দরজা না খোলায়

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তে দেহ পাঠানোর আগে পুলিশ ও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করেন। সূত্রের খবর, ভূমিকা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রথম দুটি সিমেস্টারে ভালো ফল করলেও তৃতীয় বর্ষে ওঠার পর থেকেই তাঁর চোখে-মুখে মানসিক চাপ লক্ষ করা গিয়েছে। সতীর্থদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

দাবি নমোর

নয়াদিল্লি, ২৬ অগাস্ট : দেশের বৃহত্তম গাড়ি নির্মাতা সংস্থা মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়ার ইলেক্ট্রনিক গাড়ি ই-ভিতারার সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়ে দিলেন, জাপান ও ইউরোপ সহ বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে এই গাড়ি রপ্তানি হবে। ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' যাত্রায় যা নয়া অধ্যায়ের শুরু করবে। গুজরাটের হংসলপুরে মারুতি সুজুকির ইলেক্ট্রনিক গাড়ি নির্মাণ কারখানার উদ্বোধন করে মোদি বলেন, 'ভারত এতেই থামবে না। যেখানে আমরা ভালো পারফর্ম করছি। সেখানে আরও ভালো করতে হবে।' আগামী দিনে সেমিকনডাক্টরের মতো ভবিষ্যতের শিল্পকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মোদি। নয়া কারখানা প্রসঙ্গে মারুতি জানিয়েছে,বছরে সাড়ে সাত লক্ষ গাড়ি তৈরি হবে। মূলত রপ্তানির উদ্দেশ্যেই এই কারখানায় গাড়ি তৈরি করা হবে।

উঁকি মেরে দেখছ কী...

মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে। -পিটিআই

ভাগবতের মুখে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা

বাঙালি ভাবাবেগ নিয়ে সতর্ক সংঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ অগাস্ট : বাংলা ভাষা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাঙালি শ্রমিকদের নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য-রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সংসদ থেকে রাজপথ, সর্বত্র এরাজ্যের শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা সাফ জানাচ্ছেন, বাংলা ভাষা বা বাঙালি পরিচয়কে কোনওভাবে আঘাত করতে দেওয়া হবে না।

এবার পালটা বার্তা দিল সংঘ পরিবার। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অন্য রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় বিজেপির ওপর যখন চাপ বাড়ছে, সেইসময় আরএসএসের অবস্থান স্পষ্ট করার ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ।

বুধবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সংঘ পরিবারের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের বক্তব্য সেই ধারণাকে জোরালো করেছে।

বক্তৃতার শুরুতেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি টেনে বলেন, 'এভরি নেশন হ্যাজ এ মেসেজ টু ডেলিভার, এ মিশন টু ফুলফিল।' এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশি

> সমাজের জাগরণ ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন আগেই বলেছেন। আমাদের দেশ বহু প্রাচীন। নতুন কেউ এলে আমরা ভয় পাই না। কারণ, আমরা সবাইকে গ্রহণ করতে জানি। রবীন্দ্রনাথ এটা আমাদের শিখিয়েছেন।
>
> **মোহন ভাগবত**

সমাজ গ্রন্থের প্রসঙ্গ টেনে এনে ভাগবত বলেন, 'সমাজের জাগরণ ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন আগেই বলেছেন। আমাদের দেশ বহু প্রাচীন। নতুন কেউ এলে আমরা ভয় পাই না। কারণ, আমরা সবাইকে গ্রহণ করতে জানি। রবীন্দ্রনাথ এটা আমাদের শিখিয়েছেন।'

এদিনের বক্তব্যে ভাগবত নাম না করে মোদি সরকারের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, 'হিন্দু মানে হিন্দু বনাম অন্য কেউ নয়, হিন্দু মানে অন্তর্ভুক্তিকরণ। মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু তাকে গুরুত্ব দিলে চলবে না, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। মত পৃথক হওয়া অপরাধ নয়, বরং পৃথক মত থেকেই অগ্রগতি আসে।'

ভাগবত আরও বলেন, 'দেশ গঠনের দায়িত্ব সবার, সমাজের বিকাশে সবার অংশগ্রহণ জরুরি। যেমন আমরা, তেমনই হবেন আমাদের নেতারা।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই বক্তব্য মূলত আরএসএস ও সরকারপক্ষের সম্পর্কের সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের প্রতিফলন।

ভিনজাতে বিয়ের আসর সিপিএম দপ্তরে

চেন্নাই, ২৬ অগাস্ট : ভিনধর্ম বা জাতের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে কি প্রেম করছেন? ভাবছেন, বিয়ের পিঁড়িতে উঠতে গেলে সমাজের চোখরাঙানির মুখে পড়তে হবে কি না! ভাববেন না। কুসংস্কারের আঁধার কেটে গিয়ে যুক্তিবাদী চিন্তার আলো ফুটেছে। জেনে রাখুন, ভিনধর্ম বা ভিনজাতের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেমের পর যৌথ জীবনে প্রবেশের প্রাক্কালে বিপদে পড়লে আপনার পাশে থাকবে সিপিএম। যে কোনও পরিস্থিতিতে আপনি আপনার প্রেমাস্পদের হাত ধরে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন কাছাকাছি কোনও মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে। তারাই আপনাদের দেখভাল করবে।

না, খোয়াব নয়। সত্যি! ধর্ম ও জাতপাতের বেড়া ভেঙে মিশ্র যুগলদের জন্য পার্টি অফিসের দরজা হাট করে খুলে দিয়েছে তামিলনাড়ু সিপিএম। রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) ঘোষণা করেছে, তাদের সব পার্টি অফিস এখন থেকে ভিনজাতের যুগলদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। রাজ্য সরকারের তরফে এমন বিয়ের নিবন্ধন বা সহায়তার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তামিলনাড়ু রাজ্য সম্পাদক পি শন্মুগম মাইলাপোরে 'ইভিডেন্স' নামের একটি অধিকার সংগঠনের আয়োজিত সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'তামিলনাড়ুতে প্রতি বছর অন্তত ২৪০টি 'পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে হত্যা'র ঘটনা ঘটছে।' তবে শুধু যে এটা তপশিলি জাতি, উপজাতি ও পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটছে তা নয়। এমন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও। এই পরিস্থিতিতে কঠোর আইনের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক চিন্তার উন্মেষ না হলে এই অসুখ নির্মূল হবে না বলেও মত শন্মুগমের।

এক্স পোস্টেও শন্মুগমের ঘোষণা, 'সমাজে জাতিভেদ ও ধর্মভেদ থাকায় এখনও প্রবল বাধার মুখে পড়েন মিশ্র দম্পতিরা। তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমরা আমাদের সব অফিস খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দম্পতিরা এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারবেন এবং আইনগতভাবে বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করতেও তাঁদের সাহায্য করা হবে।'

ঘটনাচক্রে এই ঘোষণার দিনেই (সোমবার) পুদুক্কোত্তাই জেলায় এক তরুণ দম্পতি, প্রগদীশ্বরণ ও ঐশ্বর্য স্থানীয় সিপিএম অফিসে বিয়ে সম্পন্ন করেন।

তামিলনাড়ু সিপিএমের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'আমাদের দল সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে। এখন ভিনধর্মে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে রে রে করে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ছুটে আসে। এটা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও এক ধরনের বার্তা। এই ধরনের দম্পতিদের জন্য দলের অফিস সব সময় খোলা।'

এদিকে সিপিএমের এমন প্রগতিশীল পদক্ষেপে ফাঁপরে পড়েছে বিজেপি। নিম্নবর্ণের ভোটবাক্স সিপিএমের দিকে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় তারাও সিপিএমের দেখানো পথেই হেঁটেছে। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি কে আন্নামালাই মার্ক্সবাদীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের অনুসরণের কথা জানিয়ে দিয়ে বলেন, 'সিপিএম যা করেছে, ভালো করেছে। তাদের অভিনন্দন। আমরাও অসবর্ণ বিয়েকে সমর্থন করি। এখন থেকে আমাদের দলীয় দপ্তরও ভিনধর্ম ও জাতের যুগলদের জন্য খোলা থাকবে।'

মোদি-পুতিনকে নিয়ে ব্রিকস অস্ত্রে শানের পরিকল্পনা শি'র

বেজিং ও ওয়াশিংটন, ২৬ অগাস্ট : বন্ধু, শত্রু সবার বিরুদ্ধে বাণিজ্য-যুদ্ধ শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়া থেকে তেল আমদানির 'অপরাধে' ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন। ২০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চিনা জিনিসপত্রের ওপর। ট্রাম্পের নীতি রাতারাতি ভারত, চিন, রাশিয়াকে এক মঞ্চে এনে ফেলেছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। এবার গবেষণা সংস্থা দ্য চায়না-গ্লোবাল সাউথ প্রজেক্টের প্রধান সম্পাদক এরিক ওলান্ডারও একই কথা বললেন।

তাঁর মতে, আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া শুল্ক-যুদ্ধের কারণে ব্রিকস, গ্লোবাল সাউথ, সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) মতো সংগঠনগুলির গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে।

এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে দিনকয়েকের মধ্যে চিনে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের। সেখানে আমেরিকাকে পাশ কাটিয়ে নতুন বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে মোদি, পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করবেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

এরিক ওলান্ডার বলেন, 'শি এই শীর্ষ সম্মেলনকে আমেরিকা-পরবর্তী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কেমন হতে পারে, তা পর্যবেক্ষণের মঞ্চ হিসাবে গণ্য করতে পারেন। চিন, ইরান, রাশিয়া এবং বর্তমানে ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে হোয়াইট হাউসের উদ্যোগ কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনেনি। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন চিনা প্রেসিডেন্ট।'

এসসিও সম্মেলনের পর ব্রিকস গোষ্ঠীর সক্রিয়তা আরও বাড়বে বলে মনে করেন তিনি। এই সংগঠনটি আগামী দিনে আমেরিকাকেন্দ্রিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান বিকল্প হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন ওলান্ডার। তাঁর কথায়, 'একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন, ট্রাম্পকে কতটা বিচলিত করে তুলেছে ব্রিকস।'

ভারতীয় পণ্যে ৫০% মার্কিন শুল্ক আজ থেকে

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও যুদ্ধ ঘোষণা ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ২৬ অগাস্ট : রাত পোহালেই ভারত থেকে আমদানি করা সিংহভাগ পণ্য বেশি দামে কিনবেন মার্কিনরা। সৌজন্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত। এর ফলে আমেরিকার বাজারে ভারতের পোশাক, রত্ন, গয়না, চর্মজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও খাদ্যদ্রব্য তার বিশাল বাজার কতটা ধরে রাখতে পারবে সেই সন্দেহ দানা বাঁধছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের বিশাল বাজার চিন ও ভিয়েতনামের দখলে চলে যেতে পারে।

ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটল চওড়া হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে অনড় ট্রাম্প। মঙ্গলবারই এ সংক্রান্ত নোটিশ জারি করেছে ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি)। ওই নোটিশে ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া ৬৬ শতাংশ পণ্যকে ৫০ শতাংশ শুল্কের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। অর্থের নিরিখে যা ৬০.২ বিলিয়ন ডলারের সমান। তবে মার্কিন স্বার্থে ছাড় দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ওষুধ, ওষুধ তৈরির কাঁচামাল, বৈদ্যুতিন দ্রব্য এবং গাড়ি শিল্পকে।

কারণ, ভারত বাদে এইসব পণ্য আমদানির কোনও নির্ভরযোগ্য বিকল্প আমেরিকার কাছে নেই। সিবিপি জানিয়েছে, আমেরিকার সময় অনুযায়ী বুধবার রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে ভারতীয় পণ্যে শুল্কের নতুন হার কার্যকর হবে।

আমেরিকা শুল্কের বোঝা চাপালেও মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারতের তরফে কোনও পালটা পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়নি। এদিন দিল্লির প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। তবে সেই বৈঠকের ফলাফল প্রকাশ্যে আসেনি। যদিও ভারত যে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনা জারি রাখবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখেনি কেন্দ্র। ট্রাম্প সরকারের বর্ধিত শুল্কের সিদ্ধান্তকে 'অযৌক্তিক এবং অবাঞ্ছিত' বলেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। মঙ্গলবার নতুন হুংকার দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের ঘোষণা, যদি কোনও দেশ আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেবে তাঁর সরকার।

নিজস্ব সামাজিক প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'ডিজিটাল কর, ডিজিটাল পরিষেবা আইন এবং ডিজিটাল বাজার নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলি তৈরিই হয়েছে মার্কিন প্রযুক্তির ক্ষতি করার জন্য বা বৈষম্যমূলক আচরণ করার জন্য।

ওইসব আইন ও প্রতিষ্ঠান চিনের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে পুরোদস্তুর সমর্থন দিচ্ছে। এটি অবশ্যই শেষ হবে এবং এখনই শেষ হবে! আমেরিকা এবং মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলি আর বিশ্বের পিগি ব্যাংক বা দরজার পাপোশ নয়।'

ট্রাম্প আরও লিখেছেন, 'আমি ডিজিটাল কর, আইন ইস্যুতে সব দেশকে নোটিশ দিয়েছি। যদি এই বৈষম্যমূলক পদক্ষেপগুলি অপসারণ না করা হয় তাহলে আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রপ্তানির ওপর বড় অঙ্কের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করব।'

একনজরে

- ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া ৬৬ শতাংশ পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক
- অর্থের হিসাবে যে পণ্যের মোট মূল্য ৬০.২ বিলিয়ন ডলারের সমান
- কোনও দেশ যদি মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের পণ্যে বাড়তি শুল্ক চাপাবে ট্রাম্প সরকার

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন উধমপুর। মঙ্গলবার।

৮৪৯ পয়েন্ট পতন সেনসেক্সের

মুম্বই, ২৬ অগাস্ট : আমেরিকা ৫০ শতাংশ শুল্ক বসানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করতেই ধস নামল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সপ্তাহের দ্বিতীয় লেনদেনের দিনে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি ১ শতাংশ নামল। একদিনে লগ্নিকারীরা খোয়ালেন প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ। মঙ্গলবার দিনের শুরু থেকেই নিম্নমুখী ছিল সেনসেক্স ও নিফটি। দিনের শেষে সেনসেক্স ৮৪৯.৩৭ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৮০৭৮৬.৫৪ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ২৫৫.৭ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৪৭১২.০৫ পয়েন্টে। ২৭ অগাস্ট থেকে বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই শুল্ক বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রইল না।

হড়পায় ভূমি ধসে মৃত্যু ৯ জনের

কাঠুয়া-কিস্তোয়ারের পর ডোডা ও বৈষ্ণোদেবীর পথ

শ্রীনগর, ২৬ অগাস্ট : কাঠুয়া, কিস্তোয়ারের পর এবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এল জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায়। মঙ্গলবার দুপুরে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের জেরে ডোডায় ভেসে গেল একের পর এক বাড়িঘর। অন্তত গোটা দশেক বাড়ি পুরোপুরি ধসে গিয়েছে বলে খবর। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে চারজনের। অনেকে এখনও নিখোঁজ।

আধকোয়ারি এলাকায় বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের পথে ইন্দ্রপ্রস্থ ভোজনালয়ের কাছে বড় এক ভূমিধসে পাঁচজন নিহত হয়েছেন এবং অনেক পূণ্যার্থী আহত হয়েছেন। মন্দির বোর্ড জানিয়েছে, উদ্ধারকাজ চলছে। নিরাপত্তার কারণে মন্দির যাত্রা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে এই দুর্যোগের পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লেখেন, 'অমিতজির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতি তাঁকে জানিয়েছি। বলেছি, উদ্ধার ও ত্রাণের কাজের ওপর আমি নিজে নজরদারি চালাচ্ছি। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বিমানে আজই যাচ্ছি জম্মুতে।'

ডোডা ও কিস্তোয়ারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ২৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধসের জেরে বন্ধ। রামবন জেলায় শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়েও বন্ধ ভূমিধস ও বড় বড় পাথরের চাঁই খসে পড়ায়। সিন্থন টপ পাস বন্ধ। এছাড়া জোজিলা পাসে ভারী তুষারপাতের কারণে বন্ধ শ্রীনগর-লে হাইওয়ে। কাটরা থেকে আসা বা যাওয়ার অনেক ট্রেন বাতিল হয়েছে। যেমন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, শ্রী শক্তি এক্সপ্রেস এবং হেমকুণ্ড এক্সপ্রেস জম্মুর উঁচু এলাকায় আরও মেঘভাঙা বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্ধার ও ত্রাণ বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে।

জম্মু, ডোডা, কাঠুয়া, রামবন, কিস্তোয়ার ও সাম্বা জেলায় সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। অঝোর বৃষ্টির জেরে তাওয়াই নদী সহ বহু নদীর জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে।

গত কয়েকদিনে কাঠুয়া জেলায় ১৫৫.৬ মিমি, ডোডার ভাদরওয়াহে ৯৯.৮ মিমি, জম্মুতে ৮১.৫ মিমি এবং কাটরায় ৬৮.৮ মিমি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অগাস্ট মাসে এই পরিমাণ বৃষ্টি কাঠুয়ায় গত একশো বছরের মধ্যে হয়নি। আপাতত ঝিলম নদীর জন্য বন্যা সতর্কতা নেই। তবে জলস্তর বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

'রাইট ভাইদের আগেই পুষ্পক বিমান উড়িয়েছিল ভারত'

ভোপাল, ২৬ অগাস্ট : পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নভশ্চর হিসাবে একজন কৃতিত্ব দিচ্ছেন হিন্দু দেবতা 'হনুমানজি'কে। অন্যজনের দাবি, আমেরিকার রাইট ভাইদের অনেক আগেই নাকি বিমান উড়িয়েছিল ভারত! এই বক্তব্য কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির প্রথম সারির দুই নেতার।

সম্প্রতি হিমাচলের উনা শহরে জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে স্কুল পড়ুয়াদের উদ্দেশে অনুরাগ বলেছিলেন, 'প্রথম মহাকাশে গিয়েছিলেন, বলো তো কে? না না, নিল আর্মস্ট্রং নন, আমাদের হনুমানজি!' তাঁর সেই মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নতুন দাবি তুলে বিতর্কে ইন্ধন জোগালেন বিজেপির প্রবীণ নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

ভোপালের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ বলেন, 'রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বিমান আবিষ্কার করার অনেক আগেই আমাদের দেশে 'পুষ্পক বিমান' ছিল। ড্রোন, মিসাইল—এসব প্রযুক্তির কথা মহাভারতে লেখা আছে। হাজার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যথেষ্ট উন্নত ছিল।'

ইতিহাসে স্বীকৃত প্রথম বিমান উড়েছিল আমেরিকায় ১৯০৩ সালে। এই কীর্তির পাশে নাম রয়েছে দুই মার্কিন সহদর—অরভিল ও উইলবার রাইটের। প্রথম মানুষ হিসাবে মহাকাশে গিয়েছিলেন সোভিয়েত নভশ্চর ইউরি গ্যাগারিন, ১৯৬১ সালে। এরপর ১৯৬৯ সালে নাসার অ্যাপোলো-১১ মিশনে চাঁদে প্রথম পা রাখেন নিল আর্মস্ট্রং। কিন্তু ভবি ভোলার নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস যা-ই বলুক, পুরাণের কল্পকথা থেকে চোখ সরাতে মোটেই রাজি নন গেরুয়া নেতা-নেত্রীরা।

বিমানের আবিষ্কার নিয়ে এর আগে প্রায় একই দাবি করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল। তিনি বলেছিলেন, 'আধুনিক বিমান চলাচলের অনেক আগেই উড়ানের ধারণা দিয়েছিলেন বেদের যুগের ঋষি ভরদ্বাজ!'

পুরাণে আশ্রয় শিবরাজের

ছবি : এআই

বিজেপি নেতৃবৃন্দের এহেন দাবির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, 'গণেশের অস্তিত্বই প্রমাণ করে প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল।' ওই অনুষ্ঠানেই কয়েকজন গবেষক দাবি করেছিলেন, 'মহাভারতে বর্ণিত বিমানের প্রযুক্তিই আজকের আধুনিক এয়ারক্রাফটের মূলে!'

২০১৭ সালে রাজস্থানের শিক্ষা দপ্তর প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয়, 'প্রথম বিমান আবিষ্কার করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী শিবকর বাবুজি তালপাদে।' যদিও এর কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ২০১৯ সালে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি বলেন, 'রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের কাহিনী আসলে প্রমাণ করে প্রাচীন ভারতে ইন্টারনেট ছিল।'

পুরাণের গল্প নিয়ে অদ্ভুত দাবি নিয়ে ইতিমধ্যে সরগরম নেটপাড়া। সেখানে নানা মজার মন্তব্যের পাশাপাশি কড়া সমালোচনাও এসেছে বিরোধী শিবির থেকে। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি এক্স-এ লিখেছেন, 'পুরাণ ও বিজ্ঞান নিয়ে দায়িত্বশীল মন্ত্রী-সাংসদদের মন্তব্য গভীর উদ্বেগজনক বিজ্ঞান আর পুরাণ এক নয়। শিশুদের বিভ্রান্ত করা সংবিধানের বৈজ্ঞানিক চেতনার পরিপন্থী।'

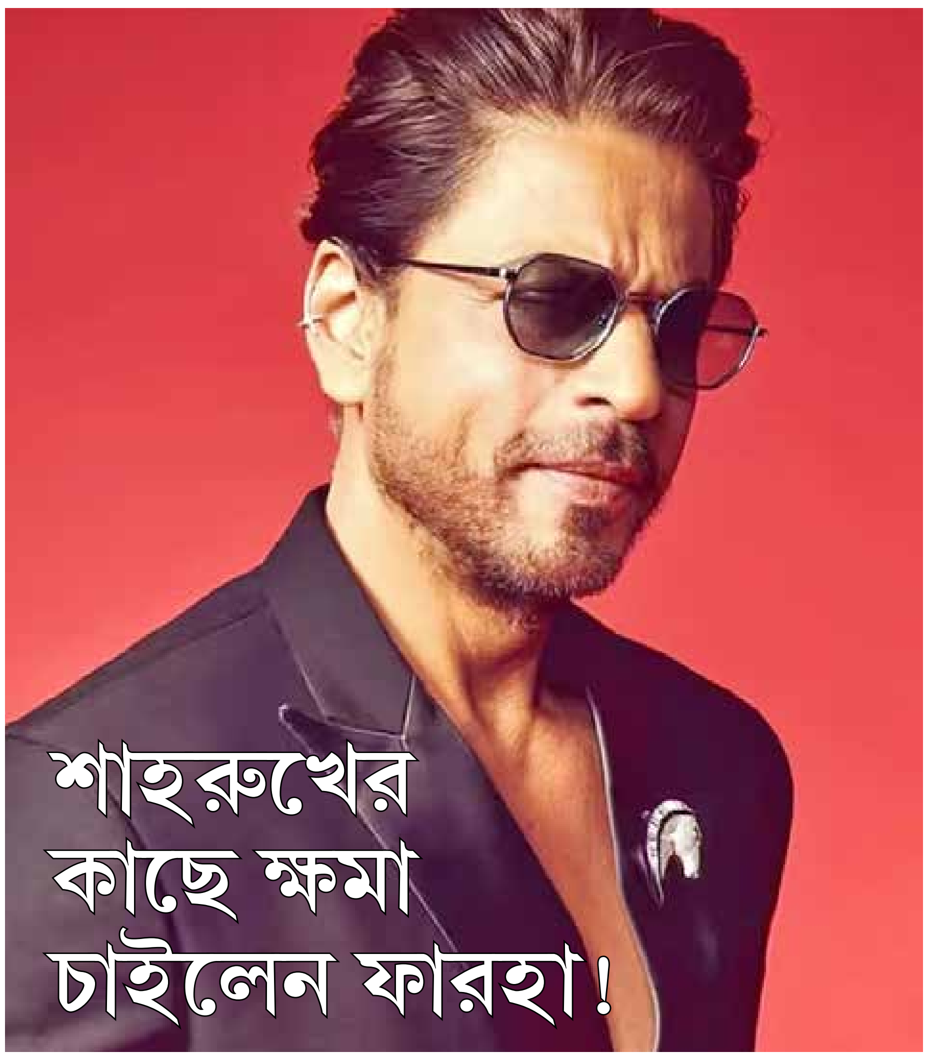

শাহরুখের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফারহা!

ফারহা খান ক্ষমা চাইলেন। কার কাছে? শাহরুখ খান, গৌরী খান আর আরিয়ান খানের কাছে। কেন, গোটা পরিবারের কাছে তিনি কী করেছেন?

না, ফারহা কিছু করেননি। করেছেন তাঁর রাঁধুনি দিলীপ। সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রে ফারহার দিলীপ সকলের কাছে বেশ পরিচিত। তা ফারহা বসেছিলেন নিজের ঘরে। কাজ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর এক সহকারী এসে বললেন যে, দিলীপ নাকি পাগল হয়ে গেছেন।

ফারহা কাজ করছিলেন। আরিয়ান খানের 'ব্যাডস অফ বলিউড' সিরিজ থেকে 'বদলি সি হাওয়ায়ে' গানটা চলছিল। বেশ মুডেই ছিলেন ফারহা। দিলীপের কথা শুনে রান্নাঘরে দৌড়ে গিয়ে তাঁর তো চক্ষু চড়কগাছ। ওই একই গানের সঙ্গে হাতা-খুন্তি হাতে নিয়ে তুমুল নাচ জুড়েছেন দিলীপ। কোনও দিকে খেয়াল নেই।

সেই ভিডিও প্রকাশ করে ফারহা লিখেছেন, এই গানটার সঙ্গে এমন পাগলের নাচ নেচে গানটাকে শেষ করে দিল দিলীপ। এর জন্যে তিনি গোটা খান পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

ফারহা খানের এই ভিডিও দেখে খুব মজা পেয়েছেন শাহরুখ নিজে। শাহরুখ খান তাঁর বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, তিরিশ বছর ধরে তাঁকে নিয়ে ছবি করার পরেও দিলীপের মতো এমন নাচের স্টেপ শাহরুখকে তিনি কেন দেননি!

'ব্যাডস অফ বলিউড' নিয়ে খান-দানি প্রচার কিন্তু বেশ জমে উঠেছে।

জাহ্নবীর থেকে বলিউডে ভালো অভিনেত্রী ছিলেন

বলেছেন মালায়ালাম ইউ টিউবার দিব্যা নায়ার। প্রসঙ্গ সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত পরম সুন্দরী ছবিতে জাহ্নবীর মালায়ালাম উচ্চারণ। ছবির ট্রেলার এবং নায়ক নায়িকা সিদ্ধার্থ ও জাহ্নবীকেও ভালো লেগেছে, কিন্তু দক্ষিণে এই নিয়ে বেশ সমালোচনা হচ্ছে। অভিনেত্রী পবিত্রা মেনন ছবির এবং জাহ্নবীর সমালোচনা করে পোস্ট করে পরে আবার তা ডিলিট করে নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রি-পোস্ট করেছেন। পবিত্রা লিখেছিলেন, জুঁইফুলের মালা থেকে মোহিনীআট্টম—মালায়ালাম মেয়েদের তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই অনুষঙ্গ খুবই একঘেয়ে, চর্বিতচর্বণ। এবার দিব্যা, ছবির ভিডিও ব্যবহার করে জাহ্নবীর সমালোচনা করে পোস্ট করেছেন। এই অনুমতি ছাড়া ভিডিও ব্যবহার করায় কপিরাইট আইন ভাঙার দায়ে পড়েছেন তিনি। দিব্যা লিখেছেন, 'শব্দ নির্বাচন না হয় ভালো নয়, তার উচ্চারণও ভুল এবং অস্পষ্ট।' জাহ্নবী প্রথমে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন থেক্কাপেট্টা সুন্দরী দামোদরম পিল্লাই। থেক্কাপেট্টা শব্দটি স্ল্যাং, এর মানে ফেলে দেওয়ার মতো জিনিস। তিনি পিল্লাই বলছেন, মালায়ালিতে পিল্লা বলে। ভাষাটা জানেন এমন কোনও স্থানীয় অভিনেত্রী ছিলেন না? বলিউডেও কীর্তি সুরেশ, নিত্যা মেনন, সাই পল্লবীরা ছিলেন তো? তাঁরা চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করতে পারতেন।' এই সমালোচনা আগেই হয়েছে। তার উত্তরে জাহ্নবীর বক্তব্য, 'আমার চরিত্রটি অর্ধেক তামিল, অর্ধেক মালায়ালি। আমি মালায়ালি ছবির ভক্ত। আমি কৃতজ্ঞ এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে।' ছবির পরিচালক তুষার জালোটা। মুক্তি ২৯ অগাস্ট।

শ্রীদেবীর সম্পত্তিতে দাবি, কোর্টে বনি

চেন্নাইয়ে প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীদেবীর ফার্ম হাউজের ওপর তিনজন বেআইনি মালিকানা দাবি করেছে—এই অভিযোগে শ্রীদেবীর স্বামী ও প্রযোজক বনি কাপুর মাদ্রাজ হাইকোর্টে আইনি পদক্ষেপের জন্য আবেদন করেছেন। আবেদনে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন কেন এটি মিথ্যে দাবি।

১৯৮৮ সালে এক এম সি সমবানধা মুদালিয়ারের কাছ থেকে এই ফার্মহাউস কেনেন অভিনেত্রী। ১৯৬০ সালে ওই পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হয়ে গিয়েছিল, তবু এক মহিলা ও তাঁর দুই সন্তান সেই সম্পত্তি দাবি করছেন। বিচারক বনির আইনজীবীকে চার সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি পর্যালোচনা করে রিপোর্ট দিতে বলেছেন। এই সম্পত্তি বনি ও তাঁর দুই কন্যা জাহ্নবী ও খুশি কাপুরের কাছে একটা আবেগ। তাকে বাঁচাতে তাই উঠেপড়ে লেগেছেন বনি।

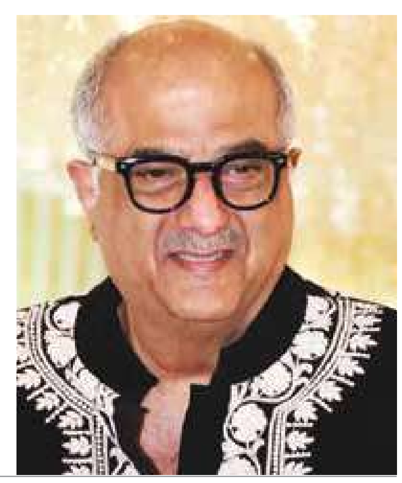

পুরোনো বলিউডি ছোঁয়া মনীশের নতুন ছবিতে

ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার প্রযোজনায় নতুন ছবি গুস্তাখ ইশকের টিজার প্রকাশ্যে এল। ক্যাপশনে লেখা, 'পুরোনো দিনের মতো'। ছবির পরিচালক বিভু পুরি। অভিনয়ে নাসিরুদ্দিন শাহ, বিজয় বর্মা, ফতিমা সানা শেখ ও শারিব হাশমি। সংগীত বিশাল ভরদ্বাজ। মুক্তি ২০২৫ সালের নভেম্বর। মনীশ জানিয়েছেন, সিনেমা নিয়ে ছোটবেলা থেকে দেখা তাঁর স্বপ্ন এবার সত্যি হল। ছবিতে বলিউডের পুরনো ধাঁচের হিন্দি ছবির স্বাদগন্ধ পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ছবির গীতিকার গুলজার। বিশাল ভরদ্বাজ ও গুলজারের এই গাঁটছড়া দর্শকের কাছে অন্য আগ্রহ জাগাচ্ছে।

একনজরে সেরা ৫

আলিয়ার রাগ

২৫০ কোটি টাকার বাংলোয় শিগগির স্বামী রণবীর, মেয়ে রাহা ও শাশুড়ি নীতুকে নিয়ে উঠে যাবেন আলিয়া ভাট। ইতিমধ্যে বাড়ির অন্দরমহলের ছবি নেটমহলে ছড়িয়ে গিয়েছে বলে তিনি ক্ষুব্ধ। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, অনুমতি ছাড়া বাড়ির অন্দরহলের ছবি কি করে ছড়িয়ে দিলেন? এতে নিরাপত্তা লংঘিত হচ্ছে। যারা ছড়িয়েছেন, তারা মুছে দিন, অনুরোধ করছি।

সংযমীর এন্ট্রি

অক্ষয়কুমার ও সইফ আলির ছবি হ্যায়ওয়ানে এবার এন্ট্রি হল সংযমী খেরের। অভিভূত অভিনেত্রী লিখেছেন, এতদিন বড় বড় চোখে অক্ষয় স্যারের অ্যাকশন দেখেছি, আজ তারই সঙ্গে আমি এক সেটে, ভাবতে পারছি না। ছবির পরিচালক প্রিয়দর্শন। কোচিতে শুটিং শুরু হয়েছে। ১৭ বছর পর অক্ষয়-সইফ আবার একসঙ্গে এই ছবিতে।

রাজকুমারের ছবি

দীনেশ ভিজানের পরের ছবি উজ্জ্বল নিকমের বায়োপিকের সঙ্গে যুক্ত হলেন রাজকুমার রাও। এই বিশিষ্ট আইনজীবীর জীবন, তাঁর কাজ নিয়েই ছবি হচ্ছে। ছবিতে অজস্র নাটকীয় মুহূর্তের সঙ্গে থাকবে ১৯৯৩-এর মুম্বাই ব্লাস্ট ও ২০০৮-এর মুম্বাই ট্রেন অ্যাটাকের কেসও। ওয়ামিকা গাব্বি ছবির প্রধান নারী চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন। পরিচালক অবিনাশ অরুণ।

এবার ময়ূরী

পাপা কহতে হ্যায়-এর নায়িকা ময়ূরী কঙ্গো গুগল ছেড়ে গ্লোবাল পাবলিসিস ডেলিভারির টিমে সিইও হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। লিংকডিন আপডেটে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের ভারতীয় ছবিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার এবং আরও অর্থপূর্ণ প্রভাব রাখার কাজই করব এবার। ময়ূরী আইআইটি কানপুর থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে বলিউডে এসেও সব ছেড়ে কর্পোরেট জগতে পা রেখেছেন।

আসছে ভিঞ্চিদা ২

ধূমকেতু এবং ছবির অভিনেতাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। ছবির এমন একটি দৃশ্য সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন, যেখানে রুদ্রনীল ঘোষ নিজের মুখ থেকে অতি বৃদ্ধের মুখোশ টেনে খুলে ফেলেছেন। সৃজিতের ভিঞ্চিদাতে এমন দৃশ্যের পর ছবি শেষ হয়ে যায়। তাহলে ভিঞ্চিদা ২ কি আসছে? সৃজিত কি তেমনই ইঙ্গিত দিলেন?

নরসিমহার রেকর্ড আয়

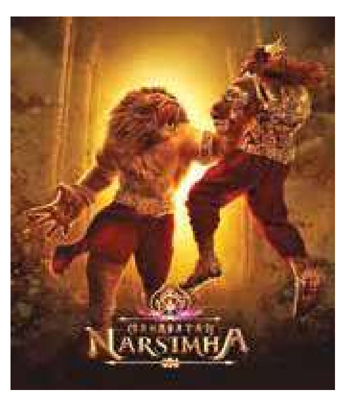

মহাবতার নরসিমহা এবার প্রস্থান করবেন। তাঁর প্রস্থানের পালা প্রায় তৈরি। নৃসিংহ অবতার যখন পর্দায় এসেছিলেন, তখন তাঁকে বিশেষরকম কঠিন বাধা পেরোতে হয়েছিল। একটা নয়, সে বাধার সংখ্যা অনেক। একের পর এক বড় ছবি তখন পর্দায়- এসেছে এবং আসছে। সেই সঙ্গে 'সাইয়ারা' ঝড়। এ ছবি আবার অ্যানিমেশন।

কিন্তু পরিচালক অশ্বিন কুমার ধৈর্য হারাননি। প্রথম সপ্তাহটা ২৯ কোটি টাকা তুললেও, এই ছবির কথা মুখে মুখে প্রচার হতে লাগল। যত প্রচার বাড়ল, ততই প্রসার বাড়ল। তাই দ্বিতীয় সপ্তাহে ৫০ কোটি, তৃতীয় সপ্তাহে প্রায় ৪৯ কোটি, চতুর্থ সপ্তাহে প্রায় ২২ কোটি- এরকম মিলিয়ে এই ছবির ঝুলিতে এখন ১৫৭ কোটিরও বেশি বক্স অফিস।

এমন রেকর্ড ভারতীয় অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে আর নেই। তবে পঞ্চম সপ্তাহ পেরিয়ে এবার এই ছবি মুখ একটু নীচের দিকে নেমেছে। বক্স অফিস কোটি ছাড়িয়ে লাখে নেমেছে। মনে করা হচ্ছে, ১৭৫ কোটির আশপাশে গিয়ে নরসিমহাদেব তাঁর আপন ধামে প্রত্যাবর্তন করবেন। ২০০ কোটি হল না ঠিকই। তবে যা হল, তাকে টপকে যাওয়া আর কোনও অ্যানিমেটেড অবতারের পক্ষে বেশ কঠিন।

আবার অনীত পাড্ডা

সাইয়ারার ঝড়তোলা সাফল্যকে হাতিয়ার করে আবার জেন জেড-এর প্রেমের ছবির নায়িকা হচ্ছেন অনীত পাড্ডা। পরিচালক মনিশ শর্মা। ছবির প্রেক্ষাপট পঞ্জাব ও তার প্রকৃতি। এই ছবিই প্রমাণ করে দিচ্ছে পরের প্রজন্মের কাছে প্রেমের মুখ মানে এখন অনীত এবং তারই পুরো সুযোগটা নিয়ে অনীত এগোচ্ছেন তাঁর স্বপ্নের কেরিয়ারের শিখরের দিকে। তাঁর এই অগ্রগতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন স্বয়ং আদিত্য চোপড়া, সাইয়ারার প্রযোজক এবং তাঁর মতে, নতুন রোমান্টিক ছবিতে অনীত একেবারে সঠিক নির্বাচন। ছবির নায়ক এখনও ঠিক হয়নি। চিত্রনাট্য লেখার কজ এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে। আগামী বছরের মাঝামাঝি শুটিং হবে।

অভিনয়ে নেই নাইসা

অজয় দেবগণ ও কাজলের মেয়ে নাইসা দেবগণ সোশ্যাল মিডিয়ায়, বিভিন্ন ইভেন্টের বেশ পরিচিত মুখ। অনুরাগীদের সংখ্যাও কম নয়। বোল্ড গ্ল্যামারাস ছবিও তোলেন। পার্টি করেন। তাহলে তিনিও কি বাবা-মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অভিনয়ে আসছেন? আর এক নেপো কিড-এর আগমন কবে? প্রশ্নটি অনেকদিন ধরেই হাওয়ায় ভাসছে। এবার সরাসরি তার উত্তর দিয়েছেন কাজল স্বয়ং। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'নাইসা ২২ বছরের হল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে সে আসবে না। অভিনয়ের কোনও ইচ্ছা তার নেই।' তিনি তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলেন, 'যখন কেউ এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসে, অনেক ওঠাপড়ার মুখোমুখি হতে হয়। অনেক সমালোচনা হয়। কখনও তা খুবই কঠিন, হাস্যকর এবং অসহ্য লাগে কিন্তু এগুলো তার এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে খুব দরকার। এই সফরে তাকে এসব সহ্য করতেই হয়, এ এমন জিনিস যা বেছে নেওয়া যায় না।'

বাস্তবিকই বেশ অ-স্বাভাবিক এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নাইসার। তিনি যে পরিবেশে জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন, সেখানে আর্কলাইটই প্রায় অধিকাংশ স্টারকিডদের একমাত্র ভবিষ্যৎ বলে মনে করা হয়। অন্য স্টারকিড যেমন রাশা থাডানি, সান্যয়া কাপুর, আহান কাপুর, নাইসারই তুতোভাই আমন দেবগণ, সইফ আলির ছেলে ইব্রাহিম আলি—সকলেই ইতিমধ্যে অভিনয়ে পা দিয়ে ফেলেছেন। নিঃসন্দেহে নাইসা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী।

ছোট্ট তারা

জলপাইগুড়ির সেন্ট্রাল গার্লস প্রাইমারি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মধুশ্রী দাস স্টুডেন্টস হেলথ হোমে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় 'খ' বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

জয় গণেশ, জয় গণেশ, জয় গণেশ দেবা...

ময়নাগুড়ির ইনফিনিটি বয়েজের গণেশমূর্তি। মঙ্গলবার অভিরূপ দে'র তোলা ছবি।

পেটে জ্বালা, মনে ভয়

শঙ্কা নিয়ে ফের ফুটপাথে হকাররা, উচ্ছেদের ভাবনা পুরসভার

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : মার্চেন্ট রোড সহ দিনবাজার এলাকার হকারদের এপ্রিল মাস নাগাদ একবার সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি রাজবাড়িপাড়ার ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের তুলে দিয়েছিল জলপাইগুড়ি পুরসভা। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই নিজের মতো করে শহরের বিভিন্ন এলাকার ফুটপাথ পুনরায় দখল করে পসরা সাজিয়ে বসেছেন হকাররা। কেউ দিচ্ছেন পুজোর সেল, তো কারও বুলি লেটেস্ট ফ্যাশন।

শুধু হকাররাই নন, প্রতিষ্ঠিত দোকানের সাইনবোর্ড কিংবা জিনিসপত্র ফুটপাথে রেখে ব্যবসা করার ছবিটাও বেশ স্পষ্ট। তবে পথচারীদের উদ্দেশে হাঁক দিলেও তাঁদের মনে কোথাও একটা ভয় রয়েছে যে কবে আসবে পুরসভা, পুলিশ নিয়ে পুনরায় উচ্ছেদ করার বার্তা দিতে। তাঁদের এই আশঙ্কা যে পুরোটা ভুল এমন নয়।

সূত্রের খবর, বারবার মানবিক হওয়ার বার্তা দেওয়া জলপাইগুড়ি পুরসভা শীঘ্রই শহরের রাজপথ, ফুটপাথ চলমান করতে হকার উচ্ছেদ নিয়ে ভাবছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ও এই খবরকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তাঁর কথায়, 'যা হওয়ার সেটা খুব শীঘ্রই দেখতে পারবেন।'

এভাবেই দখল হয়ে থাকে ফুটপাথ। মার্চেন্ট রোডে। – শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

যদিও সঞ্জয় ঘোষের মতো হকারদের আশা, পুজোর আগে তাঁদের উচ্ছেদ করবে না পুরসভা। সঞ্জয়ের যুক্তি, 'আমরা তো ড্রেনের উপর দোকান করছি। সামনেই পুজো। '২৬-এ নির্বাচন। সবদিক ভেবেই হয়তো এখন কিছু করবে না পুরসভা। তারাও জানে আমাদের পরিবার রয়েছে। এখানে ব্যবসা করেই সংসার চলে। তাদের কাছে এইটুকু মানবিকতা আশা করি।'

হকারদের দাবি, পুজোর বাকি আর হাতেগোনা কয়েকদিন। এমনিতে এবার পুজো আগে হওয়ায় বাজার মন্দা। তার ওপর যদি শেষবেলায় পুরসভা-পুলিশ এসে দোকান সরিয়ে ফেলতে বলে তাহলে মরা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

এদিকে, পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল অবশ্য ফুটপাথে বসা ব্যবসায়ীদের মনে থাকা হকার উচ্ছেদের ভয়কে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তাঁর কথায়, 'জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তা সচল রাখতে আমরা হকারদের সরানোর পরিকল্পনা নিয়েছি। এটা নিয়ে আমরা বোর্ড মিটিং করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেব। প্রতিবার পুজোর আগে হকারদের জন্য যানজট একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।' তবে কোথায় এবং কবে হবে উচ্ছেদ সেটা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি চেয়ারপার্সন। কিংবা হকারদের জন্য বিকল্প জায়গা নিয়েও মুখে কুলুপ তাঁর।

বর্তমান অবস্থা

- এপ্রিল মাস নাগাদ মার্চেন্ট রোড সহ দিনবাজারের হকারদের সরানো হয়েছিল
- সম্প্রতি রাজবাড়িপাড়ার ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের তুলে দিয়েছিল পুরসভা
- কিছুদিন যেতে না যেতেই পুনরায় শহরের বিভিন্ন এলাকার ফুটপাথ দখল করে বসেছেন হকাররা
- প্রতিষ্ঠিত দোকানের সাইনবোর্ড কিংবা জিনিসপত্রও ফুটপাথে রেখে চলছে ব্যবসা
- অনেক হকারের আশা, পুজোর আগে তাঁদের উচ্ছেদ করবে না পুরসভা

তবে মাহবুব আলমের কথায়, 'আমাদের উঠিয়ে দিলেই যদি সব সমস্যা মিটে যায়, তাহলে ভালো জায়গা দিক আমাদের। আমরা সেখানেই বসব। যেখানে আমাদের ব্যবসাও হবে, লোকদের সুবিধাও হবে।'

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি সিটু অনুমোদিত জলপাইগুড়ি স্ট্রিট ভেন্ডার অ্যান্ড হকার্স ইউনিয়নের সম্পাদক নীলাঞ্জন নিয়োগীর বক্তব্য, 'আজ পর্যন্ত ওরা হকারদের জন্য কোনও রেজিস্ট্রেশন কার্ড দিল না। পুরসভার তরফে কোনও টাউন ভেন্ডিং কমিটি রয়েছে কি না আমরা জানি না, যেখানে আমরা গিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের প্রস্তাব দেব। বছরে একবার করে ওরা গিমিক রাজনীতির জন্য উচ্ছেদ করে, কিন্তু তারপর হকারদের কী হবে সেটা নিয়ে কিছুই বলে না। তাহলে হকাররা কোথায় যাবে? পুজোর আগেও যদি এমন কোনও পদক্ষেপ করা হয়, বৃহত্তর আন্দোলনের পাশাপাশি আমরা আইনি পথে পুরসভার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব।'

সবমিলিয়ে পুজোর আগে লাভ-লোকসানের থেকেও দোকান থাকবে কি না, তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় শহরের প্রায় হাজারো হকার ও তাঁদের পরিবার।

প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় সমালোচনা

পুরসভার জমিতে গাছে বিজ্ঞাপনী ফ্লেক্স

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : গত ২০ বছরে শহর ক্রমান্বয়ে সবুজ হারিয়েছে। আকাশচুম্বী কংক্রিটের নির্মাণ গজিয়ে উঠেছে। ঝড়বৃষ্টিতেও অনেক গাছ ভেঙে গিয়েছে। তবু গাছকে সন্তানস্নেহে বড় করে তোলার কোনও উদ্যোগ নজরে পড়েনি। উলটে ময়নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় গাছে অবাধে পেরেক ঠুকে বিজ্ঞাপন ও ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে। খোদ পুরসভার নিজস্ব অফিস বিল্ডিংয়ের ফাঁকা জমিতে এই দৃশ্য নজরে পড়ছে।

শহরের এমন চিত্র দেখে পরিবেশপ্রেমী সংগঠন থেকে সাধারণ মানুষ হতবাক। কিন্তু তাতে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

শহরের বিভিন্ন সড়ক পার্শ্বস্থ অধিকাংশ গাছে এধরনের বিজ্ঞাপন ও ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে। নতুন বাজার থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার দু'পাশে প্রায় ৫০টি শতাব্দীপ্রাচীন গাছ রয়েছে। এই গাছগুলি বেশ কিছুটা মোটা হওয়ায় পেরেক ঠুকে বিজ্ঞাপনী ফ্লেক্সে ছয়লাপ করে দেওয়া হয়েছে। ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কে শহরের উপরেও একই দৃশ্য নজরে পড়ছে। শহরের কেন্দ্রস্থল ময়নাগুড়ি বাজার। এখানে পুরসভার অফিস রয়েছে। পাশে ময়নাগুড়ি শহরের একমাত্র উদ্যান। উদ্যান ঘেঁষে পুরসভার নিজস্ব এক একরের সামান্য কিছু বেশি ফাঁকা জমি রয়েছে। এখানকার কয়েকটি গাছে দেদার বিজ্ঞাপন ও ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার কার্যনির্বাহী সভাপতি অমল রায়ের কথায়, 'ভয়ানক ক্ষতি। গাছের সংখ্যা কমছে। আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে। সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে। নতুন করে আরও অনেক গাছ রোপণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায়ের বক্তব্য, 'গাছে পেরেক গাঁথার পর জল পেলে তাতে মরছে ধরছে। এর ফলে গাছে একজাতীয় ছত্রাকের আক্রমণ ঘটছে। এর ফলে সেই গাছে পচন ধরছে। এভাবে গাছের মৃত্যুও হয়েছে।'

গাছে পেরেক পুঁতে ফ্লেক্স লাগানোর ফলে একদিকে যেমন পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, পাশাপাশি দৃশ্য দূষণ ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে শহরবাসী প্রশাসনের নীরব ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন। পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রদীপ দেবগুপ্তর আক্ষেপ, 'দূষণ রুখতে গাছকে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা তাতে পুরসভা জল ঢেলে দিচ্ছে। শহরের রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে এই দৃশ্য নজরে পড়ছে। খুব তাড়াতাড়ি পুরসভা গাছের গায়ে লাগানো সমস্ত বিজ্ঞাপন ও ফ্লেক্স খুলে ফেলবে বলে আমরা আশাবাদী।' জলপাইগুড়ির এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

উদাসীন

- নতুন বাজার থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার দু'পাশে প্রায় ৫০টি শতাব্দীপ্রাচীন গাছ রয়েছে
- গাছগুলি বেশ কিছুটা মোটা হওয়ায় পেরেক ঠুকে বিজ্ঞাপনী ফ্লেক্সে ছয়লাপ করে দেওয়া হয়েছে
- ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কে শহরের উপরেও একই দৃশ্য নজরে পড়ছে

মাদারের জন্মদিন পালন

ধূপগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠনের তরফে মঙ্গলবার পালিত হয় মাদার টেরেজার ১১৬তম জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে ধূপগুড়ি হাসপাতাল চত্বরে মাদার টেরেজার মূর্তির সামনে নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ধূপগুড়ি পুরসভার তরফ থেকে মাদারের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান, স্মরণসভা এবং আলোচনা চক্রের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্যোগে রোগী ও পরিজনদের মধ্যে খাবার ও পানীয় জল বিলি করা হয়। স্বেচ্ছাস্বেবী সংগঠনের তরফে অলোক রায় বলেন, 'প্রতিবছর এই দিনটি আমরা উৎসাহের সঙ্গে পালন করি। মাদারের আদর্শে আমাদের সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।'

শিবির

ধূপগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : মঙ্গলবার বিকেলে ধূপগুড়ি পুর বাস টার্মিনাস চত্বরে রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য একটি সচেতনতা শিবির আয়োজিত হল। উপস্থিত ছিলেন পুর প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য অরূপ দে, শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা এবং পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনের তরফে আলম রহমান, স্বপন সরকার প্রমুখ। সেখানে রাজ্য সরকারের তরফে পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য অবসরকালীন পেনশন, দুর্ঘটনা, শারীরিক অক্ষমতা এবং মৃত্যুজনিত বিমা সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। কীভাবে ও কোথায় এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে হবে তাও শিবিরে বিস্তারিত জানানো হয়। আইএনটিটিইউসির ধূপগুড়ি টাউন ব্লক কমিটির সভাপতি আলম রহমান বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর এমন প্রকল্পে পরিবহণ শ্রমিকরা উপকৃত হবেন।'

সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি

পরপর চুরিতে অতিষ্ঠ জলপাইগুড়ি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি শহরে চুরির ঘটনা দিন-দিন বেড়ে চলেছে। তাই এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে পাড়ায় পাড়ায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি তুলেছেন পুর নাগরিকরা। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২, ৭ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকরা এই দাবি জানিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল এবিষয়ে বলেন, 'ইদানীং শহরের বিভিন্ন এলাকায় চুরি, ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা বেড়েছে। পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে ঠিকই কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরা বসালে এই ধরনের ঘটনার তদন্ত করতে আরও সুবিধে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।' পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, সম্প্রতি টোটোর শোরুমে চুরি, বাড়িতে চুরি ও ছিনতাইয়ের বেশ কয়েকটি ঘটনার সমাধান করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের তরফেও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জুলাই মাসজুড়ে এবং অগাস্টের প্রথম দিকে ১০টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এমনকি শহরের রাস্তায় মহিলাদের গলা থেকে হার ছিনতাই করার ঘটনাও সামনে এসেছে। শুধু চুরি নয়, শহরের বিভিন্ন পাড়ায় সন্ধে গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নেশাখোরদের আনাগোনা বাড়ছে। ফলে পাড়ার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

সম্প্রতি শহরের সর্বত্র আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের ক্যাম্প বসেছিল। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানান, চুরির ঘটনায় চোরকে শনাক্ত করতে এবং মাদকাসক্তদের চিহ্নিত করতে পাড়ায় পাড়ায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর প্রস্তাব দিয়েছেন শহরের ২, ৭ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকরা। বিশেষত ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা জেলা প্রশাসনের কাছে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছি।'

৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দিবাকর রাউতের কথায়, 'আমাদের পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে রাতের অন্ধকারে রাস্তায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। এছাড়া এলাকায় চুরি, ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা বাড়ছে। সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলে কে বা কারা এই ধরনের কাজ করছেন তা জানা যাবে।' আরেক বাসিন্দা শ্যামশ্রী মৌলিক বলেন, 'আমার বাড়ির সামনের গলিতে সন্ধে নামতে টোটো ও বাইকে বসে নেশার আসর। প্রতিবাদ করলে পালটা হুমকি শুনতে হয়। ক্যামেরা থাকলে এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

প্রস্তাব

- শহরে চুরি, ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা রোধে পাড়ায় পাড়ায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা
- শহরের ২, ৭ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের ক্যাম্পে এই দাবি তোলা হয়েছে
- পুরসভার তরফে জেলা প্রশাসনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে

পাড়ায় পাড়ায়

মালবাজার

বাজারে আবর্জনা

মালবাজার, ২৬ অগাস্ট : মালবাজার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাজার রোডে প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক হাট বসে। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের জন্য এটি কেনাকাটার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হলেও, হাট শেষ হওয়ার পর আবর্জনার গন্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের টেকা দায়।

হাট মিটে যাওয়ার পর শেডের নীচে পচা শাকসবজি, প্যাকেটজাত দ্রব্যের মোড়ক, পলিথিন ইত্যাদি জমে আবর্জনার স্তূপ তৈরি হয়। যা থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ায়। এলাকায় মশামাছির উপদ্রবও বাড়ছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ধ্রুব বিশ্বাস বলেন, 'রবিবার হাট বসে। কিন্তু তার পরের অবস্থা বলার মতো নয়। দুর্গন্ধে শেডের পাশ দিয়ে হাঁটা যায় না।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বারবার অভিযোগ জানিয়েও স্থায়ী সমাধান মিলছে না। তাঁদের দাবি, প্রশাসন যেন হাটের শেডে যথাযথভাবে সাফাইয়ের ব্যবস্থা করে।

এবিষয়ে পুরসভার বাজার কমিটির আহ্বায়ক সরিতা গিরি বলেন, 'বাজারের ছাউনি পরিষ্কার করার দায়িত্ব জেলা পরিষদের ইজারাদারের। তার সঙ্গে পুরসভার চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু তিনি চুক্তির খেলাপ করে অর্ধেক টাকা দিচ্ছেন। তা সত্ত্বেও পুরসভা সপ্তাহে দু'দিন বাজারের ছাউনি পরিষ্কার করাচ্ছে।' কিছুদিন আগে চেয়ারম্যানের উদ্যোগে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ছাউনির তলার অংশটি উঁচু করার জন্য সমীক্ষা করেছেন। যাতে নোংরা জল আর আবর্জনার হাত থেকে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের ভোগান্তি কিছুটা লাঘব হয়।

তথ্য : সুশান্ত ঘোষ

সমাবেশ

জলপাইগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে মানুষকে ভয় দেখানোর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার শিরীষতলা মোড়ে সমাবেশ করে ডিওয়াইএফআই-এর জেলা কমিটি। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা, রাজ্য সভাপতি অয়নাংশু সরকার প্রমুখ। ছাত্র, যুব, শ্রমিক, খেতমজুর, এবং শিক্ষক সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে বুধবার বিডিও অফিস অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৫
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	৪
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৮
ও নেগেটিভ	-	০

গণেশ উৎসবের সূচনা

ধূপগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : মঙ্গলবার রাতে একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে ধূপগুড়ি মহাবীরস্থান রোড ব্যবসায়ী সমিতি পরিচালিত চতুর্থ বর্ষ গণেশ মহোৎসবের সূচনা হয়। এদিন স্থানীয় মিলপাড়া থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে পুজোমণ্ডপে এসে শেষ হয়। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এসডিও পুষ্পা দোলমা লেপচা। আয়োজকদের তরফে এদিন বাজারের দুই সাফাইকর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

পুজো উদ্বোধনে রিকশাচালক থেকে ভিক্ষাজীবী

এল এল পুজো এল

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : যে রীতি শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে, ২০২৫ সালেও সে রীতি অব্যাহত রাখতে প্রস্তুতি চলছে ময়নাগুড়ি বিবেকানন্দ ক্লাবে। এই ক্লাবের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন কোনও নেতা-মন্ত্রী বা সেলেব্রিটির হাতে হয় না, বরং রিকশাচালক, ভ্যানরিকশাচালক কিংবা অসহায় সাধারণ মানুষ বা ভিক্ষাজীবীরা করে থাকেন। এই ধরনের মানুষজনকে নির্বাচন করতে পুজো কমিটির সদস্যরা অবশ্য সমীক্ষা করেন। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় কমিটির তরফে তাঁদের পুজো প্রাঙ্গণে নিয়ে এসে তাঁদের হাত দিয়ে উদ্বোধন করানো হয়।

ক্লাব সভাপতি প্রদীপ দে'র কথায়, '২০১৬ সাল থেকে যাঁরা উদ্বোধন করছেন তাঁদের সুখ-দুঃখ ও সমস্যায় সারাবছরের সঙ্গী ক্লাব সদস্যরা। এভাবেই একটা বড় পরিবার গড়ে তোলা হয়েছে। এখানেই আমাদের পুজোর সার্থকতা।' উদ্বোধনের পর তাঁদের এক মাসের সব ধরনের শুকনো খাবারের প্যাকেট এবং বস্ত্র দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে পেটপুরে খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা থাকে।

স্থানীয় বাসিন্দারা এই ধরনের পুজো উদ্বোধনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা বিভাস সাহার কথায়, 'পাড়ার ক্লাবের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কয়েক বছর ধরেই এই দৃশ্য উপভোগ করছি। এটাই হওয়া দরকার।' এবারের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ক্লাবের সদস্য সঞ্জীব দে জানালেন, সমীক্ষার কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। পুজোর এক সপ্তাহ আগে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। রিকশা ও ভ্যানরিকশা চালক সহ ভিক্ষাজীবীরা রয়েছেন ১৫ জনের উদ্বোধকের তালিকায়। সদস্য পিঙ্কু সাহার কথায়, 'দুর্গাপুজোর পাশাপাশি এই বিষয়টিও আমাদের কাছে আলাদা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।'

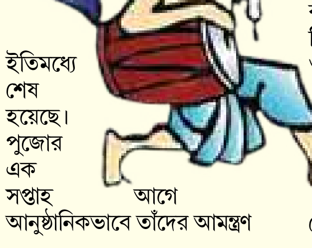

ময়নাগুড়ির বিবেকানন্দ ক্লাবের মণ্ডপসজ্জার কাজ চলছে।

বিবেকানন্দ ক্লাবের পুজোর এবার ৫৪তম বর্ষ। এবারের থিম 'মাটির টানে'। ৫০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এবং ৮০ ফুট চওড়া মণ্ডপজুড়ে থাকবে পোড়ামাটির টেরাকোটাশিল্প। ইট, টালি, মাটি পুড়িয়ে তা কেটে বিভিন্ন ছন্দে সাজানো হবে মণ্ডপ। ডেকোরেটার তথা শিল্পী বুম্বা দেবগুপ্ত বলেন, 'প্রায় ছয় মাস আগে থেকেই মাটি পুড়িয়ে, ইট, টালি কেটে মণ্ডপসজ্জার বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি করার কাজ চলছে। সার্বিক আয়োজন দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে।'

প্রতিমায় থাকছে অভিনবত্ব। টেরাকোটা স্টাইলের দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন ময়নাগুড়ি টেকাটুলির মৃৎশিল্পী হরিকিশোর রায়। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দীপক তরফদার ও সমীর দেবগুপ্তের দাবি, ভিন্ন ধরনের কারুকার্যখচিত পুজোমণ্ডপ এবং ব্যতিক্রমী উদ্বোধন নজর কাড়বে সকলের। স্থানীয় বাসিন্দা গৃহবধূ ঝর্ণা সাহার কথায়, 'আমি এই ধরনের উদ্বোধনের পুরোপুরি সমর্থক। সপরিবারে উপস্থিত থেকে সেই দৃশ্য উপভোগ করি।'

মণ্ডপ, প্রতিমা, কলকাতা-চন্দননগরের আলো এবং পুজোর সার্বিক আয়োজনে মোট ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ২৪ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সভাপতি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জানান, প্রতি বছরই অষ্টমীর দিন সকলকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ ও তরকারি খাওয়ানো হয়। এবারেও সেই আয়োজন থাকছে।

উদ্বোধনের দিন ভিড় সামাল দিতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় বলে জানালেন জয় দে, সুদীব চক্রবর্তীরা। আসলে সাধারণ মানুষকে এভাবে পুজোর সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়াস ময়নাগুড়িবাসীকে বরাবরই আকর্ষণ করে।

শাখা পোস্ট অফিস নিয়ে সিদ্ধান্ত

কাজ না থাকলে বন্ধ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : কাজ না থাকলে শাখাও থাকবে না। সাফ জানিয়ে দিলেন পোস্টমাস্টার জেনারেল ঋজু গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি বড় ডাকঘর পরিদর্শনে এসেছিলেন তিনি। জানালেন, যে সমস্ত শাখা পোস্ট অফিসের পারফরমেন্স খুব খারাপ, একেবারেই কাজের চাপ নেই, সেই সমস্ত শাখাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ এলাকায় যে শাখা পোস্ট অফিসে ভালো কাজ হচ্ছে, সেগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে।

সম্প্রতি এই কাজের কারণেই দার্জিলিং জেলার দুটো পোস্ট অফিসকে তুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর সব পোস্ট অফিসের পারফরমেন্স ও ওয়ার্কলোডের বিচার করা হবে। তারপর রাখা হবে, নাকি বন্ধ করা

হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, জানিয়েছেন ঋজু।

তিনি আরও জানান, ডাক বিভাগের ডেলিভারি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। একটা ডেলিভারি সেন্টার থেকে একাধিক পিনকোড এলাকায় ডেলিভারি করা হবে। কয়েকটি পোস্ট অফিস, যেগুলি জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ি মাঝখানে পড়ে, সেই পোস্ট অফিসগুলোতে মেল দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ছিল। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে সেই সমস্যা মিটে যাবে বলে জানানো হয়েছে। আগে রাতেও মেল নিতে সমস্যা হত। ফলে একদিন মেল পড়ে থাকত। এবার থেকে প্রতিদিনের মেল প্রতিদিন যাবে। পরিষেবার মান বাড়বে।

> এই রাউটারগুলো বাইরে কিনতে পাওয়া যায় না। যে সকল অফিস বন্ধ করতে পারব সেই সকল অফিসের রাউটার অন্য জায়গায় ব্যবহার করব। যে পোস্ট অফিসগুলো থেকে ডেলিভারির কাজ হয় না, সেভিংস ব্যাংকের কাজ ছাড়া আর কিছু হয় না, সেই অফিসগুলো হেড বা অন্যান্য অফিসের সঙ্গে নিয়ে আসার চেষ্টাব করছি।
>
> **ঋজু গঙ্গোপাধ্যায়**
> পোস্ট মাস্টার জেনারেল

বর্তমানে বিভিন্ন সাব-পোস্ট অফিসে রাউটারের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে। ফলে একাধিক সাব-পোস্ট অফিস সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হচ্ছে। ঋজু জানিয়েছেন, নেটওয়ার্কের সমস্যা মেটানো হবে। তিনি বলেন, 'এই রাউটারগুলো বাইরে কিনতে পাওয়া যায় না। যে সকল অফিস বন্ধ করতে পারব সেই সকল অফিসের রাউটার অন্য জায়গায় ব্যবহার করব। যে পোস্ট অফিসগুলো থেকে ডেলিভারির কাজ হয় না, সেভিংস ব্যাংকের কাজ ছাড়া আর কিছু হয় না, সেই অফিসগুলো হেড বা অন্যান্য অফিসের সঙ্গে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি।'

রাস্তার অভাবে সমস্যায় গারোখুটা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : মানুষের সুবিধার্থে কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু কালভার্টের দুই ধারে অ্যাপ্রোচ রোড তো দূর, রাস্তা তৈরির জায়গাও মেলেনি। যার জেরে ঝাড়আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গারোখুটা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা আজও কালভার্টের ব্যবহার করতে পারছেন না। উলটে কালভার্টের পাশ ঘেঁষে কৃষিজমি দিয়েই যাতায়াত করেন বাসিন্দারা। বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, প্রায় ৭ বছর আগে কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, জমি চেয়েও পাওয়া যায়নি। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত কালভার্ট অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা কমল রায় বললেন, 'কালভার্ট থাকলেও রাস্তা নেই। কৃষিজমির কাদা পেরিয়েই বছরের পর বছর ধরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। কৃষিপণ্য নিয়ে বর্ষায় খুব কষ্ট করে যাতায়াত করতে হয়। তবে কালভার্টের সঙ্গে যুক্ত করে রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে গ্রামবাসীদের সমস্যা মিটবে।' একই দাবি করেছেন স্থানীয় কৃষক তথা বাসিন্দা জলেশ্বর রায়ও। তার কথায়, 'সমস্যা দীর্ঘদিনের। কিন্তু প্রশাসনিক নজরদারি না থাকায় সমস্যা এখনও মেটেনি। গ্রামে রাস্তা তৈরির জন্য প্রথমে কালভার্ট তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আর রাস্তা তৈরি করা হয়নি। এতে কালভার্টের ব্যবহারও করা যায়নি।'

ঝাড়আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, গ্রামবাসীদের কথা ভেবেই প্রায় ৭ বছর আগে কালভার্ট তৈরি করা হয়েছিল। এরপর কালভার্টের অ্যাপ্রোচ রোড এবং বাকি অংশ তৈরির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রাস্তা তৈরির জমি পাওয়া যায়নি। গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য নীরেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষই কালভার্ট তৈরি করেছিল। পরে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা করা হলেও জমি পাওয়া যায়নি। রাস্তা নির্মাণ হলে প্রায় ৫০-৬০ মিটার দূরত্বের জেলা পরিষদের রাস্তার সঙ্গে ওই গ্রামীণ রাস্তা যুক্ত করে দেওয়া যেত। এতে বাসিন্দারা যাতায়াতের সুবিধা পেত। তবে সেই চেষ্টা এখনও করা হচ্ছে।' কিন্তু কবে ওই কালভার্টের সঙ্গে যুক্ত অ্যাপ্রোচ রোড এবং রাস্তা নির্মাণ করা যাবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। ঝাড়আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সোনাবালা রায় বলেন, 'পঞ্চায়েত সদস্যের থেকে সবটা শুনেছি। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা করা হবে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

সাইকেলের দেশ

ভাবুন তো, যদি আপনার সন্তান ছোটবেলা থেকেই সাইকেল নিয়ে রাজপথে দাপিয়ে বেড়াত? নেদারল্যান্ডসে ঠিক এটাই হয়। সেখানকার বাচ্চারা সাইকেল নিয়ে রাজপথে গাড়ি-ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দেয়। স্কুলে তাদের সাইকেল চালানো শেখানো হয়। এই শিক্ষা শুধু হ্যান্ডেল ধরা বা প্যাডেল করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাস্তায় কীভাবে সিগন্যাল দিতে হয়, ট্রাফিক আইন মানতে হয়, কীভাবে গাড়ির গতিবিধি বুঝতে হয়, সব শেখানো হয় হাতেকলমে। অভিভাবক এবং শিক্ষকরা সঙ্গে থেকে তাদের শেখান। এমনকি অনেক স্কুলে সাইকেল চালানোর পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রশিক্ষণের ফলস্বরূপ, ডাচ বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই সাইকেলকে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। ফলে, নেদারল্যান্ডস পৃথিবীর অন্যতম নিরাপদ সাইক্লিং-বান্ধব দেশ হিসেবে পরিচিত।

রহস্যময় 'লস্ট সিটি'

৬,০০০ বছরের পুরোনো এক হারিয়ে যাওয়া শহরের সন্ধান! গবেষকরা বলছেন, সমুদ্রের গভীরে স্ক্যানিং যন্ত্রের সাহায্যে এক প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এই শহরটি, যা 'প্রোফাইলো' নামে পরিচিত, টাইগ্রিস নদীর তীরে ছিল বলে মনে করা হয়। যদি এই আবিষ্কার নিশ্চিত হয়, তবে মানব ইতিহাসের অনেক কিছুই নতুন করে লেখার প্রয়োজন হতে পারে। বিজ্ঞানীরা আরও বলছেন, প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতা, যা ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল, তার সঙ্গে এই শহরের যোগাযোগ ছিল।

ঘুম না হলে সর্বনাশ!

ভাবছেন রাতে ঘুম না হলে কী-ই বা হবে? একটু বেশি কফি খাবেন, ব্যাস! কিন্তু সাবধান! ইতালির এক গবেষণায় উঠে এসেছে হাড়হিম করা তথ্য। অনিদ্রা আপনার মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে শেষ করে দেয়! গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে অ্যাস্ট্রোসাইটস নামের মস্তিষ্কের সহায়ক কোষগুলো অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুস্থ মস্তিষ্কে এই কোষগুলো শুধুমাত্র পুরোনো বা ক্ষতিগ্রস্ত নিউরন পরিষ্কার করে। কিন্তু ঘুমের অভাবে এরা সুস্থ এবং সক্রিয় নিউরনগুলোকেও খাওয়া শুরু করে। অর্থাৎ, আপনি যখন জেগে থাকেন, আপনার মস্তিষ্ক তখন নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে! শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিনের ঘুমের অভাবে অ্যালজাইমার্স-এর মতো মারাত্মক রোগ হতে পারে। এর ফলে মারাত্মক মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়। তাই, ঘুমের সঙ্গে আপস করবেন না। আপনার মস্তিষ্ককে বাঁচাতে ঘুম খুবই জরুরি!

উড়ন্ত ক্রেমলিন

ভাবছেন, পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে প্রেসিডেন্ট পুতিন কোথায় যাবেন? মাটি ফুঁড়ে কোনও গোপন বাংকারে? একদম ভুল! আসলে তাঁর জন্য আকাশে তৈরি রয়েছে এক দুর্গ! নাম- 'ফ্লাইং ক্রেমলিন' বা Ilyushin Il-৮০। এই বিশেষ বিমানটি এমনভাবে তৈরি, যা নিউক্লিয়ার আক্রমণও সামলে নিতে পারে। এর গায়ে জানলা প্রায় নেই বললেই চলে, যাতে বাইরের কোনও বিপদ ভেতরে ঢুকতে না পারে। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আক্রমণ থেকেও সুরক্ষিত এটি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এটি আকাশে উড়তে উড়তেই জ্বালানি ভরে নিতে পারে, তাই এটি অনির্দিষ্টকাল ধরে আকাশে থাকতে পারে। আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে এমন বিমান থাকলেও, পুতিনের এই বিশেষ প্লেনটি দেখা যাওয়া মানেই কোনও বড়সড়ো বিপদ আসন্ন।

নদীপাড়েই পড়ে ২ ঘণ্টা, মৃত্যু রোগীর

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : গোয়ালদহবাসীর কাছে নদী পেরিয়ে রায়গঞ্জে যাওয়ার একমাত্র ভরসা নৌকা। কিন্তু বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর আর মাঝি মেলে না ঘাটে। এই পরিস্থিতির বলি হলেন ২৫ বছরের এক তরুণ। মাঝি না থাকায় প্রায় দুই ঘণ্টা নদীপাড়ে পড়ে কাতরাতে থাকেন রুদ্রনারায়ণ রায় নামে ওই তরুণ। দীর্ঘক্ষণ পর যখন নৌকার মাঝি পাওয়া যায়, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। মাঝি আসার পর রুদ্রনারায়ণকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও বাঁচানো যায়নি। মেডিকেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জানিয়ে দেন, রুদ্রনারায়ণ আর বেঁচে নেই। সোমবার রাতের এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে রায়গঞ্জের বিশাহার সংলগ্ন গোয়ালদহ গ্রামে। মৃত তরুণ রুদ্রনারায়ণ বিজেপির স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলে। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর ওই তরুণের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালদহ গ্রামের বাসিন্দা রুদ্রনারায়ণের কিছুদিন পর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ে উপলক্ষ্যে নতুন ঘরও তৈরি করছিলেন তিনি। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বাড়ির বারান্দায় রাখা সিমেন্টের স্তূপ থেকে সিমেন্ট আনতে গেলে একটি বিষধর সাপ তাঁর ডান পায়ে ছোবল মারে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে গোয়ালদহ নদীর ঘাটে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ঘাটে পৌঁছে পরিজনরা দেখেন, কোনও নৌকা নেই। গোয়ালদহবাসীর নদী পেরিয়ে রায়গঞ্জে যাওয়ার একমাত্র উপায় নৌকাই। কিন্তু প্রতিদিনের মতো সেদিনও বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেন মাঝি। নৌকা না পেয়ে অগত্যা রোগীকে নিয়ে নদীর ঘাটেই দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হয় পরিজনদের। শেষে ফোনে খবর পাঠিয়ে পাশের বিশাহার গ্রাম থেকে মাঝিকে ডেকে আনা হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা পর নৌকা নিয়ে এসে রোগীকে নদী পার করানো হয়। তারপর কুলিক, মহানন্দা ও নাগর নদীর সংগমস্থল পেরিয়ে গোরাহার ঘাটে পৌঁছাতে আরও কিছুটা সময় নষ্ট হয়। ফলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই রুদ্রনারায়ণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বলে অভিযোগ পরিবারের।

হাসপাতালের মর্গ চত্বরে দাঁড়িয়ে মৃত তরুণের কাকা যামিনী রায় বলেন, 'সেতু থাকলে আমার ভাইপোকে এভাবে অকালে প্রাণ দিতে হত না। বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর নদী পারাপারের একমাত্র নৌকা বন্ধ হয়ে যায়। ভাইপোকে নিয়ে দুই ঘণ্টা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। তারপর মাঝি এপারে এসে নৌকা লাগালেও হাসপাতালে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যায়।'

সীমান্ত টপকে শ্রীঘরে কিশোর

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৬ অগাস্ট : তারুণ্যে অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি ঝোঁক স্বাভাবিক। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মহম্মদ পল্লবেরও হয়তো ছিল। কিন্তু নিশ্চয়ই সে ভাবেনি এই ঝোঁক তার বিপদ ডেকে আনবে। কাঁটাতারের বেড়া টপকে সে এখন বিদেশবিভুঁইয়ে বন্দি। আদতে বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায়। তার এখন ঠাঁই হয়েছে বালুরঘাট জেলে। আপাতত ১৪ দিন তাকে জেলে রাখার নির্দেশ দিয়েছে বালুরঘাট আদালত।

পুলিশ তার কাছে জেনেছে, চার দেওয়ালের গণ্ডি, বাড়ির অনুশাসন ইত্যাদি তার ঘোর অপছন্দ। ভারত দেখার স্বপ্ন ছিল ছোট থেকে। সেই সঙ্গে ভারতে কাজ করবে বলেও ঠিক করেছিল। হয়তো পরিবারের ঘেরাটোপের বাইরে নিজের মতো থাকতে চেয়েছিল। এতই মরিয়া ছিল যে, কাঁটাতার বেয়ে বেড়ার উপরে উঠে বস্তা পেতে সে সীমান্ত টপকেছিল।

সেই স্বপ্নে বাদ সাধল এপারে এসে ভিনরাজ্যে বাংলাদেশিদের ওপর নির্যাতনের কাহিনী। বেআইনিভাবে সীমান্ত পার হয়ে পল্লব ঢুকে পড়েছিল বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোবরা গ্রামে। সারাদিন এলাকায় ঘুরে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়ার সঙ্গী খুঁজতে থাকে। এলাকার বাসিন্দারা তাকে স্থানীয় কেউ ভেবে গল্পও জুড়ে দেন। তখনই ভিনরাজ্যে বাংলা কথা বলায় হয়রানির গল্প শোনে পল্লব। তখনই সন্দেহ হয় গ্রামবাসীর।

পল্লবও ভয় পেয়ে কীভাবে বাংলাদেশে ফিরে যাবে, জিজ্ঞাসা করতে থাকে স্থানীয়দের। কান্নাকাটিও জুড়ে দেয়। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে পুলিশ গ্রামে পৌঁছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পল্লবের অনুপ্রবেশের প্রমাণ পেয়ে যায়। পরিবারের অর্থনৈতিক সংকট ও কড়া অনুশাসনের জন্য এপারে এসেছে বললেও কাঁটাতার টপকে আসার পিছনে অন্য কোনও অভিসন্ধি রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বালুরঘাটের ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বহুরূপে...

বিখ্যাত ওনাম উৎসবের আগে কোচির রাস্তায় রঙিন শোভাযাত্রা। মঙ্গলবার। -পিটিআই

দুর্নীতির জাল উত্তরেও

প্রথম পাতার পর

ছেলেকে বংশের কুলাঙ্গার বলতেও ছাড়ছেন না বিধায়কের বাবা বিশ্বনাথ সাহা।

জীবনকৃষ্ণ তাঁর সম্পত্তির একাংশ বাবার উপহার দেওয়া বলে দেখিয়েছেন। কিন্তু বিধায়কের বাবা দাবি করেন, তিনি কোনওদিন ছেলেকে টাকা বা অন্য সম্পত্তি দেননি। তাঁর ব্যবসার সঙ্গে ছেলেরও কোনও যোগাযোগ নেই। ছেলের সব সম্পত্তিই বেআইনি বলে বিশ্বনাথের অভিযোগ। তিনি বলেন, 'বারবার ওকে সতর্ক করেছিলাম। সেসব কথা কানে তোলেনি। বরং পরিস্থিতি এমন হয় যে, আমাকেই নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। আমি চাই, ওর শাস্তি হোক। না হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি আমার। আমাকে প্রাণে মারার হুমকিও দিয়েছে ও।'

বিধায়ক ও তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে দফায় দফায় ৪৬ লক্ষেরও বেশি টাকা জমা পড়ার প্রমাণ আছে ইডি'র হাতে। একজন স্কুল শিক্ষক বিধায়কের পরিবারের অ্যাকাউন্টে এত টাকার উৎস খুঁজতে গিয়ে চাকরি বিক্রির চক্রে তাঁর যোগসাজশের খোঁজ পায় ইডি। ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে এসেছে। স্ত্রী ইডি'র কাছে স্বীকার করেছেন, তাঁর স্বামী এই টাকা জমা করেছেন।

জীবনকৃষ্ণের বাবার অ্যাকাউন্টেও টাকা জমা পড়েছে। সেই টাকা বিধায়কেরই বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। জীবনকৃষ্ণ নিজের ও অন্য বেশ কয়েকজনের নামে সম্পত্তি কিনেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আত্মীয়রাও রয়েছেন। বেশিরভাগ সম্পত্তি নগদে কেনা হয়েছিল। ছেলের অধঃপতনের জন্য নিজের বোন মায়ারানি সাহাকেও দায়ী করেছেন বিধায়কের বাবা।

মায়া আবার বীরভূমের সাঁইথিয়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার। পিসির আশকারাতেই জীবন অনৈতিক কাজ করতেন বলে বিশ্বনাথের অভিযোগ। তবে মায়ারানি সেই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'জীবন আমার ভাইপো। কিন্তু ও কী করেছে বলতে পারব না।' কিন্তু বিশ্বনাথের বক্তব্য, হাতে ক্ষমতা পাওয়ার পরই বদলে গিয়েছিলেন তাঁর ছেলে। ভয় দেখিয়ে জমি দখল করতেন, পারিবারিক সম্পত্তি গ্রাস করেছেন।

জীবনের মোবাইল দুটোর পাসওয়ার্ড প্রথমে দিতে না চাইলেও পরে দিয়েছেন বলে ইডি সূত্রে খবর। মোবাইলগুলিতে কোনও গোপন তথ্য রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

ডিএ অনিশ্চিতই

প্রথম পাতার পর

তিনি যুক্তি দেন, যে কম্বিনেশনে বেঞ্চে শুনানি হচ্ছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বিচারপতি কারোলের বেঞ্চে তাঁর নির্দিষ্ট বিচারপতি গোপাল সুব্রহ্মণিয়াম উপস্থিত ছিলেন না। বদলে ছিলেন বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র। সিবালের যুক্তি শুনে বিচারপতি কারোল মঙ্গলবার আর ডিএ মামলার শুনানি হবে না বলে জানিয়ে দেন। আগামী সোমবার অথবা শুক্রবার শুনানি হতে পারে বলেন তিনি। মামলার তালিকার প্রথম দিকে শুনানি থাকবে বলে তিনি জানান।

কিন্তু রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবাল অন্য মামলায় তাঁর ব্যস্ততার কারণে পরবর্তী শুনানি ১০ সেপ্টেম্বরের পরে হলে ভালো হয় বলে জানালে আদালত আর পরবর্তী তারিখ ঠিক করেনি। লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর স্বার্থ জড়িত মামলাটি দিনের পর দিন ঝুলে থাকায় অসন্তোষ ছড়িয়েছে। তবে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও কর্মচারী সংগঠনগুলির নেতারা হাল ছাড়তে নারাজ।

কর্মচারী পরিষদের দেবাশিস শীলের কথায়, 'আদালতের ওপর ভরসা রয়েছে।' ইউনিটি ফোরামের দেবপ্রসাদ হালদার অবশ্য আশাবাদী। তাঁর বক্তব্য, 'নির্ধারিত বেঞ্চে শুনানি না হওয়ায় সুবিধাই হয়েছে। নির্দিষ্ট বেঞ্চে শুনানি হলে মঙ্গল।' কর্মচারীদের অপর আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, ডিএ মামলার শুনানিতে অনেকটাই অগ্রগতি ঘটেছে। কিছু বিষয়ে রাজ্য সরকারকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।

নতুন মুখে

প্রথম পাতার পর

এদিন ঘোষিত শাসকদলের ব্লক কোর কমিটি নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে শহরে। দলের নতুন মুখের ভাবনা আগামীদিনে জোড়াফুলের পক্ষে ভোটে ইতিবাচক সাড়া টানবে কি না তা নিয়েও নানা মত শোনা যাচ্ছে। মূল দলীয় সংগঠনের সঙ্গেই বদল হয়েছে মহিলা ও যুব নেতৃত্বেও। প্রাক্তন কাউন্সিলার সুজাতা সরকারকে সরিয়ে তৃণমূল যুবর ব্লক সভাপতি করা হয়েছে শুভ দে সরকারকে। সুজাতাকে সংগঠনে জেলা সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে মহিলা সংগঠনের ব্লক সভাপতি পদে প্রাক্তন কাউন্সিলার নমিতা রায়কে সরিয়ে আনা হয়েছে পিকাই সরকারকে। দীর্ঘদিনের দলীয় কর্মী হিসেবে এটা দলীয় স্বীকৃতি বলে খবর। তার সঙ্গে সহ সভাপতি হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন কাউন্সিলার অর্পিতা ঘোষকে। বলতে গেলে মূল দল ও শাখা সংগঠন মিলে এই একজনই প্রাক্তন কাউন্সিলার টাউন ব্লক রাজনীতিতে ফের একবার সুযোগ পেলেন।

নতুন মুখ এনে ধূপগুড়িতে দলের হাল ফেরানোর ভাবনা নিয়ে ধূপগুড়ি টাউন ব্লক কমিটির নবনির্বাচিত আহ্বায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'চলমান সাংগঠনিক ভাবনার এটা একটা রূপ। এখানে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। সবাইকে নিয়ে বসে ধূপগুড়ি শহরে দলীয় কাজকে গিয়ে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য।'

উত্তরের ঢাকে

প্রথম পাতার পর

বললেন, 'আমাদের আট-দশজনের একটা দল আছে। গত ৭ বছর ধরে আমরা অসমের গুয়াহাটিতে বিভিন্ন দুর্গাপুজোয় ঢাক বাজিয়ে আসছি। সেখানকার পুজো কর্তৃপক্ষ আমাদের তিন মাস আগেই বায়না দিয়ে রাখে। এবার তো পুজোর আর এক মাস বাকি। কেউ যোগাযোগই করেনি।'

কেউ বায়না পাননি, কেউ যাচ্ছেন না ভয়ে। ইংরেজবাজারের মানিকপুর গ্রামের ঢাকি হেমন্ত রবিদাস যেমন হিন্দি বা ইংরেজি বলতে পারেন না। তাই তাঁর আশঙ্কা, 'বাংলায় কথা বলি। বাংলায় কথা বললেই তো হেনস্তা করছে। তাই দিল্লি থেকে পুজোর ঢাক বাজানোর ডাক এলেও যাচ্ছি না। বাড়ির লোকেদেরও আপত্তি আছে।'

দিল্লিতে গেলে চারদিনের ঢাক বাজিয়ে ৩০-৪০ হাজার টাকা আয় হয়। মুম্বই গেলে আরও বেশি। আর স্থানীয় ক্লাবে বাজিয়ে মেলে ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা। কয়েকগুণ বেশি উপার্জনের পথটাই বন্ধ। আলিপুরদুয়ারের পলাশবাড়ির চরের বাসিন্দা, পেশায় ঢাকি সুজিত ঢাকি বলছিলেন, 'এবার বাইরের কোনও রাজ্য থেকেই আমাদের ঢাক বাজানোর জন্য কেউ বলেনি। তবে শহরের কিছু পুজো কমিটি থেকে বাজানোর জন্য বলেছে। কম টাকা পেলেও একদম ঘরে বসে তো থাকা যায় না।'

স্থানীয় ঢাকিরা তো বাইরে চলে যান অন্যান্যবার। তপন সরকারের মতো আলিপুরদুয়ার শহরের পুজো কমিটির সদস্যরা ভরসা করেন বাইরে থেকে আসা ঢাকিদের ওপর। এবার পরিস্থিতি অন্য। তপন বলছিলেন, 'এবছর আমরা স্থানীয় ঢাকিকেই পুজোয় বায়না দিয়েছি।' কম টাকায় নিজের এলাকায় বাজালে কি আর খুশির বোল ফুটবে সুধীর-শ্যামলের ঢাকে?

করমপুজোয় অনুদান দাবি

বীরপাড়া, ২৬ অগাস্ট : করমপুজোয় ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সারনা ধর্মাবলম্বী আদিবাসীরা সে কারণে ধন্যবাদও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। সেইসঙ্গে তাঁদের আর্জি, দুর্গাপুজোর মতো করমপুজোর আয়োজক কমিটিগুলির জন্যও আর্থিক অনুদান চালু করা হোক। আদিবাসী সংগঠন রাজি পারহা সারনা প্রার্থনাসভা ভারতের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভগবানদাস মুন্ডা বলেন, 'করমপুজোয় অনুদানের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে। তিনি সাড়া দেবেন বলে আশা করছি।'

কন্যা হওয়াই কাল হল একরত্তির

প্রথম পাতার পর

তাঁর বক্তব্য, দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ায় পরিস্থিতি কিছুটা বদলায়। কিন্তু শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে এবং সদ্যোজাতকে ফেলে রেখে চলে যায়। যে কারণে হাসপাতাল থেকে ছুটির পর প্রায় এক মাস বাপের বাড়িতে থাকতে হয়েছে তাঁকে। বাপের বাড়ির লোকজন শ্বশুরবাড়িতে কথা বলে তাঁকে সেখানে পাঠান। প্রিয়াংকার অভিযোগ, রাহুল প্রায় সময়ই মেয়েকে মেরে দেওয়ার কথা বলত। কেন কন্যাসন্তান হল, তার জন্য তাঁকে মারধর করা হত। স্বামীর পাশাপাশি দেওর, শ্বশুর মারধর করত বলে তাঁর অভিযোগ।

সোমবার রাত ৯টা নাগাদ ভিডিও কল করে নাতনিকে দেখেন প্রিয়াংকার মা সহ ওই বাড়ির কয়েকজন। এরপরই মেয়েকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন প্রিয়াংকা। তাঁর দাবি, রাত দেড়টার সময়ও বেঁচে ছিল মেয়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন মেয়ে নড়াচড়া করছে না। শরীর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রাহুল সহ শ্বশুরবাড়ির লোকদের জানান। এরপরই প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে রাহুল ও তিনি মেয়ে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন অন্তত চার ঘণ্টা আগে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে শিশুটির, দাবি প্রিয়াংকার। এর পরেই রাহুলকে সন্দেহ হয় তাঁর এবং তিনি স্বামীকে আটকে রাখার জন্য স্থানীয়দের বলেন। স্থানীয়রা রাহুলকে আটকে স্থানীয় হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পে জানান। ক্যাম্পের পুলিশ রাহুলকে আটক করে। ততক্ষণে প্রিয়াংকার বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা হাসপাতালে চলে আসেন। দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হলে শিলিগুড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। থানা থেকে পুলিশ এসে দুই পক্ষকে সরিয়ে দেয় এবং রাহুলকে নিয়ে যায়। এরপর স্বামীর বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রিয়াংকা। অভিযোগের ভিত্তিতে ভক্তিনগর থানার পুলিশ রাহুলকে গ্রেপ্তার করে। তবে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন রাহুলের দিদি পুষ্পা মাহাতো। তাঁর দাবি, 'আমার ভাই শিশুকে খুন করেনি। ওকে ফাঁসানো হচ্ছে। অসুস্থ হয়েই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।'

কাজে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

গত এক বছরে এভাবে অন্তত ১৮টি মোবাইল তিনি লাটাগুড়ির সেই দোকানে বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট দোকানের মালিক দীপককুমার পাম স্বীকার করেছেন, ধীরাজের কাছ থেকে ৪০০০ থেকে ১২ হাজার টাকায় বেশ কয়েকটি ফোন কিনেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ধীরাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

জানা গিয়েছে, ধীরাজ গোপ তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ফলে পুলিশের কর্তারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে, পুলিশের চাপে মোবাইলের দোকানের মালিকের চেষ্টায় তিনটি মোবাইল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অভিযুক্ত ধীরাজ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। এর আগেও নাকি তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিলেন ওই দোকান মালিক। তৃণমূলের কোনও নেত্রীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তাও অস্বীকার করেন ধীরাজ।

ভোটের আগে সাবধানি দল

প্রথম পাতার পর

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ক্রান্তি থেকে যাতে বড় লিড দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা থাকবে।' মহাদেবের এই ভোট ম্যানেজমেন্টে এবারও আস্থা রাখছে দল।

অর্চনা সূত্রধর ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হওয়ার পর তাঁর উপর প্রশাসনিক কাজের চাপ বেড়েছে। তাই ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে ঝাড়আলতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মমতা রায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মাটিয়ালি ব্লকে প্রাক্তন বিধায়ক জোশেফ মুন্ডার ক্ষোভে আমল দেয়নি দল। ফলে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে পুনর্বহাল হয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্যা স্নোমিতা কালান্দি।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লক তৃণমূল-১ ব্লকে আবার ক্ষোভ সামলানোর অঙ্ক কাজ করেছে। দোলন রায়কে সরিয়ে দক্ষিণ বেরুবাড়ির প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান বিমল দাসকে সভাপতি করা হয়েছে। তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামলাতে দোলনকে তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি সদর ২ নম্বর ব্লকে কৃষ্ণ দাস অনুগামী অর্জুন দাসকেই পুনরায় ব্লক সভাপতি করা হয়েছে। অপরদিকে, আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি তপন দে-র ঘনিষ্ঠ রাজু সাহানিকেই এই ব্লকে সংগঠনের সভাপতি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূলের দায়িত্ব এবার শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। দলের একাংশই বলছে, দীর্ঘদিনের কর্মী শেখরের প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে শহরে পরিচিতি ও ফ্যান ফলোয়ার আছে। দলের সংগঠনকে তিনি চাঙ্গা করে তুলবেন বলেই আশা করছে দল।

রাজগঞ্জে বয়সের কারণে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তুষার দত্ত সরলেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন নীলাদ্রি বসু। এছাড়া আইএনটিটিইউইসির রাজগঞ্জ ব্লক কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সোলেমানের জায়গায় এসেছেন শেখ ওমর ফারুক। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ব্লক সভানেত্রী মঞ্জুমা খাতুনের জায়গায় নতুন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি হয়েছেন সবাণী ধাড়া। মঞ্জুমা খাতুন বেশ কিছুদিন ধরেই সংগঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন না।

দীর্ঘদিন পরে অবশেষে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাক্তন ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিকের জেলযাত্রার পর থেকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকে তৃণমূল আর কাউকে সভাপতি করেনি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির নতুন ব্লক সভাপতি করা হয়েছে দিলীপ রায়কে। দিলীপ প্রাক্তন ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। অন্যদিকে, গৌতম গোস্বামীর জায়গায় নতুন ব্লকের যুব সভাপতি হয়েছেন অমিত ঝা। মহিলা সভাপতি করা হয়েছে লতিকা রায়দাসকে।

যে সমস্ত তৃণমূল ব্লক ও শাখা সংগঠনের নেতৃত্বকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের এলাকায় প্রভাব রয়েছে। দলে ক্ষোভ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা করেই এবার রাজ্য তৃণমূল সরাসরি বেশ কয়েকজনকে জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক করেছে। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে ঝুলন সান্যাল, মেহবুব রহমান, নির্মল রায়, অমিত দে ও সাকিল হোসেনকে। জেলা তৃণমূল মহিলার সাধারণ সম্পাদিকা করা হয়েছে অর্চনা সূত্রধরকে। জেলা আইএনটিটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মহেশ রাউতিয়া।

তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'যাঁদের পুরোনো দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের জেলা কমিটিতে সরাসরি নিযুক্ত করেছে রাজ্য। ওয়ার্ড ও বুথ সভাপতি ঠিক করার পর জেলা কমিটি গঠন করা হবে।'

আগ্রাসনে সিরাজের গুরু বিরাটই

সাফল্যের নেপথ্যে বুমরাহহীন বোলিংয়ের 'দায়িত্ব'

হায়দরাবাদ, ২৬ অগাস্ট : জসপ্রীত বুমরাহ না থাকলে বাড়তি সফল মহম্মদ সিরাজ!

গত ইংল্যান্ড সফরে যে প্রশ্নটা বারবার উসকে দিয়েছে। এদিন যে রহস্যের হদিস দিলেন স্বয়ং সিরাজই। ইংল্যান্ডে বুমরাহর অনুপস্থিতিতে এজবাস্টন ও ওভালে টেস্ট জেতে ভারত। জয়ের অন্যতম নায়ক সিরাজ দুই ম্যাচে নেন যথাক্রমে ৭ ও ৯টি উইকেট। শুধু পরিসংখ্যান নয়, পেস ব্রিগেডকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের ওপর দাপট দেখিয়েছেন।

বুমরাহর অনুপস্থিতিতে যে সাফল্য প্রসঙ্গে সিরাজের যুক্তি, যখন কাঁধের ওপর বাড়তি দায়িত্ব থাকে, গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিরিজের চ্যালেঞ্জ থাকে, সেরাটা বেরিয়ে আসে। হায়দরবাদ এক্সপ্রেস আরও বলেছেন, 'দায়িত্বটা যেমন উপভোগ করি, তেমনই আমাকে অনুপ্রাণিতও করে। জসসি ভাই চোটআঘাত ও ওয়ার্কলোডের কারণে সব ম্যাচ খেলেনি। ওর অনুপস্থিতিতে চেষ্টা করেছি বোলিংয়ে ইতিবাচক মানসিকতা ধরে রাখতে। আকাশ দীপ সহ দলের বাকি বোলারদের মধ্যে সেই বিশ্বাসটা ছড়িয়ে দেওয়া চেষ্টা করেছি।'

> বিরাটভাইয়ের থেকে শিখেছি, মাঠে প্রতিপক্ষ হল শত্রু। মাঠের বাইরে বন্ধুত্ব ঠিক আছে, কিন্তু মাঠে ঠিক উলটো। আমিও তা অনুসরণ করি। বোলিংয়ের মধ্যে সেই ঝাঁঝটাই বের করে আনি। আর আগ্রাসনটাই আমাকে ভালো বোলিংয়ের রসদ জোগায়। -মহম্মদ সিরাজ

সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার খুশিও আড়াল করলেন না। অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ইংল্যান্ড সফরে প্রথম টেস্টে বুমরাহর অনবদ্য বোলিংয়ের পাশে অনেকটা ফিকে ছিলেন সিরাজ। নিন্দুকরা যা নিয়ে খোঁচা মারতে ছাড়েনি। রাখঢাক না করে যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এজবাস্টনে নিজেকে বলেছিলাম, অনেকে অনেক কথা বলছে, এবার সবাইকে চুপ করাতে হবে। কখন, কোন পরিস্থিতি কী করণীয় বুঝি। অনেক লড়াই করে এখানে এসেছি। সবাই তা বুঝবে না।'

নতুন গাড়ি কিনে খোশমেজাজে মহম্মদ সিরাজ।

দুরন্ত বোলিংয়ের পাশাপাশি প্রতিপক্ষের সঙ্গে মেঠো যুদ্ধেও গোটা সফরে শিরোনামে ছিলেন মহম্মদ সিরাজ। এক্ষেত্রে বিরাট কোহলি না থাকলেও, তাঁর পতাকা কার্যত বইতে দেখা গিয়েছে। সিরাজের কথায়, মাঠে প্রতিপক্ষ সবসময় শত্রু। বিরাট কোহলির থেকে যা শিখেছেন। ইংল্যান্ড সফরে মাঠে তারই প্রয়োগ করেছেন।

শুভমান গিলের অন্যতম সেরা পেস অস্ত্র বলেছেন, 'মূলত বিরাটভাইয়ের থেকে শিখেছি, মাঠে প্রতিপক্ষ হল শত্রু। মাঠের বাইরে বন্ধুত্ব ঠিক আছে, কিন্তু মাঠে ঠিক উলটো। আমিও তা অনুসরণ করি। বোলিংয়ের মধ্যে সেই ঝাঁঝটাই বের করে আনি। আর আগ্রাসনটাই আমাকে ভালো বোলিংয়ের রসদ জোগায়। আরসিবি-তে দীর্ঘদিন খেলেছি। কোহলির সঙ্গে আমার সম্পর্কও বেশ ভালো। ওকে দেখেছি। বুঝেছি একজন ফাস্ট বোলারের আগ্রাসন থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

ফেরার জন্য প্রস্তুত, আশ্বস্ত করলেন সূর্য

বেঙ্গালুরু, ২৬ অগাস্ট : রিহ্যাব এখনও জারি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বেঙ্গালুরুস্থিত সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে চলছে ফিটনেস নিয়ে শেষ তুলির টান দেওয়ার কাজ। সঙ্গে জারি ব্যাটিং অনুশীলনও। অপেক্ষা এবার এশীয় যুদ্ধে নামার। তার প্রাক্কালে সমর্থকদের আশ্বস্ত করে সূর্য জানিয়ে দিলেন, রুটিনমাফিক সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে তৈরি মাঠে ফেরার জন্য।

গম্ভীরের 'আশ্বাস' ভরসা ধ্রুবর

> ওর সঙ্গে থাকলে বাড়তি উদ্দীপনা কাজ করে। তাগিদ অনুভূত হয়। যখন হাডলে কিছু বলে, প্রত্যেকের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা সঞ্চারিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলেছেন, যখনই প্রয়োজন হবে নিঃসংকোচে যেন ফোন করি।
>
> **ধ্রুব জুরেল** (গৌতম গম্ভীর সম্পর্কে)

বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওতে সূর্য বলেছেন, 'খুব ভালো অনুভূতি। গত ছয় সপ্তাহের রুটিনমাফিক সবকিছু চলছে। ভালো লাগছে। আমি প্রস্তুত মাঠে ফেরার জন্য।' ৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের জন্য দুবাইগামী বিমানে উঠবে ভারতীয় দল। দিন চারেকের প্রস্তুতি সেরে ১০ সেপ্টেম্বর অভিযান শুরু। যে অভিযানে অধিনায়ক সূর্যর ফিট থাকা গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দলের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

জার্মানিতে হার্নিয়া অস্ত্রোপচারের পর বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিলেন সমর্থকদের সঙ্গে। ভারতের টি২০ দলনায়ক বলেছেন, 'দুরন্ত ব্যবস্থা। জিম, ফিটনেস ট্রেনিংয়ের সরঞ্জাম, মাঠ, সহকারী স্টাফ-সবমিলিয়ে দুর্দান্ত। ৩০-৩৫ জন একসঙ্গে শারীরিক কসরত করি জিমে। শুধু রিহ্যাব নয়, খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিসের জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্সকে বেছে নিলেও লাভবান হবে। ৬০-৭০টি প্র্যাকটিস উইকেট! গোটা তিনেক মাঠ। তার সঙ্গে অবিশ্বাস্য সুযোগ-সুবিধা। নিঃসন্দেহে আমার দেখা সেরা।'

এদিকে, এশিয়া কাপের দলে জায়গা না পেলেও হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের আশ্বাস ভরসা জোগাচ্ছে ধ্রুব জুরেলকে। জিতেশ শর্মা, জুরেলের মধ্যে লড়াই ছিল। শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে জিতেশ অগ্রাধিকার পায়। তবে বাদ পড়লেও গম্ভীরের পরামর্শ, পাশে থাকার বার্তা ভরসা জোগাচ্ছে জুরেলকে।

এদিন এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীরকে নিয়ে উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'ওর সঙ্গে থাকলে বাড়তি উদ্দীপনা কাজ করে। তাগিদ অনুভূত হয়। যখন হাডলে কিছু বলে, প্রত্যেকের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা সঞ্চারিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলেছেন, যখনই প্রয়োজন হবে নিঃসংকোচে যেন ফোন করি। সবসময় তোমার পাশে আছি। শুধু মাথা ঠিক রেখে পরিশ্রম করে যাও। ভারতীয় দলের হেডকোচ যখন এই কথা বলে, আত্মবিশ্বাস জোগাতে বাধ্য।'

পোষ্যের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব।

কেরল ক্রিকেট লিগে বিধ্বংসী অর্ধশতরানের পর সঞ্জু স্যামসন।

এক বলে ১৩ সঞ্জুর

কোচি, ২৬ অগাস্ট : ভারতীয় দলের এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ফিরেছেন শুভমান গিল। তিনি দলের সহ অধিনায়কও বটে। ফলে প্রথম একাদশে শুভমান খেললে কোপ পড়তে পারে সঞ্জু স্যামসনের উপর। অন্তত প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারদের মত তেমনই। এই পরিস্থিতিতে নিজের স্বপক্ষে কড়া সওয়াল করে চলেছেন ৩০ বছরের সঞ্জু।

মঙ্গলবার কেরল ক্রিকেট লিগে কোচি ব্লু টাইগার্সের হয়ে সঞ্জু ৪৬ বলে ৮৯ রান করলেন। ইনিংস সাজানো ৪ বাউন্ডারি এবং ৯টি ছক্কায়। এর মধ্যে পঞ্চম ওভারে এক বলে ১৩ রান তুললেন তিনি। ত্রিশুর টাইটান্সের সিজোমন জোসেফকে নো বলে ছক্কা মারেন। ফ্রি হিটের বলও পাঠান বাউন্ডারির বাইরে। রবিবার মিডল অর্ডারে নেমে ৫১ বলে ১২১ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছিলেন। প্রথমে অর্ধশতরান করেন ১৬ বলে। তারপর তিন অঙ্কে পা রাখেন ৪২ বলে।

এশিয়া কাপের আগে সঞ্জুর এমন দুরন্ত ফর্ম নিঃসন্দেহে ভালো মাথাব্যথার কারণ হতে চলেছে গৌতম গম্ভীরদের জন্য।

কোহলির সাফল্যের নেপথ্যে পূজারা : অশ্বীন

চেন্নাই, ২৬ অগাস্ট : গত অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসর চমকে দিয়েছিল। চমক বাড়িয়ে টেস্টকে গুডবাই জানিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। রেশ বজায় রেখে গত রবিবার অবসর গ্রহে চেতেশ্বর পূজারাও। দীর্ঘদিনের যে সতীর্থকে এদিন প্রশংসায় ভরিয়ে অশ্বীনের দাবি, বিরাট কোহলির সাফল্যে পূজারার অবদান অনস্বীকার্য।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন দাবি করেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে পড়ে থেকে বোলারদের ক্লান্ত করে দিতেন পূজারা।

দাবি মেনে নিচ্ছেন বিরাটও!

নিখুঁত রক্ষণে হতাশা বাড়াতেন প্রতিপক্ষের। বিরাট সহ পরবর্তী ব্যাটাররা যার সুবিধা পেয়েছে। অশ্বীন বলেছেন, 'তিন নম্বর পজিশনে পূজারার অবদান অনস্বীকার্য। ওর উপস্থিতি বিরাট কোহলিকে সাফল্য পেতে সাহায্য করেছে। বিরাটের বড় স্কোর, প্রচুর রানের পিছনে ছিল পূজারা। একটা উদাহরণ তুলে ধরছি। ওয়ান্ডারার্সে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের শেষ টেস্ট। বিপজ্জনক পিচ। ৫৩ বল খেলে প্রথম রান করে পূজারা। নতুন বল সামলে পরবর্তী ব্যাটারদের জন্য মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিল।'

সিম্ফোনির সঙ্গে পূজারার ব্যাটিংকে তুলনা করেছেন অশ্বীন। বলেছেন, 'ও এমন একজন ছিল, যখন ব্যাট করত, সিম্ফোনির মতো লাগত। আপনারা হয়তো বিরাটের কভার ড্রাইভের এডিট করা রিল দেখেছেন। কিংবা রোহিতের পুল শট, ধোনির হেলিকপ্টার শট। কিন্তু পূজারার রক্ষণ ছিল যথার্থ অর্থেই সুরমূর্ছনা। ও হল ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের কিংবদন্তি। কারও চেয়ে ওর অবদান কোনও অংশে কম নয়। সে বিরাট, রোহিত বা অন্য যে কেউ হতে পারে।'

অশ্বীনের যে দাবিতে সিলমোহর দিয়েছেন স্বয়ং বিরাট কোহলিও। রবিবার অবসর নিয়ে সতীর্থ পূজারার উদ্দেশে ইনস্টাগ্রামে কোহলি লিখেছেন, 'ধন্যবাদ পুজি। চার নম্বর পজিশনে আমার কাজটা তুমি অনেক সহজ করে দিয়েছিলে। অসাধারণ কেরিয়ার। অভিনন্দন তোমাকে। আগামীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা।'

এই ছবি পোস্ট করে চেতেশ্বর পূজারাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন বিরাট কোহলি।

টি২০ যুগে স্ট্রাইক রেট নয়, নিখুঁত ব্যাটিংকে বরাবর অগ্রাধিকার দিয়েছেন পূজারা। পুরোনো স্কুল ঘরানার কপিবুক ক্রিকেটে বিশ্বাসী। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধৈর্য, দায়বদ্ধতা, একাগ্রতা। পূজারার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কার্যত সেই পুরোনো পরম্পরারও অবসান হল। লম্বা ইনিংস খেলার অভ্যাসটা তৈরি হয় অনূর্ধ্ব পর্যায়ে খেলার সময় থেকে। পূজারার কথায়, সৌরাষ্ট্র তখন কিছুটা কমজোরি দল। বাড়তি দায়িত্ব থাকত ইনিংস টেনে নিয়ে যাওয়ার।

পূজারা বলেছেন, 'যখন সৌরাষ্ট্রের হয়ে শুরু করি, তখন আমরা কিছুটা কমজোরি ছিলাম। আমি সেঞ্চুরি করার পরও তা যথেষ্ট হত না অনেক সময়ই। তখন থেকে ইনিংসকে যথাসম্ভব দীর্ঘ করার প্রয়াস থাকত। ১০০ থেকে ১৫০, ২০০ এমনকি ৩০০-ও টার্গেট করতাম। এভাবেই ধৈর্য ধরে ক্রিজে টিকে থাকার অভ্যাস, শৃঙ্খলা তৈরি হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সিনিয়ার রনজি দল, টেস্ট ক্রিকেটে আমাকে যা ভীষণভাবে সাহায্য করেছে।'

নেইমারকে ছাড়া দল ঘোষণা ব্রাজিলের

ব্রাসিলিয়া, ২৬ অগাস্ট : জাতীয় দলে ফেরার অপেক্ষা বাড়ল ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারের।

সোমবার বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের জন্য ২৩ জনের দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ অ্যান্সেলোত্তি। সেই দলে স্থান হয়নি নেইমারের। গত সপ্তাহে তাঁর পায়ে সামান্য চোট লেগেছিল। সেই কারণেই নেইমারকে দলে রাখেননি ব্রাজিল কোচ।

ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের পর থেকে জাতীয় দলের হয়ে কোনও ম্যাচ খেলেননি। প্রায় হাজার দিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে তিনি। যদিও কোচ অ্যান্সেলোত্তি বলেছেন, 'নেইমারের আলাদা করে কিছু প্রমাণ করার নেই। সবাই জানে, ও কত বড় ফুটবলার। নেইমার সম্পূর্ণ ফিট হয়ে জাতীয় দলে ফিরবে এবং বিশ্বকাপে নিজের সেরাটা দেবে।'

নেইমার ছাড়াও ব্রাজিল দলে স্থান হয়নি রিয়াল তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও রডরিগোর। আগেই অবশ্য অ্যান্সেলোত্তি জানিয়েছিলেন, ভিনিকে তিনি বিশ্রাম দেবেন। ঘোষিত ব্রাজিল দলে দীর্ঘদিন পরে প্রত্যাবর্তন হয়েছে লুকাস পাকুয়েতার। এছাড়াও বর্ষীয়ান মিডিও ক্যাসেমিরো ও চেলসির তরুণ স্ট্রাইকার এস্টেভাও দলে স্থান পেয়েছেন।

ফিটনেস ট্রেনিংয়ে নীরজ চোপড়া।

রাহুলের পাঁচের পর ব্যাটিং ধস বাংলা দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : বল হাতে রাহুল প্রসাদ পাঁচ উইকেট নিলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন আমির গনি ও বিশাল ভাট্টি। দুইজনই দুইটি করে উইকেট নিয়েছেন। বোলারদের দাপটে চেন্নাইয়ে চলতি বুচিবাবু প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বের তিন নম্বর ম্যাচে আজ ২০৩ রানে তামিলনাড়ুকে অল আউট করে দেয় বাংলা। তারপরও প্রথম দিনের শেষে ব্যাটিং ধসে ৫৮/৪ স্কোরে বাংলা রীতিমতো ব্যাকফুটে। অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন অভিষেক পোড়েল। ব্যাট হাতে আপাতত অভিষেকই দলের ভরসা। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে শতরান করা আদিত্য পুরোহিত, সুদীপকুমার ঘরামিদের কেউই রান পাননি আজ।

বুচিবাবু

এদিকে, টিম ইন্ডিয়ার কক্ষপথ থেকে ছিটকে যাওয়া রুতুরাজ গায়কোয়াড় শতরান করলেন। হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক রুতুর ব্যাট থেকে এল ১৩৩ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের জন্য নির্বাচকদের বার্তা দিয়ে রাখলেন সরফরাজ খানও। ১১১ রানের ইনিংসে হরিয়ানার বিরুদ্ধে মুম্বইকে ৮৪/৪ স্কোর থেকে টেনে তোলেন তিনি।

ত্রিপুরার হয়ে খেলবেন হনুমা

আগরতলা, ২৬ অগাস্ট : জল্পনা আগেই ছিল। শেষ পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশ ছেড়ে ত্রিপুরার হয়েই খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন হনুমা বিহারী। দিন কয়েক আগে শেষ হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রিমিয়ার লিগ। সেই প্রতিযোগিতার আসরে সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেয়েছিলেন হনুমা। তারপরই তিনি অন্ধ্র ছেড়ে ত্রিপুরার পথে পা বাড়ালেন। যা নিয়ে বিস্ময় তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। জানা গিয়েছে, ত্রিপুরার হয়ে হনুমা সাদা বলের মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে খেলার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী নন। তিনি ত্রিপুরার হয়ে রনজি ট্রফিতে খেলতে চান।

রুটের উইকেট ভুলতে পারবেন না আকাশ

বেঙ্গালুরু, ২৬ অগাস্ট : প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়। ম্যাচে মোট দশ উইকেট।

ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল দুই ইনিংসে শতরান না করলে হয়তো এজবাস্টন টেস্টের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ তিনিই হতেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের সেরা হওয়া হয়নি আকাশ দীপের। কিন্তু এজবাস্টন টেস্টের পারফরমেন্স আকাশের জীবনটাই বদলে দিয়েছে।

বিলেত সফর থেকে ফিরেই আকাশ হাজির হয়েছিলেন লখনউয়ে ক্যানসার আক্রান্ত দিদির বাড়ি। সেখানে দিদির খোঁজ নিয়েই বিহারের সাসারামে নিজের গ্রামের বাড়িতে যান। আপাতত আকাশ বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করছেন। বিলেত সফরেই কোমরে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোটের রিহ্যাব চলছে। সেখান থেকেই আজ এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আর সেই সাক্ষাৎকারে বিলেত সফরের সেরা মুহূর্ত হিসেবে এজবাস্টন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে জো রুটকে বোল্ড করার কথা জানিয়েছেন তিনি। আকাশের কথায়, 'রুটকে বোল্ড করার সেই মুহূর্তটা ভুলতে পারব না কখনও। দুর্দান্ত অনুভূতি। একজন জোরে বোলার যখন বিপক্ষ ব্যাটারকে নিয়ে পরিকল্পনা করে। আর সেই পরিকল্পনা মাঠে সফল হয়, তার অনুভূতিই আলাদা।' ইংল্যান্ড সফরে মোট ১৩টি উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। ওভালে শেষ টেস্টে ব্যাট হাতেও সফল হয়েছিলেন তিনি। আকাশ বলছেন, 'আইপিএলের সময়ে দিদির ক্যানসার ধরা পড়ে। সেই সময়টা খুব কঠিন ছিল। অনেক রাত হাসপাতালে কাটিয়েছি। ঘুম উড়ে গিয়েছিল আমার। বিলেত সফরের প্রস্তুতিও ধাক্কা খেয়েছিল। কিন্তু তারপরও ইংল্যান্ডে গিয়ে দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে পেরে আমি গর্বিত।'

ক্লান্ত শরীরের জন্যই অবসর : রোহিত

মুম্বই, ২৬ অগাস্ট : টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড এখন ইতিহাস। আর সেই ঐতিহাসিক সফরের আগেই আচমকা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। কিন্তু কেন তাঁর হঠাৎ অবসরের সিদ্ধান্ত?

এতদিন মুখ খোলেননি প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক রোহিত। আজ মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে তিনি জানিয়েছেন, বয়সের কারণে শরীরের ধকলের কথা ভেবেই তিনি টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। হিটম্যানের কথায়, 'টেস্টের জন্য আলাদা প্রস্তুতি নিতে হয়। কারণ খেলাটা পাঁচদিনের। ফলে পাঁচদিন শরীর ও মনের উপর ধকল যায়। ক্লান্তি এসে যায়। শরীরের ধকলের কারণেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলাম। কারণ, আমি বুঝে গিয়েছিলাম, এই ধকল নেওয়ার মতো শরীর আমার নেই এখন।'

সময়ের সঙ্গে লাল বলের টেস্টের তুলনায় সাদা বলের টি২০ ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। টিম ইন্ডিয়ার একদিনের দলের অধিনায়ক রোহিতের ভাবনা অবশ্য ভিন্ন। তিনি বিশ্বাস করেন, টেস্ট ক্রিকেটই আসল স্কিলের পরীক্ষার জায়গা। এই প্রসঙ্গে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট পরিকাঠামোর প্রসঙ্গ টেনে রোহিত বলেছেন, 'মুম্বইয়ে আমরা ক্লাব ক্রিকেটের মাধ্যমে প্রথম পেশাদার ক্রিকেট শুরু করেছিলাম। তখন ক্লাব ক্রিকেটে দুই-তিন দিনের খেলা হত। তাই ছোট থেকেই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। এখন ছবিটা অনেকটা বদলেছে।' ঠিক কেমন বদল হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের ছবির, তারও ব্যাখ্যা

> টেস্টের জন্য আলাদা প্রস্তুতি নিতে হয়। কারণ খেলাটা পাঁচদিনের। ফলে পাঁচদিন শরীর ও মনের উপর ধকল যায়। ক্লান্তি এসে যায়। শরীরের ধকলের কারণেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলাম।
>
> **রোহিত শর্মা**

দিয়েছেন হিটম্যান। তাঁর কথায়, 'আমি ক্রিকেট শুরুর সময় খুব মজা করতাম। পরবর্তী সময়ে বয়সভিত্তিক নানা প্রতিযোগিতায় খেলার সময় বুঝতে শিখেছিলাম পরিস্থিতির গুরুত্ব। বিভিন্ন সময়ে নানা কোচের সঙ্গে কাজ করতে গিয়েও অনেক কিছু শিখেছি। যা পরবর্তী সময়ে আমার কাজে এসেছে।'

লিগে সামনে আজ কাস্টমস

রক্ষণই চিন্তা বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : শেষ ম্যাচে বড় জয়। আত্মবিশ্বাসী মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। যদিও রক্ষণের বেহাল দশা চিন্তা বাড়িয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরের।

বুধবার কলকাতা লিগে কাস্টমসের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে মোহনবাগান। কোচ ডেগি কার্ডোজো কিন্তু কাস্টমসকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, 'কাস্টমস ভালো দল। ওদের দলে বাংলার কয়েকজন সেরা খেলোয়াড় রয়েছে। ম্যাচটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের প্রস্তুতিও ভালো হয়েছে। নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব।'

কলকাতা লিগে মোহনবাগানকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে তাদের রক্ষণভাগ। আগের ম্যাচে বেহালা এসএস-কে ৫ গোল দিলেও ২ গোল হজম করতে হয়েছে। সুরুচির বিরুদ্ধেও রক্ষণের কারণে পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে মোহনবাগানকে। উলটোদিকে প্রতিপক্ষ কাস্টমসে রয়েছেন সন্তোষজয়ী নায়ক রবি হাঁসদা। এছাড়াও দারুণ ফর্মে রয়েছেন স্ট্রাইকার সুময় সোম। রবি-সুময় সমন্বিত আক্রমণভাগকে সামলানোই বড় চ্যালেঞ্জ বাগানের। তার ওপর চোটের জন্য সন্দীপ মালিক ও পাসাং দোরজি তামাং এই ম্যাচে খেলবেন না। ফলে কাস্টমস ম্যাচের আগে চিন্তার ভাঁজ কোচ ডেগির কপালে।

এই মুহূর্তে ৮ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে মোহনবাগান। এক ম্যাচ বেশি খেলে পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে কাস্টমস। সুপার সিক্স নিশ্চিত করতে গেলে এই ম্যাচটা দুই দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

গোলের উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গলের সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁয়ে) ও পিভি বিষ্ণুর। মঙ্গলবার কলকাতায়।

সুপার সিক্সের কাছে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৪ (বিষ্ণু-২, সায়ন, মনোতোষ)
জর্জ টেলিগ্রাফ-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সের পথ প্রশস্ত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার লিগে নিজেদের দশ নম্বর ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফকে ৪-০ গোলে হারাল লাল-হলুদ বাহিনী।

দেবজিৎ মজুমদার, সৌভিক চক্রবর্তী, এডমুন্ড লালরিনডিকা, পিভি বিষ্ণু, ডেভিড লালহালানসাঙ্গার মতো সিনিয়ার ফুটবলারদের নিয়ে দল সাজানোয় ইস্টবেঙ্গলের জয়টা প্রত্যাশিতই ছিল। যদিও প্রথমার্ধে জর্জের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। বারবার বিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়লেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি ডেভিড, বিষ্ণুরা। ৪ মিনিটে বক্সের মধ্যে থেকে ডেভিডের দুর্বল শট সহজেই রুখে দেন জর্জের গোলরক্ষক তুহিন দে তালুকদার। এর পরপরই বিষ্ণুর শট ক্রসবারে ও এডমুন্ডের শট পোস্টে প্রতিহত হয়। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে বক্সের প্রান্ত থেকে বিষ্ণুর আরও একটি শট অল্পের জন্য বার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ভানলালপেকা গুইতেকে নামিয়ে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ান বিনো জর্জ। ৬৮ মিনিটে তাঁরই মাপা সেন্টার থেকে হেড লক্ষ্যে রেখেছিলেন ডেভিড। জর্জ গোলরক্ষক তা বাঁচিয়ে দিলেও ফিরতি বল জালে ঠেলে দেন সুযোগসন্ধানী বিষ্ণু। এরপর ৭৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ডেভিডের শট রুখে দেন তুহিন। যদিও শেষদিকে জর্জ রক্ষণের বাঁধ ভেঙে পরপর তিন গোল করল ইস্টবেঙ্গল। ৮৩ মিনিটে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফের লক্ষ্যভেদ বিষ্ণুর। সংযুক্তি সময়ে ডানদিক থেকে ঢুকে চতুর্থ গোলটি করলেন মনোতোষ মাঝি।

এই জয়ের সুবাদে ১০ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'-র পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। ২৯ অগাস্ট গ্রুপের শেষ ম্যাচে কালীঘাট মিলন সংঘকে হারাতে পারলেই সুপার সিক্স নিশ্চিত করে ফেলবে মশাল ব্রিগেড। তা না হলেও দৌড়ে থাকবে ইস্টবেঙ্গল। ৩০ অগাস্ট গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

এদিন লিগে গ্রুপ 'বি'-র ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার এফসিকে ২-০ গোলে হারাল ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। ওই গ্রুপের অন্য ম্যাচে ভবানীপুর এফসি ৪-০ গোলে হারাল ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবকে। পিয়ারলেস এসসি ১-০ গোলে হারাল ইউনাইটেড কলকাতা এসসি-কে।

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, জোসেফ, প্রভাত, বিক্রম (সঞ্জয়), সৌভিক, তন্ময়, বিজয় (শ্যামল), অনন্থু (গুইতে), বিষ্ণু, ডেভিড (মনোতোষ) ও এডমুন্ড (সায়ন)।

অক্টোবরের শেষেই হয়তো আইএসএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের আলোচনার পর আইএসএল শুরুর সোনালি রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। যা খবর তাতে অক্টোবরের শেষেই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দেশের এক নম্বর লিগের।

সোমবার বেঙ্গালুরুতে আলোচনায় বসে দুই পক্ষ। ফেডারেশন ও এফএসডিএল কর্তারা ইতিবাচক মনোভাব দেখানোয় ফের ফুটবল মরশুম শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী ২৪ অক্টোবর থেকে আরম্ভ হতে পারে এবারের আইএসএল। এফএসডিএলের তরফ থেকে ক্লাবগুলিকে মাঠ এবং পরিকাঠামোর কাজ শুরু করার কথাও বলা হয়েছে। যদিও সরকারিভাবে এখনও কোনও তরফই এখনও এই বিষয়ে মুখ খোলেনি। যেহেতু আইএসএলের বেশ কিছু ক্লাব এই মুহূর্তে অভ্যন্তরীণ কাজ বন্ধ রেখেছে, তাই দ্রুত সবকিছু শুরু না করলে তারাও তৈরি হতে পারবে না টুর্নামেন্ট শুরুর আগে। এশিয়ান কাপে ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ৯ এবং ১৪ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলা, তাই তারপরেই আইএসএল শুরু করার ভাবনা এফএসডিএলের। যার মধ্যে ১৪ তারিখ ঘরের মাঠে ম্যাচ। ফলে ফুটবলারদেরও ক্লাবের প্রস্তুতিতে যোগ দিতে সমস্যা হবে না। একবার টুর্নামেন্ট

শুরু করে আবার ফিফা উইন্ডোর জন্য ফুটবলার ছাড়ার ব্যাপারও থাকে না। আর এখন থেকে কাজ শুরু করলে ক্লাবগুলোও হাতে প্রায় মাস দুয়েক সময় পেয়ে যাবে প্রাক মরশুম প্রস্তুতির জন্য। এই মরশুমে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএলে উঠে আসার সুযোগ পেয়েছে ইন্টার কাশী। ফলে মোট ১৪ দলের আইএসএল হওয়ার সম্ভাবনা। ফেডারেশন আইএসএল শুরুর আগে সুপার কাপ করতে চাইলেও সময়ের অভাবে তা হওয়ার সম্ভাবনা এইমুহূর্তে প্রায় নেই। ক্লাবগুলো তৈরি না থাকাও এর বড় কারণ।

মূলত আর্থিক ব্যয়ভারের জায়গা নিয়েই ২৮ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশের আগে আবারও বসবে দুই পক্ষ। ৮ ডিসেম্বর চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যে ২৫ কোটি টাকা দেওয়ার কথা, সেটা এফএসডিএল দিয়ে দিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু গত বছরের বকেয়া ২৫ কোটি টাকা ফেডারেশন দাবি করলেও অন্তত ১০-১২ কোটি টাকা কম দিতে চায় স্বত্বাধিকারীরা। মরশুমের শেষপর্যন্ত চুক্তি নবীকরণ করার পর পরবর্তী মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নিয়ে কাজ শুরু হবে। যার মধ্যে হয়তো ফেডারেশনের নতুন সংবিধান দিয়ে নির্বাচনের দিন ঘোষণাও করে দেওয়া হতে পারে আদালতের তরফে। সেক্ষেত্রে নতুন কমিটির সঙ্গেই হয়তো হবে নতুন চুক্তি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রথম গোলের পর লিভারপুলের রিও এনগুমোহা। সোমবার রাতে।

লিভারপুলকে জেতালেন ১৬ বছরের এনগুমোহা

লন্ডন, ২৬ অগাস্ট : শেষ মুহূর্তের গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে নাটকীয় জয় লিভারপুলের। তার থেকেও বড় কথা, আর্নে স্লটের দলের জয়সূচক গোলটি এল ১৬ বছরের কিশোর রিও এনগুমোহার কাছ থেকে। যার এদিন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ অভিষেক হয়।

এই ম্যাচে গোল করে দলকে শুধু জেতায়নি এনগুমোহা, হয়েছে ক্লাবের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা। সোমবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ইপিএলের অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নেমেছিল লিভারপুল। ম্যাচের শুরুতে অবশ্য দাপট ছিল নিউক্যাসলের। একপ্রকার খেলার গতির বিপরীতেই ৩৫ মিনিটে রায়ান গ্র্যাভেনবার্চের গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। সংযোজিত সময়ে অ্যান্থনি গর্ডন লাল কার্ড দেখে নিউক্যাসলকে আরও বিপদে ফেলে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে হুগো একিটিকের গোলে ২-০ ফলে এগিয়ে যায় অল রেডস। কিন্তু তারপরও হাল ছাড়েনি নিউক্যাসল। ঘরের মাঠে দশজন হওয়ার পরেও তারা লিভারপুলের ওপর চাপ রেখেছিল। ৫৭ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান তারকা ব্রুনো গুইমারেস একটি গোল শোধ করেন। ৮৮ মিনিটে নিউক্যাসলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি শোধ করেন উইলিয়াম ওসুলা। তবে নাটকের তখনও বাকি ছিল। একদম শেষলগ্নে রিওর গোলে জয় নিশ্চিত করে লিভারপুল। দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে মাঠে নামেন এনগুমোহা। এর ঠিক ৪ মিনিট পর মহম্মদ সালাহর নীচু ক্রস ডমিনিক সোবোসলাই ফলস দিলে বল পেয়ে যান তিনি। সেখান থেকেই ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে এনগুমোহা বল জালে রাখেন।

এনগুমোহার আগে লিভারপুলের হয়ে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা ছিল বেন উডবার্ন। তিনি ২০১৬ সালে ১৭ বছর ৪৫ দিন বয়সে লিডসের বিরুদ্ধে গোল করেছিল। নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ১৬ বছর ৩৬১ দিন বয়সে গোল করে সেই কৃতিত্ব নিজের নামে করেছে এনগুমোহা।

এক নজরে এনগুমোহা

- শুক্রবার ১৭ নম্বর জন্মদিন পালন করবেন।
- ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চতুর্থ কনিষ্ঠতম গোলস্কোরার।
- ৮ বছর বয়সে যোগ দিয়েছিলেন চেলসির অ্যাকাডেমিতে।
- তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর লিভারপুলের স্কাউটদের অ্যাকাডেমির ম্যাচে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল চেলসি।

স্ট্রেট গেমে জয় সিন্ধু, প্রণয়ের

প্যারিস, ২৬ অগাস্ট : বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে গতকাল প্রথম রাউন্ডেই ছুটি হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্য সেনের। তাঁর বিদায়ে পুরুষদের সিঙ্গলসে ভারতের চ্যালেঞ্জ বজায় রাখলেন এইচএস প্রণয়। মঙ্গলবার তিনি ২১-১৮, ২১-১৫, পয়েন্টে হারিয়েছেন ফিনল্যান্ডের জোয়াকিম ওল্ডোর্ফকে। দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রণয়ের সামনে দ্বিতীয় বাছাই ডেনমার্কের অ্যান্ডার্স অ্যান্টোনসেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে পিভি সিন্ধু প্রথম রাউন্ডে বুলগেরিয়ার কালোয়ানা নালবানতোভার বিরুদ্ধে ২৩-২১, ২১-৬ পয়েন্টে জিতেছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে তাঁর সামনে মালয়েশিয়ার লেতশানা কারুপাথেভান। মিক্সড ডাবলসে প্রথম গেম হেরেও দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন রোহন কাপুর-রুথভিকা শিবানী গাড্ডে। তাঁরা ১৮-২১, ২১-১৬ ও ২১-১৮ পয়েন্টে জিতেছেন লিয়োং লোক চোং ও ওয়েং চি-র বিরুদ্ধে।

আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের হল অফ ফেমে জায়গা পেয়ে বিশেষ আংটি হাতে মারিয়া শারাপোভা, বব ও মাইক ব্রায়ান। সোমবার।

শারাপোভাকে সম্মান ইউএস ওপেনে

নিউ ইয়র্ক, ২৬ অগাস্ট : সদ্য টেনিসের হল অফ ফেমে জায়গা পেয়েছেন মারিয়া শারাপোভা। সোমবার রাতে তাঁকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হল ইউএস ওপেনের মঞ্চে।

লাল কার্পেটে পাঁচ গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী শারাপোভাকে স্বাগত জানানো হয় আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে। ওখানে দাঁড়িয়েই প্রাক্তন রুশ টেনিস তারকা বলেছেন, 'নিউ ইয়র্ক সিটি, এখানকার কোর্ট আমার জন্য খুব স্পেশাল। আমার কেরিয়ারে এই জায়গাটার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।' গত রবিবার শারাপোভাকে হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্তির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস।

শারাপোভার সঙ্গে দ্বৈরথের কথা স্মরণ করে সেরেনা বলেছেন, 'মারিয়াকে দেখতে আমার দিদি ভেনাসের কথা মনে পরে। কোর্টে আমরা একে অপরের শত্রু ছিলাম। মানুষ ভাবত আমাদের পার্থক্য অনেক। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টা একেবারে অন্যরকম। দুজনের মধ্যেই জেতার খিদেটা একইরকম ছিল।' উত্তরে শারাপোভা বলেছেন, 'তোমার মতো মানুষের থেকে অনুপ্রেরণা পাওয়া দারুণ উপহার। তোমার জন্যই আমি কেরিয়ারে সেরাটা বের করে আনতে পেরেছিলাম। তার জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ সেরেনা।'

গোয়ায় দাবা বিশ্বকাপ

নয়াদিল্লি, ২৬ অগাস্ট : ৩০ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত দাবা বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে গোয়ায়। মঙ্গলবার দাবার বিশ্ব সংস্থা ফিডে আনুষ্ঠানিকভাবে তা জানিয়ে দিল। প্রাথমিকভাবে এবারের দাবা বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল নয়াদিল্লিতে। কিন্তু লজিস্টিক সমস্যার কারণে ফিডে সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়। ফিডে সভাপতি আরকাদি ডরকোভিচ জানিয়েছেন, এবারের বিশ্বকাপে ৯০ দেশের ২০৬ জন দাবাড়ু অংশ নেবেন। একইসঙ্গে তিনি ভারতীয় দাবার প্রশংসা করে বলেছেন, 'ভারত আজ দাবার অন্যতম বৃহৎ শক্তি। দুর্দান্ত খেলোয়াড়, দর্শকদের উন্মাদনা – সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ। গর্বের সঙ্গে আমরা বিশ্বকাপের জন্য গোয়াকে বেছে নিয়েছি।'

সেমিতে ডাঙ্গি

চালসা, ২৬ অগাস্ট : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের বিনোদিনী রায় ও শচীন রায় ট্রফি ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ডাঙ্গি এফসি। মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে চামুর্চি ভুটান বর্ডার এফসি-কে। অমন কচ্ছপ গোল করেন। বৃহস্পতিবার নামবে মালবাজার স্বপনপুরি এফসি ও সত্য জ্যোতি সংঘ।

প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় হল না ভেনাসের

সহজ জয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে আলকারাজ

নিউ ইয়র্ক, ২৬ অগাস্ট : কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে একেবারেই সমস্যায় ফেলতে পারলেন না রেইলি ওপেলকা।

ওপেলকা ম্যাচের আগে আলকারাজ যখন কোর্টে নামলেন তখন তাঁকে দেখে চেনার উপায় নেই। নতুন চুলের স্টাইল। প্রায় ন্যাড়া মাথা বললেও খুব ভুল হবে না। যার পোশাকি নাম 'বোল্ড বাজ কাট'। গতবছর দ্বিতীয় রাউন্ডেই আলকারাজের ইউএস ওপেন যাত্রা শেষ হয়েছিল। সেই স্মৃতি ভুলতেই হয়তো নতুনভাবে নিজেকে সামনে আনলেন।

প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ইউএস ওপেন পুরুষ সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন আলকারাজ। খুব বেশি পরিশ্রমও করতে হল না তাঁকে। গোটা ম্যাচে একবারও স্প্যানিশ তারকার সার্ভিস ভাঙতে পারলেন না ওপেলকা। উলটোদিকে তিনবার বিপক্ষের সার্ভিস ভাঙলেন স্প্যানিশ তারকা। ম্যাচের ফল আলকারাজের পক্ষে ৬-৪, ৭-৫, ৬-৪।

নজর ছিল ভেনাস উইলিয়ামস-ক্যারোলিনা মুচোভা ম্যাচের দিকে। ২০২৩ ইউএস ওপেনেই শেষবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন ভেনাস। এবার ওয়াইল্ড কার্ডে এখানে খেলার ছাড়পত্র পান তিনি। যদিও প্রত্যাবর্তনটা স্মরণীয় করে রাখতে পারলেন না। প্রথম সেট জেতেন মুচোভা। দ্বিতীয় সেটে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করলেও শেষপর্যন্ত বয়সের কাছে হার মানেন ভেনাস। মুচোভা ম্যাচ জেতেন ৬-৩, ২-৬, ৬-১ গেমে। অন্যদিকে, ক্যাসপার রুড স্ট্রেট সেটে হারালেন সেবাস্তিয়ান অফনারকে। ৬-২, ৬-১, ৭-৬ (৭/৫) গেমে ম্যাচ জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেলেন রুড।

হেয়ার স্টাইল নতুন হলেও চেনা ছন্দেই কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়ে হতাশ ভেনাস উইলিয়ামস।

'বক্সিং গ্লাভস দিয়ে দাও বাকনারকে'

মজা শচীনের

মুম্বই, ২৬ অগাস্ট : গ্লেন ম্যাকগ্রাথ বনাম শচীন তেন্ডুলকার।

কিংবা শচীন বনাম শেন ওয়ার্ন। বছরের পর বছর বাইশ গজের যে দ্বৈরথ ক্রিকেট দুনিয়ায় রং ছড়িয়েছে। তবে ব্যাট-বলের রঙিন যুদ্ধের মাঝে বারবার প্রচারের আলো কেড়ে নিয়েছেন স্টিভ বাকনার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আম্পায়ার, যিনি ক্রিকেটের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচে রেফারিংও করেছেন। এহেন বাকনারের ভুল সিদ্ধান্তে বারবার উইকেট খোয়াতে হয়েছে শচীনকে।

সমাজমাধ্যমে 'আস্ক মি এনিথিং' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বাকনারকে নিয়ে প্রশ্নের জবাবে পুরোনো বিতর্ক উসকে দেওয়ার বদলে মজার মেজাজ মাস্টার ব্লাস্টারের। শচীনের কৌতুকভরা জবাব, 'আমি যখন ব্যাট করব, তখন ওকে বক্সিং গ্লাভস পরিয়ে দিও। যাতে আউটের জন্য আঙুল তুলতে না পারেন!'

ম্যাকগ্রাথ-ওয়ার্নের সঙ্গে টক্করে অবশ্য বরাবরই বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে নামতেন। প্রথম লক্ষ্য হত, ঝুঁকির শটে দুই অজি প্রতিপক্ষের বোলিং ছন্দ নষ্ট করে দেওয়া। নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফিতে যে স্ট্র্যাটেজিতে ম্যাকগ্রাথ-প্রাচীরকে ভেঙে চুরমার করেছিলেন শচীন। ওয়ার্নকে থামাতে ব্যাটিং স্টান্স বদলে ফেলেছিলেন। ওয়ার্ন যখন 'ওভার দ্য উইকেট' তখন একরকম, 'রাউন্ড দ্য উইকেট' আরেক রকম!

বারবার স্টিভ বাকনারের ভুল সিদ্ধান্তে আউট হওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন শচীন তেন্ডুলকার।

জো রুটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। ১৩ হাজার টেস্ট রানের গণ্ডি পেরিয়ে শচীনের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন। প্রাক্তনদের মতে, চলতি ফর্মে আরও ২-৩ বছর চালিয়ে গেলে রুট ভেঙে দেবেন শচীনের সর্বাধিক টেস্ট রানের নজির। সেই রুটকে নিয়ে শচীন বলেছেন, '১৩ হাজারের বেশি রান করা বিশাল প্রাপ্তি। ২০১২ সালে নাগপুরে ওর অভিষেক টেস্টের সময় দেখেছিলাম। তখনই সতীর্থদের বলেছিলাম, ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হতে চলেছে রুট। উইকেট বুঝে মানিয়ে নেওয়ার দক্ষতা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তারকার আগমন হয়েছে, বুঝে গিয়েছিলাম।'

সেমিফাইনালে মাধবডাঙ্গা-১ জিপি

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৬ অগাস্ট : জেলা পুলিশের পুলিশ-পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রথেরহাট মাঠে সেমিফাইনালে উঠল মাধবডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

মাল থানার ওদলাবাড়ি বিধানপল্লি মাঠে ওয়াশাবাড়ি এফসি ৩-১ গোলে মাল মিউনিসিপালিটি দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ওয়াশাবাড়ির সীতম টোপ্পো, ইশাক বিশ্বকর্মা ও অবিনাশ চিক বরাইক গোল করেন। মালবাজারের গোলটি জন রায়ের। মেটেলি থানার অন্তর্গত খেলায় বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত 'সি' দল টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে ইনডং মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত 'সি' দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। পূর্ব বাতাবাড়ি সিএম উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা হিমেশ প্রজা। রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার জিপি এফসি ৯-০ গোলে জেএন ফাউন্ডেশন ভুট্টিকে হারিয়েছে। রাজগঞ্জের মহানপাড়ার মিতালি সংঘ ও পাঠাগারের মাঠে হ্যাটট্রিক সহ পাঁচ গোল করেন স্ট্রাইকার জয়হরি বর্মন। তাদের বাকি গোলগুলি রিটন রায়, অমিত রায়, সুভাষ রায় ও সঞ্জয় রায়। মাগুরমারি স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে সাকোয়াঝোড়া-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের দ্য ডুয়ার্স ওমেন্স ফুটবল ক্লাব ২-০ গোলে ধূপগুড়ি টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন জয়িতা রায় ও ডালিয়া রায়।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে হিমেশ প্রজা।

ছবি : রহিদুল ইসলাম

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে রথেরহাট হাইস্কুল। ছবি : অভিরূপ দে

৫ খেতাব রথেরহাট হাইস্কুলের

ময়নাগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের খো খো-তে ছেলে ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল রথেরহাট হাইস্কুল। ছেলেরা ফাইনালে মোহিতনগর সিটিপি উচ্চবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। মেয়েরা মান্তাদারি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন রথেরহাট। ফাইনালে তারা মান্তাদারিকে হারিয়েছে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে সেরা চূড়াভাণ্ডার ভেলভেলা হাইস্কুল। রানার্স মান্তাদারি। ছেলে ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন রথেরহাট। ছেলেরা ফাইনালে মান্তাদারিকে হারিয়েছে। মেয়েরাও মান্তাদারির বিরুদ্ধে জয় পায়।

তাইকোন্ডোতে সোনা বর্ণালির

বেলাকোবা, ২৬ অগাস্ট : রাজ্য স্কুল তাইকোন্ডোতে সোনা জিতল বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির বর্ণালি রায়। সে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ৫২-৫৫ কেজিতে নেমেছিল। বর্ণালির বাবা বিশ্বনাথ রায় পেশায় টোটো চালক। বর্ণালির সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ দে, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ডোনা বসু, স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষিকা পূর্ণিমা দাস প্রমুখ।

পদক গলায় বর্ণালি রায়।

দি জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ
স্থাপিত - ১৯১৯
টেম্পল স্ট্রিট, পোঃ+জেলা- জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
: বিজ্ঞপ্তি :

মেমো নং- ৮৫১/জে/এ.জি.এম, তাং- ২২/০৮/২০২৫

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বেলা ১২.০০টায় **দি জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক** লিঃ-এর ৮৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা দি জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ-এর 'শতবর্ষ ভবনে' (দ্বিতলে) অনুষ্ঠিত হইবে।

অতএব সকল সদস্য সমিতির প্রতিনিধিদের উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

স্বাঃ - পালমু শেরিং শেরপা, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা জুলফিকার আলি খান - কে 30.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62A 20955 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি বেশ কিছুদিন ধরেই অনেক সাধারণ লোককে জয়ী হতে দেখেছি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে, যা আমাকে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি চেষ্টা করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এখন, আমি নিজেও একজন কোটিপতি হয়েছি! এটি একটি জীবন পরিবর্তনকারী জয় এবং এই অবিশ্বাস্য একটি সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা হয়ে রাজীব মুন্ডা। ছবি : অভিরূপ দে

জয়ী কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব

ময়নাগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : জরদাভ্যালি স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব ২-১ গোলে শিলিগুড়ির বলরাম সুপার কিংসকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার রাজীব মুন্ডা ও আর্য ছেত্রী গোল করেন। বলরামের গোলটি আকাশ ঘোষের। ম্যাচের সেরা রাজীব। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ময়নাগুড়ি আনন্দনগর একাদশ ও উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা মিলন সমিতি।

চ্যাম্পিয়ন ময়ূরাক্ষী

ময়নাগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : চন্দননগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় যোগা স্পোর্টসে জোড়া খেতাব জিতল ময়নাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ময়ূরাক্ষী দে। সে আর্টিস্টিক ও ট্রাডিশনাল ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ময়ূরাক্ষীর বাবা সুবল দে বাস মালিক। মা পিঙ্কি দে গৃহবধূ। মেয়ের সাফল্যে খুশি তাঁরা।

ট্রফি ও স্কুটির সঙ্গে ময়নাগুড়ির ময়ূরাক্ষী দে। -বাণীব্রত চক্রবর্তী

জয়ী জলপাইগুড়ি

ক্রান্তি, ২৬ অগাস্ট : মঙ্গলবার ক্রান্তি প্রোগ্রেসিভ ফুটবল ইউনিটের আবু বক্কর সিদ্দিকি ও নিত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ট্রফি ডুয়ার্স কাপ ফুটবলে জলপাইগুড়ি পুলিশ টিম ২-০ গোলে ইজরায়েল গুরুং অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। গোল করেন শুভঙ্কর রায় ও রাহুল রায়। ম্যাচের সেরা জলপাইগুড়ির গোলকিপার লাল্টু শেখ। রবিবার খেলবে বিহার বিএস একাদশ ও জেবিভিসি রাজগঞ্জ।

ইয়েলমোর জয়

ধূপগুড়ি, ২৬ আগস্ট : ধূপগুড়ি ফুটবল ক্লাবের এসআরএমবি ধূপগুড়ি কাপ ফুটবলে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি ইয়েলমো এফসি ৩-১ গোলে জলপাইগুড়ি সাদার্ন সমিতি অ্যাকাডেমি দলকে হারিয়েছে। পৌর ফুটবল মাঠে ইয়েলমোর দীপ মুন্ডা, সুশান্ত রায় ও দীপঙ্কর দে গোল করেন। সাদার্নের গোলটি রঞ্জন শেরপার। ম্যাচের সেরা ইয়েলমোর অক্ষয় বাড়ই।